

শ্রীশ্রীগঙ্গাদীশ্বরায় নমঃ ।

সারকৌমুদী ।

অর্থাৎ ।



চিকিৎসাদর্পণ নামক বৈজ্ঞানিক ।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বস্মণ কর্তৃক অনুবাদিত

কলিকাতা ।



যোড়াসাঁকো বলরাম দে ফ্রীটে

৩৩ নম্বর ভবনে

শ্রীরামকানাই দাসের

স্বধামিফ্রু যন্ত্রে

মুদ্রিত ।

সম ১২৭৪ সাল ভাদ্র ৫ আদ্য ।

•ଶ୍ରୀରାଧାନଚକ୍ରେ ଦାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଦ୍ରିତ ।

সচীপত্র ।

গ্রন্থারম্ভ	১	বায়ু পরম দেবতা স্বরূপ	১২
নিদান	২	পিত্ত লক্ষণ	“
রোগীর পরিচারকের লক্ষণ	৪	কফ লক্ষণ	১৩
উত্তম রোগীর লক্ষণ	“	সান্নিপাতিক লক্ষণ	“
বৈত্র আনিবার দ্বীতের জাতি-		বায়ু দমন প্রকরণ	“
ভেদ এবং নিষিদ্ধ লক্ষণ	“	পিত্ত দমন প্রকরণ	১৪
বৈদ্যের নিকট উপস্থিত	“	কফ দমন প্রকরণ	“
দ্বীতের নিবেদন প্রকার	“	শারীরিক মানসিক ব্যা-	
দিবারাত্রিতে কফ পিত্ত		ধির বিশেষ কথন	১৫
বায়ুর সময় নিকপণ	৭	শারীরিক বিষয় কথন	“
শরীরে কফ পিত্ত বায়ুর		পুনঃ কফপিত্ত লক্ষণ	১৬
অধিকার প্রকরণ	“	বায়ুর বাহ্য লক্ষণ	“
পঞ্চ প্রাণের অবস্থান	৮	পিত্তস্থ বাহ্য লক্ষণ	“
পঞ্চ প্রাণের কার্য	“	কফস্থ বাহ্য লক্ষণ	“
পিত্তশ্লেষ্মার স্থিতি কথন	৯	বায়ু রুজি প্রকরণ	১৭
শ্লেষ্মা প্রকরণ	“	পিত্ত রুজি প্রকরণ	“
পঞ্চ নাম	“	রোগীর মূত্র পরিক্ষা	১৮
পঞ্চ কার্য	“	জিহ্বা পরিক্ষা	১৯
অবলম্বক কফ শরীর নাশ		নাসিকা পরিক্ষা	২০
এবং রক্ষার কারণ	১০	নাড়ী পরিক্ষা	“
শরীর নাশের কারণ	“	বাতাঙ্গিকা নাড়ী গতি	
পিত্তকফ বায়ুর অধিকার		প্রকরণ	২০
কথন	১১	পিত্তাঙ্গিকা নাড়ী গতি	
মধু শোধন বিধি	“	প্রকরণ	“
কফ রুজি প্রকরণ	“	কফাঙ্গিকা নাড়ী গতি	
বায়ুরোগ প্রকরণ	“	প্রকরণ	২১

ହନୁଜ ନାଡ଼ୀ ପ୍ରକରଣ	୨୨	ନୂନଗି ଉର ଲକ୍ଷଣ	୨୧
ଉରଯୁକ୍ତ ନାଡ଼ୀ ପ୍ରକାର	“	ଆମଞ୍ଜର ଲକ୍ଷଣ	୨୮
ନାମିପାତିକ ରାଡ଼ୀ ପ୍ରକରଣ	“	ଉରସ୍ତ ଦଶ ଉପଦ୍ରବ	“
ନାଡ଼ୀ ଜ୍ଞାନ-ସୂଚୀ ପ୍ରକାର	“	ନାମାଞ୍ଜର ଲକ୍ଷଣ	“
ନାମାନ୍ୟ ବାପ ନାଡ଼ୀର ସୂଚୀ	“	ଉର ତ୍ୟାଗ ଲକ୍ଷଣ	“
ନୀତଳ କଥନ	“	ନବଜ୍ଞର ତ୍ୟାଗ ବିଷୟ	୨୯
ଉରୋଽପାତ୍ତି କଥନ	“	ଉରେ ଲଂଘନେ ପ୍ରକରଣ	“
ନରୀରେ ଉରୋଽପାତ୍ତି	“	ସଞ୍ଜ ପାନୀର	୩୦
କାରଣ	୨୩	ଲାଞ୍ଜମଞ୍ଜୁ ପ୍ରକାର	“
ବାହଞ୍ଜର ପ୍ରକାଶ କଥନ	“	ଲାଞ୍ଜମଞ୍ଜୁ ଗୁଣ	“
ବାତିକ ଉର ଲକ୍ଷଣ	“	ନାମାନ୍ୟ ଉର ଚିକିତ୍ସା	“
ପିତ୍ତଞ୍ଜର ଲକ୍ଷଣ	୨୪	ନାଗରାଦି ପାଚନ	“
କଫ ଉର ଲକ୍ଷଣ	“	କ୍ଳୋଦ୍ରାଦି ପାଚନ	“
ବାତ ତୈପାତିକ ଉର ଲକ୍ଷଣ	୨୫	ବାତଞ୍ଜର ଚିକିତ୍ସା	୩୧
ବାତାଶ୍ଳେଷା ଉର ଲକ୍ଷଣ	“	ରୁହଂ ପଞ୍ଚସୂତ୍ରୀ ପାଚନ	“
ପିତ୍ତଶ୍ଳେଷିକ ଉର ଲକ୍ଷଣ	“	ବାତାରି ବଟିକା	“
ନାମିପାତିକ ଉର ଲକ୍ଷଣ	୨୫	ପିତ୍ତଞ୍ଜର ଚିକିତ୍ସା	“
ଉରୋଦଶ ପ୍ରକାର ନାମି-	“	ସବ ପଟୋଳ	“
ପାତିକ କଥନ	୨୬	କ୍ଳେଦ ପର୍ପଟି	“
ଅଭିସାତ ଉର ଲକ୍ଷଣ	“	ଧାନ୍ୟ ଶର୍କରା	“
ଅତିଚାର ଉର ଲକ୍ଷଣ	“	ସନଚନ୍ଦନାଦି ପାଚନ	“
ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଉର କଥନ	“	ଧନ୍ୟାଦି ହୃଦ	“
ବିଷମ ଉରୋଽପାତ୍ତି କରଣ	“	କଫଞ୍ଜର ଚିକିତ୍ସା	୩୨
ମନ୍ତ୍ର ଉର ଲକ୍ଷଣ	“	ଦ୍ବିକଳାଦି ପାଚନ	“
ଦ୍ବୈକାଳୀନ ଉର ଲକ୍ଷଣ	୨୭	ପିପୁଳାଦି ପାଚନ	“
ଏକାହିକ ଉର ଲକ୍ଷଣ	“	ବିଷାଦି ପାଚନ	“
ଚାତୁର୍ଥକ ଉର ଲକ୍ଷଣ	“	ଚତୁର୍ଥ ଉର୍ବ	“
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଚାତୁର୍ଥକ ଉର	“	ମଧୁ ପିପୁଳ	“
ଲକ୍ଷଣ	“	ପିତ୍ତଶ୍ଳେଷା ଉର ଚିକିତ୍ସା	“

কণ্টকার্যাদি পাচন	“	সান্নিপাত জ্বর চিকিৎসা	৩৮
যা পটোলকং	“	নিষ্ঠিবনং	“
অমৃতাক্ষক পাচন	৩৩	অবলেহ	“
ঘননিষাদি পাচন	“	অঞ্জন	“
বৃহৎশুভচ্যাদি পাচন	“	নবাক্ষ পাচন	“
মৃত সঞ্জীবনী বটিকা	“	ভৈরবেশ্বর	“
জ্বরানি রস	“	ত্রিদোষ নিহার রস	৩৯
বাততৈপাতকজ্বরচিকিৎসা		বেতাল রস	“
নবাক্ষ পাচন	“	অমৃতেশ্বর বটিকা	“
শুভচ্যাদি পাচন	৩৪	স্বচ্ছন্দ ভৈরব	“
মধুকাদি পাচন	“	পঞ্চপিত্ত যথা	“
নিষাদি পাচন	“	সান্নিপাত ভৈরব	“
বৃহৎ পঞ্চমূল পাচন	“	ঘোড়াচড়ি রস	৪০
বৃহৎ পঞ্চমূল	“	দারুভ্রক্ষ রস	“
অষ্টাদশাক্ষ পাচন	“	আনন্দ ভৈরব রস	“
মূথভেদি বটিকা	৩৫	জিহ্বাগ নান সান্নিপাতিক	“
জ্বর কেশরী রস	“	বিনাশক হয় মহোষধি	“
রোগির অপাক দোষ		বেতাল রস	“
নারিকেল জল	“	কালানল রস	৪১
শীতশুষ্কী রস	৩৬	মহাজরাক্ষুশ বটিকা	“
কজ্জলী করিবার প্রকার	“	ক্রমোণোভয়োলক্ষণ	“
কাঁচাপারা শোধন	“	সিক্তশোধক রস	“
হিজলেশ্বর	৩৭	রক্তাক্তি সান্নিপাতিক	
লক্ষ্মাবিলাস রস	“	নাশিকের বটিকা	“
জাফা পঞ্চকং	“	প্রতাপ লক্ষেশ্বর রস	“
বাতশ্লেষ্মা জ্বর চিকিৎসা	“	প্রলাপ সান্নিপাত নিবৃত্তনো	
পঞ্চকৌল পাচন	“	হয় নোষধি	৪২
স্বপ্নজরাক্ষুশ	“	অভরনৃসিংহ রস	“

নৃসিংহ কালানল বটিকা	“	প্লীহাশ্রিত জীর্ণজ্বর	“
মৃত সান্নিধাত	“	চিকিৎসা	“
উলুন চিকিৎসা	“	চৈতকাদি জীৱক	“
দশমূল পিপুলনিকর্য	“	তাম্রকুণ্ডী জ্বরক	“
ধান্যচতুর্মুখ	“	মলজ্বর হরলৌহ	“
উলুনে চতুর্মুখ প্রয়োগ		মান গুড়িকা	৪৮
করিবেন	৪৩	নক্ষত্র গুড়িকা	“
রসমানিক	“	কীর অজাবক তৈল	“
হিঙ্গুলেশ্বর	“	গুড পিপুল	৪৯
চতুর্দশাঙ্গ পাচন	“	যমানী জ্বরক	“
রসমিন্দু রস	“	অষ্টাঙ্গার্তিরস	“
দিনাহরে উলুদাধি		মহাচিক ক লবণ	“
কারে	৪৪	মহাঅাবক	৫০
৮থা অষ্টাদশাঙ্গ	“	জ্বর কলীরাবটি	“
পূর্ণচন্দ্র রসায়ন	“	মেঘনাদ রস	“
জীর্ণজ্বর চিকিৎসা	৪৫	শীতভাঙ্গত তৈল	“
নির্দিষ্টিকা	“	জ্বরকুলান্তক লৌহ	৫১
ধাতীমোদক	“	ক্রোধজ্বর সংগ্রহসঙ্গাদি	“
ভাগ্যাদি পাচন	“	ভৌতিক জ্বরে	“
রাত্রিজ্বরে ব্রহ্মবাক্স	“	ঐকান্থিকজ্বর চিকিৎসা	“
চতুর্দশাঙ্গ পাচন	৪৬	মন্ত্র	৫২
ধন্যাদি পাচন	“	জ্বরতপন মন্ত্র	“
ভূমিনিহাদি চূর্ণ	“	ময়ূজ্যোত্তরে তীরে	“
জীৱকাদি লৌহ চূর্ণ	“	দ্বিবিষো নাম বানর	“
অষ্টাঙ্গ ধুম	“	চাতুর্ধিক জ্বর চিকিৎসা	“
মহেশ্বর মন্ত্র	“	মন্তজ্বর চিকিৎসা	“
ধাতী মোদক	৪৭	কল্মষজ্বর	৫৩
অজাবক তৈল	“	আগন্তুক জ্বর চিকিৎসা	“

ভৌতিকদ্ব্যাহিক জ্বর	“	কানাচার লোহ	“
অম্ম মন্ত্র	“	মাহেশ্বর ধূপ	“
জীর্ণদ্ব্যাহিকজ্বর চিকিৎসা	“	লাক্ষাদি তৈল	৩১
কারব্যাদি পাচন	৫৪	জ্বর নাগময়ূর চূর্ণ	“
জ্যাহিকাগন্তকজ্বর চিকিৎসা	“	বজ্রেশ্বর মোদক	“
রক্তম্বাজ পাচন	“	জরাতিসার চিকিৎসা	৩২
জ্বরমুরারি চূর্ণ	“	অভ্রবটিকা	“
চাতুর্থাগন্ত জ্বরচিকিৎসা	“	দধিবটিকা	“
জ্বরমুরারি বটি	৫৫	জরাতিসারবিশেষপত্রা	৩৩
দশমূলাদি অষ্টদশাজ		পিপুলাদি তৈল	“
পাচন	“	বিষমজ্বর রসায়ন	৩৪
মধু পাঠাদি পাচন	“	নব জরাক্ষুণ	“
বিষমজ্বর চিকিৎসা	“	মহাজরাক্ষুণ	“
সুদর্শন চূর্ণ	“	ধান্যশুষ্ঠী	“
অজারক তৈল	৫৬	হ্রীবেরাদি পাচন	“
স্বপ্নলাক্ষাদি তৈল	“	হ্রীবেরাদি চূর্ণ	৩৫
রক্তলাক্ষাদি তৈল	“	উবিরাদি পাচন	“
দাক্ষাদি পাচন	“	নাগরাদি পাচন	“
সুদর্শন চূর্ণ	৫৭	মুখাদি পাচন	“
রহৎ সুদর্শন চূর্ণ	“	দশমূলাদি পাচন	“
অশ্বগন্ধা তৈল	“	শুষ্ঠ্যাদি পাচন	“
কিরাতাদি তৈল	৫৮	গুড়ুচ্যাদি পাচন	“
জ্বর ভৈরব চূর্ণ	“	পঞ্চমূলাদি পাচন	৩৬
চন্দনাди লৌহ	“	পায়সাди পাচন	“
রহজ্জালাদি তৈল	৫৯	ব্যোষাদি চূর্ণ	“
রহৎ জ্বর সংহারিণী চূর্ণ	“	গজাধর বটি	“
মাহেশ্বরী চূর্ণ	“	জাতিকল্যাণাবটি	“
পিপুল্যাди তৈল	৬০	কনকমূলর ধারক	“

পাঠাদি চূর্ণ	৬৭	কণ্টকাদি পাচন	৬
কাগরাদি চূর্ণ	৬	মোচরাদি চূর্ণ	৬
ক্ষীরকল্যাণ গুড়িকা	৬	বিল্বাদি	৬
জাতিসার চিকিৎসা	৬	কুটজাদি	৭২
মুক্তিযোগ	৬৮	কুটজাষ্টক	৬
জীবেরাদি পাচন	৬	সারঙ্গধর	৬
বৃহৎগুডচ্যাদি পাচন	৬	ধন্যাদি চূর্ণ	৭
বৃহৎজুবেরাদি পাচন	৬	মুতরাজ বটিকা	৭
বোয়াদি চূর্ণ	৬	দাড়িম্বধার	৭৩
শুষ্ঠী দশমূলী	৬	লবঙ্গচতুঃসম	৭
কনকমুন্দর রস		লবঙ্গদ্রাবক	৭
মশোণিত জরাতিসার	৬	মহাগন্ধক	৭
চিকিৎসা	৬৯	মোদক	৭
মহাভ্র বটিকা	৬	গৃহিনী চিকিৎসা	৭৪
কনক মুন্দর রস	৬	কুটজাবলেহ	৬
ধান্যচতুষ্টয়	৬	গজাধর চূর্ণ	৭৫
ধান্য পঞ্চক	৬	গৃহিনী গজেন্দ্র	৭
কঞ্চটাদিপাচন	৬	গৃহিনী রোগের গুরু পাক	
দ্বিতীয় প্রকার	৬	দ্রব্য মাত্রেই পথা নহে	৭
কুটজ পুটপাক	৭০	পানিতত্ত্ব বটিকা	৭
বৃহৎ কুটজাষ্টক পাচন	৬	মণ্ডুর প্রকার	৭৬
কুটজাষ্টক পাচন	৬	নৃপবল্লভ	৬
জানন্দ তৈরব	৬	মহাগন্ধক	৬
জাতিফলাদি	৭	লবঙ্গ চতুঃসোম	৭
ধান্য পঞ্চক	৭৭	পঞ্চামৃত পর্পতি	৭৭
পথ্যাদি পাচন	৬	বিজয় পর্পতি	৭
কঙ্ককাদি পাচন	৬	পঞ্চামৃত লৌহ	৭৮
বৃহৎকুটজাদি পাচন	৬	কঞ্চটাবলেহ	৭৯

মদনমৌক	৬	গর্ত্তমুতিকা চিকিৎসা	৬
সিদ্ধি শোধন	৬	রহস্যবঙ্গাদি চূর্ণ	৬
রহস্য শতাবরি মৌদক	৬	মেথি মৌদক	৬
মহাকাশেশ্বর মৌদক	৮০	মদন মৌদক	৮১
লবঙ্গাদি চূর্ণ	৮১	স্বপ্নমেথি মৌদক	৬
জাতিফলাদ্রা	৬	ত্রীলোকের গর্ত্তহইয়া যদি দ্বা-	
নাগিকাদি চূর্ণ	৬	দশ মাস পর্য্যন্ত প্রতিমাসে	
নাগরাদি চূর্ণ	৮২	গর্ত্তে বেদনা ও মুতিকা হয়	
রহস্যাত্তক্যাদি চূর্ণ	৬	তাহার নিবারক ঔষধ প্রথম	
স্বপ্নধাক্যাত্তাদি চূর্ণ	৬	মাসাবধিক্রমে লিখিতোছি	১০
গৃহিণী গজেন্দ্রবটিকা	৮৩	অর্শাধিকার	১১
জীরকাদি চূর্ণ	৬	প্রাণদাণ্ডিকা	৬
রহস্যজাত ফলাদি চূর্ণ	৬	শূরণ মৌদক	১২
স্বপ্ন লবঙ্গাদি চূর্ণ	৬	বালুসাল গুড়িকা	৬
মার্কণ্ডেয় চূর্ণ	৮৪	ভেলা শোধন	১৩
ধারাদ্র চূর্ণ	৬	কুটজাবলেহ	৬
বাল্য শক্রাশন মৌদক	৬	ছন্দ্রপ্রভাবটিকা	৬
জরীকাদি মৌদক	৬	পিত্তদ্বারা রক্তবৃষ্টি হইয়া না-	
রহস্যবঙ্গাদিমৌদক	৮৫	সিকা দস্ত গুহ্ম নথ লিঙ্গ এই	
পঞ্চামৃত পার্ণগী	৬	পঞ্চ স্থান হইতে নির্গত	
অকালমৃত্যুহরণ বটিকা	৬	হইয়া পঞ্চ প্রকার অর্শ হয়	
মুতিকা চিকিৎসা	৮৬	তার মন্ত্র	১৪
তিচামূলি চূর্ণ	৬	সমশর্করা চূর্ণ	৬
গৃহিণী কণাট বটিকা	৬	প্রাণদাণ্ডিকা	৬
নৃপবল্লভ রস	৬	স্বপ্ন শূরণ মৌদক	১৫
ঘিলাদি চূর্ণ	৮৭	রহস্য শূরণ মৌদক	৬
নাগিকাদি চূর্ণ	৬	অর্শবজ্র বটিকা	৬
মুতিকাক্ষুণ রসায়ণ	৮৮	প্রলেপ	১৬

কুড়চি অবলোহ	‘	অজীর্ণ কণ্টক	‘
মুক্তিযোগ	‘	ভুক্ত বিপাক বটি	১০২
পায়সাধি পাচন	‘	মহোষধি রস	‘
অর্শহারি মৃত	‘	কামাধি সন্দীপন মোদক	‘
মুক্তিযোগ	‘	কামেশ্বর মোদক	১০৩
অর্শরি লৌহ	৯৭	বিশ্মচিকা চিকিৎসা	‘
অধিমান্দ্য চিকিৎসা	‘	ষড়ঙ্গ চূর্ণ	‘
হিঙ্গ অটক	‘	রহস্যবাঙ্গ চূর্ণ	১০৪
অধিমুখ চূর্ণ	৯৮	হেমামৃত চূর্ণ	‘
খান্য শুষ্ঠী পাচন	‘	জীরকাদী বটি	‘
মুক্তিযোগ	‘	অবিপাদিক চূর্ণ	‘
মেথিমোদক	‘	সালসার বিলম্বি চিকিৎসা	‘
ছতাসন রস	‘	রহৎ শুষ্ঠী খণ্ড	‘
রামবান রস	‘	মুক্তিযোগ	১০৫
অধিকুমার রস	৯৯	নারিকেল লবণ	‘
কড়ি ভাস্মের প্রকার	‘	ভাকর লবণ	‘
মহাশঙ্খ বটি	‘	বলভদ্র মৃত	‘
রহস্যহোষধি	‘	মৌভাগ্য শুষ্ঠী খণ্ড	১০৬
ক্রিষ্যাদি রস	১০০	শতাবরি মোদক	‘
অম্পশঙ্খ বটি	‘	লবঙ্গাদি বটি	‘
হিঙ্গ অটক	‘	শুষ্ঠ্যামৃত চূর্ণ	১০৭
মুক্তিযোগ	১০১	সালসচহারি মোদক	‘
বাতাজীর্ণ	‘	কামাধি সন্দীপন	‘
পিত্তাজীর্ণ	‘	মোদক	‘
সৈন্ধবাদি	‘	রহৎ পিপুলি খণ্ড	১০৮
অধিমুখ	‘	মুরাপি খণ্ড	‘
বৈশ্যনর চূর্ণ	‘	কুমি চিকিৎসা	১০৯
দাবানল চূর্ণ	‘	মুক্তিযোগ	‘

বিড়ঙ্গ ঘৃত	৬	উদরারি বটি	১১
মুক্তিযোগ	৬	ধাতুউদরারি	১২
মস্তকাদি পাচন	১১০	হলীমক চিকিৎসা	১৩
লাক্ষাদি চূর্ণ	৬	অগ্নিযুগ্ম মণ্ডুর	১৪
বিড়ঙ্গাদি অষ্টক	৬	অমৃতার্ণব মণ্ডুর	১১৩
পিপুল্যাদি চূর্ণ	৬	শুদ্ধ মূল্যাদি তৈল	১৫
বিড়ঙ্গ ঘৃত	৬	পঞ্চামৃতাদি লৌহ	১৬
ধূসূরাদি তৈল	৬	তক্রামৃত	১১৭
পাণ্ডু কামলা হলীমকারি-		বারি শৌষিক চূর্ণ	১৮
কার চিকিৎসা	১১১	তক্রমণ্ডুর	১৯
ফলত্রিকাদি পাচন	৬	বৈতানাথ রস	২০
নবাস লৌহ	৬	কম্পতরু রসায়ন	১১৮
অঞ্জন	৬	বিজয়াদি চূর্ণ	২১
নয়	৬	রক্তপিত্ত চিকিৎসা	২২
পাননর্বা মণ্ডুর	৬	ভাবনা	১১৯
বজ্রবটু মণ্ডুর	১১২	ভেদ করাইবার প্রকার	২৩
ত্রিকত্রাদি লৌহ	৬	রক্তপিত্ত রোগের পথ্য	১২০
শোথ শার্দি ল তৈল	৬	মুক্তিযোগ	২৪
পাণ্ডু মৃদন রস	৬	এলাদি বটিকা	১২১
পুনর্নবা তৈল	১১৩	বাসামৃত	২৫
প্রাণ বল্লভ রস	৬	কুম্ভাণ্ড থণ্ড	২৬
পুনর্নবা পাচন	৬	মুখ হইতে রক্তস্রাবের	২৭
পালুবজ্র বটি	৬	মুক্তিযোগ	২৮
নবাস লৌহ	১১৪	শুভাবলৈহ	২৯
শোথারি মণ্ডুর	৬	নীলোৎপলাদি চূর্ণ	১২২
পঞ্চামৃত পর্পটী	৬	বাসাতালিশ	৩০
ত্রিকত্রাদি লৌহ	৬	বাসাদি	৩১
পুনর্নবা তৈল	১১৫	নাসিকা হইতে রক্তস্রাবের	৩২

মুক্তিযোগ	‘	স্বপ্ন রসেন্দ্র গুড়িকা	১২৯
মুখ হইতে রক্ত নিবারণ	‘	উরুফত চিকিৎসা	‘
ওষধ	‘	কানড়াদি চূর্ণ	‘
শৃঙ্গারাদ্র বটি	‘	বহুভাষাশাদি মোদক	‘
ভালিশাদি চূর্ণ	‘	অশ্বগন্ধাদি অবলেহ	১৩০
ভালিশাদি মোদক	১২৩	বাসাখণ্ড	‘
কুম্মাণ্ড খণ্ড	‘	কাস চিকিৎসা	১৩১
যক্ষাধিকার	‘	পঞ্চমূলাদি পাচন	‘
বাসক লৌহ	১২৪	শঠ্যাদি চূর্ণ	‘
চন্দনাদি তৈল	‘	বালাদি পাচন	‘
বহুভাষাশাদি	‘	জাকাতাবলেহ	‘
ব্রহ্মাদি লৌহ	১২৫	পুষ্করাদি	‘
শৃঙ্গারাদ্র	‘	দশমূলাদি	‘
মৃগাঙ্করস	‘	কটুফলাদি পাচন	‘
গুড়িকারপ্রকার	১২৬	দশমূলাদি মৃত	‘
ত্রয়োদশাঙ্গ পাচন	‘	কণ্টকারি মৃত	১৩২
পঞ্চদশাঙ্গ পাচন	‘	ব্রাহ্মাদি লৌহ	‘
অবলেহ	‘	বাসাদি চূর্ণ	‘
ষড়ঙ্গাবলেহ	‘	ককেশ্যরি রস	‘
বাসাবলেহ	‘	কাস সংহার বটি	‘
ছাগলাস্ত্র মৃত	১২৭	রসেন্দ্র বটিকা	১৩৩
চন্দনাদি তৈল	‘	ত্রিফলা চিকিৎসা	‘
কাস মাত্রেয় চিকিৎসা	‘	মুক্তিযোগ	১৩৩
কণ্টকারি পাচন	‘	শ্বাস রোগের চিকিৎসা	‘
মুক্তিযোগ	‘	মুক্তিযোগ	‘
হরীতকী মোদক	‘	পাচন	‘
সমশর্করা চূর্ণ	১২৮	পুচ্ছাবলেহ	‘
ত্র্যাজী হরীতকী	‘	শিথিপুচ্ছভস্ম করিবার বিধি	‘

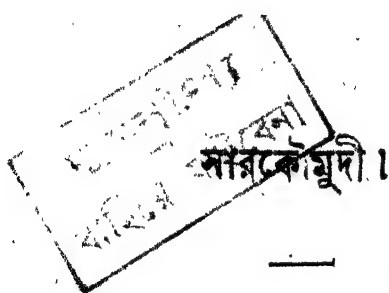
ভাগীগুড়	১৩৫	যুক্তিযোগ	‘
গুড় পাক করিবার		পাচন	১৪৫
বিধি	‘	গৃধিণি বায়ুর চিকিৎসা	‘
সূর্য্যাবর্ত্তরস	‘	জিদোষয়ী গুগ্গুল	১৪৬
স্বরভঙ্গ চিকিৎসা	১৩৬	গুগ্গুল পাক প্রকার	‘
বাতজে মুক্তিযোগ	‘	ছাগলাদি ঘৃত	‘
কল্যাণ ঘৃত	‘	নকুলাদি ঘৃত	১৪৭
ব্রহ্মীঘৃত	‘	স্বপ্ন বিষ্ণু তৈল	১৪৮
অরুচি চিকিৎসা	১৩৭	পানকর প্রকার	‘
যুক্তিযোগ	‘	মহাবিষ্ণু তৈল	‘
মোদক	‘	মধ্যমনারায়ণ তৈল	১৪৯
হৃদ্বি চিকিৎসা	১৩৮	বুজ প্রসারনী তৈল	‘
এলাদি চূর্ণ	‘	স্বপ্নমাব তৈল	১৫০
হৃদ্বি চিকিৎসা	১৩৯	বৃহৎমান তৈল	‘
পদ্মকাষ্ঠাবলেহ	‘	নপ্তপ্রহমান তৈল	৫১
হৃদ্বিধিকার	৪০	বাতরক্ত চিকিৎসা	‘
দাহ চিকিৎসা	‘	স্বপ্নগুড়চি তৈল	‘
উন্মাদাধিকার	৪১	গৃহৎগুড়চি তৈল	‘
কল্যাণ ঘৃত	‘	কৈশোর গুগ্গুল	১৫২
ক্ষীরকল্যাণঘৃত	১৪২	বজ্রগুগ্গুল	‘
মহাকল্যাণ ঘৃত	‘	গুড়চ্যাদি লৌহ	‘
চৈতন ঘৃত	‘	ভানক	১৫৩
শিবাস্ত	১৪৩	হরিতাল শোধন	‘
অপম্মার চিকিৎসা	১৪৪	উরুস্তস্তাধিকার	১৫৪
যুক্তিযোগ	‘	প্রলেপ	‘
ব্রহ্মীঘৃত	‘	আমবাতাধিকার	‘
হৃদ্বিত বায়ু চিকিৎসা	‘	রামানপ্তক	‘
বাট্যাল্যাঘূষ	‘	প্রলেপ	‘

বোগরাজ গুণগুণ	,	উরগ্রহ রোগের লক্ষণ	
অলম্বুবাতি চূর্ণ	১৫৫	মুক্তিযোগ	৬
বাত শার্ঙ্গল গুণগুণ	,	ইন্তরুক্ষ চিকিৎসা	১৬৩
বহুৎ নৈস্কবানি তৈল	,	মুক্তিযোগ ও ত্রিকণ্ডাদি	
আমবাতারি গুড়িকা	১৫৬	ঘৃত	,
শূল চিকিৎসা	,	হৃদাঘাত চিকিৎসা	,
মুক্তিযোগ	,	মুক্তিযোগ ও গোহুরি	,
পাচন	,	ঘৃত	,
প্রলেপ	,	বহুহৃদা চিকিৎসা	১৬৪
পাচন	,	মুক্তিযোগ ও দ্ব্যত্রিঘৃত	,
চতুঃসম লৌহ	১৫৭	মুক্তিযোগ	,
পরিণাম শূল চিকিৎসা	,	পাথার চিকিৎসা	১৬৫
বেদনা নিবারণ হৃষ্টি-		মুক্তিযোগ	,
যোগ	১৫৮	কুলখাদি ঘৃত	,
নারিকেল খণ্ড	,	বরণ গুড়	১৬৬
আমলকী	,	প্রমেহ চিকিৎসা	,
শতাবার মগুর	১৫৯	হৃষ্টিযোগ ও দাড়িম্বাদি	
শুষ্ঠী খণ্ড	,	ঘৃত	,
বহুৎ জীরকাদিমোদক	,	দান্তঘৃত	,
বিষ্ঠাধরাত্র	১৬০	ইন্দ্র বটিকা	১৬৭
মুক্তিযোগ	,	শরীর দুর্গন্ধ চিকিৎসা	,
গুণ চিকিৎসা	১৬১	বিড়ঙ্গাদি লৌহ	,
দন্তিহরীতকী	,	মুক্তিযোগ	,
বিষ্ঠাধর রস	,	উদরী চিকিৎসা	১৬৮
ছত্রোগ চিকিৎসা	,	মুক্তিযোগ ও সায়ুজাদি	
মুক্তিযোগ	১৬২	চূর্ণ	,
অজ্ঞান ঘৃত	,	পুনর্নবাক্ষম	,
উরগ্রহ চিকিৎসা	,	মরীচচূর্ণ ও মুক্তিযোগ	,

যক্ষত প্লীহা চিকিৎসা	১৬৯	মুক্তিযোগ	৬
মান গুড়িকা	৬	পাক্তিত্ত্ব মৃত	১৭৫
যক্ষতারি মৌহ	৬	পাক্তিত্ত্ব গুণগুণ	৬
অন্তরা লবণ	৬	অমৃত ভল্লাতক	৬
লোকনাথ রস	৬	সিন্দূরাদি তৈল	৬
শোথ চিকিৎসা	১৭০	বৃহৎ মরীচাদি তৈল	১৭৬
কংস হরীতকী	৬	কন্দর্পসার তৈল	৬
শুষ্ক মূলাদি তৈল	৬	অমৃতাকুর লৌহ	১৭৭
কোষ বৃদ্ধি চিকিৎসা	১৭১	শিতপিত্ত চিকিৎসা	৬
শতপুষ্পামৃত	৬	মুক্তিযোগ	১৭৮
নিত্যানন্দ রস	৬	অম্বপিত্ত চিকিৎসা	৬
গঙ্গাগু চিকিৎসা	৬	মুক্তিযোগ ও নারিকেল-	
ভূঞ তৈল	৬	মৃত	৬
শিঙ্গাদ চিকিৎসা	১৭২	অধিপিত্ত চূর্ণ	৬
মুক্তিযোগ	৬	শিতানন্তুর চূর্ণ	৬
মৌরেশ্বর মৃত	৬	বিষক চিকিৎসা	১৭৯
বিজ্রাবণাধিকার	৬	বিষকোট চিকিৎসা	৬
ব্রণ চিকিৎসা	৬	গুদভ্র চিকিৎসা	৬
মুক্তিযোগ	৬	মুক্তিযোগ	৬
হৃৎতৈল	১৭৩	টাক রোগের চিকিৎসা	৬
অন্তর্ভ্রণ চিকিৎসা	৬	মালতি তৈল	৬
ভগন্দর চিকিৎসা	১৭৪	বৃষ্ঠাভি তৈল	১৮০
মুক্তিযোগ	৬	দন্তরোগ চিকিৎসা	৬
বিশ্বানন্দ তৈল	৬	মুক্তিযোগ ও খদির বটিকা	৬
ভগন্দর হর রস	৬	কর্ণ চিকিৎসা	৬
উপদংশ চিকিৎসা	৬	মুক্তিযোগ ও ক্ষার তৈল	৬
মুক্তিযোগ	৬	দশমূল তৈল ও জাতি	৬
কৃষ্ঠাধিকার চিকিৎসা	৬	মৃত	১৮১

নাগিকা চিকিৎসা	‘	ষড়বিন্দু তৈল	৮৪
চিহ্ন হরীতকী	‘	প্রদর চিকিৎসা	‘
মুক্তিযোগ	১৮২	নীতকলাগ ঘৃত	‘
গৃহধুমাদি তৈল	‘	অসোকঘৃত	১৮৫
চক্ৰ রোগ চিকিৎসা	‘	মুণ্ডিক তৈল	‘
মুক্তিযোগ	‘	কল ঘৃত	‘
বৃহৎবাসকাদি পাচন	‘	মুতিকা চিকিৎসা	১৮৬
চন্দ্রোদয় বটি	১৮৩	মুক্তিযোগ	‘
ত্রিফলা ঘৃত	‘	বালকের চিকিৎসা	‘
শিররোগ চিকিৎসা	‘	মুক্তিযোগ	‘
দশমূল তৈল	‘	চতুর্ভঙ্গ অবলেহ	১৮৭
বৃহৎ দশমূল তৈল	‘	অষ্টমঙ্গল ঘৃত	‘

মুচীপত্র সমাপ্তঃ ।



সংস্কৃত গ্রন্থ পণ্ডিতের বোধগম্য তাহা অত্যন্ত কুটার্ণ-
বৃত্ত হয় সে গ্রন্থ বৃত্তিতে বিস্তর জ্ঞান অপেক্ষা করে অতএব
সারকৌমুদী নামক যে চিকিৎসা শাস্ত্র আছে তাহা অল্প-
শ্রমে বোধ হইবার কারণ প্রাকৃত বাক্য দ্বারায় লেখা যাই-
তেছে, অনায়াসে চিকিৎসা করণের বাসনা যাহার হয়
তিনি গ্রহণ করিবেন ।

নমো গণপতয়ে নমঃ ।

পরমানন্দিত লোক সকলের পরমানন্দের মূল স্বরূপ
শ্রীগুরুদেব চরণে প্রণতি হইয়া মন্দ বুদ্ধি জনের উত্তম বুদ্ধি
হওনের নিমিত্ত সারকৌমুদী পুস্তকের ভাষা করিলাম ।

শরীরের আরোগ্যতা ধর্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ সাধ-
নের মূল তাহার নটকারী এবং শরীরের মঙ্গলাপহর্তা
রোগ সকল হইয়াছে ।

তাহাতে চিকিৎসা কর্ম অভ্যাবশ্যক হইয়াছে চিকিৎ-
সাতে কোথাও ধন লাভ কোন স্থানে পুণ্য কোথাও লথা-
ভাব কোথাও অনুরাগ কোথাওবা কর্মভ্যাস হয় চিকিৎসা
কর্ম কোন প্রকারে নিষ্ফল হয় না ।

ব্যাদিদিগের নির্যাস এবং দমন বৈজ্ঞের এই দুই কর্ম
বৈজ্ঞ আয়ু দিবার কর্তা নহে ।

রোগীর কণ্ঠাগত শ্রাণ পর্যন্ত চিকিৎসা কর্তব্য অর্থাৎ মুণ্ড না হইলে রোগীকে বৈদ্য ত্যাগ করিবেন না।

রোগযুক্ত শরীর বৈদ্যের অধিকার প্রযুক্ত বৈদ্য রোগীর পিত্তা তুল্য হয়েন অতএব বৈদ্য স্থানে চিকিৎসিত শরীর ক্রয় করিবে তাহা না করিলে সেই শরীর দ্বারা তিনি ষত কর্ম করেন তাহার ফলভাগী বৈদ্য হয়েন।

অগ্রে রোগ নিকৃপণ করিয়া পশ্চাৎ নিকৃপিত রোগের উপযুক্ত শাস্ত্রোক্ত ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবেন মদৈ-
স্তের চিকিৎসা ক্রম এই।

দর্শন স্পর্শন এবং শ্রবণ ইহাতে রোগ জানা যায় অত-
এব রোগীর শরীর মূত্র জিহ্বা দৃষ্টি করণ পরে নাড়ি ধরিয়া
স্পর্শন এবং বৈদ্যকে যে লোক ডাকিতে যাইবে ও রোগীর
নিকট পরিচারক যে সকল লোক থাকে তাহাদের জি-
জ্ঞাসা করণ এই তিন প্রকারে রোগ জানিবেন।

নিদান পূর্বক রূপ উপশম এবং সংপ্রাপ্তি এই পাঁচ
প্রকারে লোক সকলের আকার রোগের সূক্ষ্ম লক্ষণের নাম
নিদান রোগের মানসিক প্রকাশ পূর্বক রূপ রোগের রূপ বাহ্য
প্রকাশ এবং চিকিৎসা দ্বারা রোগ সাম্য হওন উপশম
এবং সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত হওন সংপ্রাপ্তি এই পাঁচ প্রকার
রোগের লক্ষণ।

সকল রোগের আদি কারণ মন্দাগি তাহা অতিরিক্তা-
হারেতেই হয়। আহারের যেমতশাস্ত্রে কহিয়াছেন ভূজপ
আহার করিলে মন্দাগি হইতে পারে না।

কোন জন রোগ উৎপন্ন হইয়া সাম্য হয় এবং কোন
কোন রোগ জন্মিয়া নিবারণ হয় না আপনি সমভাবে থা-
কিয়া অন্যৎ রোগোৎপন্ন করে সেই রোগ অতি দৃষ্ট সে
রোগকে বৈদ্য বড় সাবধান হইয়া চিকিৎসা করিবেন সে
সামান্য রোগ নহে, সেই রোগ ক্রম্ভ সাধ্য জানিবা ॥

চিকিৎসার প্রকার আরো লিখিয়া বৈদ্য এবং রোগ ই-

হার মধ্যে রোগী যদি রোগানুগত হয় তবে বৈদ্য বড় ব্যা-
মোহ পায় রোগের দমন করিতেও নীত্র পারেন না রোগী
যুগপি বৈদ্যের আজ্ঞানুবর্তী হয় তবে রোগের দমন করিতে
পারিবেন। অতএব বৈদ্য বিবেচনা করিবেন রোগীকে
রোগানুবর্তী কুপথ্যাদি করিলে কি না করিলে আজ্ঞানু-
বর্তী জানিতে পারিবেন।

রোগের লক্ষণ এবং ঔষধের প্রমাণ কহিতে পারে এবং
ঔষধ ও চিকিৎসা অনেক প্রকার দেখিয়াছে আর চিকিৎ-
সাতে সুন্দররূপে পটুতা থাকে এবং আপনি শুচি এই
চারি গুণ যুক্ত বৈদ্যকে উত্তম বৈদ্য বলা যায়।

ইহার মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ এবং বহুদর্শী যে বৈদ্য তিনি সিদ্ধ
বৈদ্য কিম্ব এই দুই গুণের একেতে বর্জিত হইলে তাহাতে
এক পক্ষ হীন পক্ষির ন্যায় কহা যায় অর্থাৎ এক পাখী
ভাবে পক্ষির গতি হয় না তদ্রূপ এক গুণ থাকিলে বৈদ্য
চিকিৎসা করিতে পারে না।

এই চিকিৎসা শাস্ত্র গুরুপদেশ দ্বারা জ্ঞাত হইয়া যে
বৈদ্য চিকিৎসা করে সেই শ্রেষ্ঠ তত্ত্বিন্ন চিকিৎসাকারি বৈদ্য
সকলকে নষ্ট বৈদ্য চোরের সমান জানিবা।

আয়ুর্বেদ এবং চিকিৎসাশাস্ত্র জ্যোতিষ ধর্ম নির্ণয় এই
চারি শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া যে চিকিৎসা করে তাহাকে
ভ্রমঘাতক বলা যায়।

চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ও তত্ত্ব শাস্ত্রের যুক্তি
না জানিলে চিকিৎসার সম্পূর্ণ ফল ভাগী হইতে পারে না
তাহার দৃষ্টান্ত পুরুষ যে কালে দুভোগ্যপ্রাপ্ত হয় তৎকালে
উপাধিকৃত অর্থের ফল ভাগী হইতে পারে না।

আর মন্দ বস্ত্র পরিধান বাক্য ককেশ চতুরতা হীন কু-
গ্রামে বাস এবং আশ্রয় না করিলে চিকিৎসা করিতে গ-
মন এই পাঁচে বৈদ্যের সমান হয় না তিনি ধনুস্তরি তুল্য
হইলেও মান্য হয়েন না।

রোগ শরীরের সংহার কর্তা তাহাকে ঔষধ দ্বারা নিবারণ করিলে রোগী বৈত্তকে শরীর সমর্পণ করেন এই প্রকারে চিকিৎসক রোগীর পিতা স্বরূপ হয়েন । অতএব রোগীকে বৈত্তপুঞ্জের ন্যায় পালন করিবেন ।

যে বৈত্ত অবশ্য রোগ নিবারণ করিতে পারেন তিনি উত্তম বৈত্ত যে বৈত্ত কোন রোগ নিবারণ করিতে পারেন কোন রোগ পারেন না তিনি আত্মোদর ভরণ নিমিত্ত চিকিৎসক নামধারি মন্দ বৈত্ত অর্থাৎ সাধ্যাসাধ্য জ্ঞান বিশিষ্ট হয়েন না চিকিৎসা বিষয়ে সাধ্যাসাধ্য জ্ঞানের আবশ্যক আছে ।

সকল বৈত্তের অর্থ যে জ্ঞাত তাহার নাম বৈত্ত সেই বৈত্ত আয়ুর্কেন্দ্র উপবিষ্ট হইলে তাহার দ্বিজসংজ্ঞা হয় অর্থাৎ আয়ুর্কেন্দ্রোপদেশ দ্বারা জন্মান্তর হয় ।

ব্রাহ্মণ গুরুগণক নবগ্রহ এবং বৈত্ত ইহার নমস্তু ইহাদিগকে রোগীরা নমস্কার না করিলে আপদ স্বরূপ ব্যাধি হইতে ভয় প্রাপ্ত হয় ।

কালে ঔষধ আরম্ভ এবং সমাপন পশ্চাৎ পরীক্ষা করিয়া প্রশস্ত কালে রোগীকে সেবন করাইলে সেই ঔষধকে মহৌষধ বলা যায় এবং সেই ঔষধ অল্প মাত্রাধারণ করিলে মহাবীর্যবান হইয়া শীঘ্র ব্যাধির দমন করে ।

রোগীর পরিচারকের লক্ষণ । ঔষধ করিবার প্রকারজ্ঞ বলাবান প্রভৃ প্রতি অনুরাগ এবং শুচি এই চারি গুণযুক্ত ব্যক্তিকে পরিচর্যা কর্মে নিযুক্ত করিবেক ।

উত্তম রোগীর লক্ষণ । যে রোগী আপনার শরীরের ভাব এবং রোগ হইবার কারণ বৈত্ত জিজ্ঞাসা করিলে ভাল বিস্তার করিয়া বৈত্তের নিকট কয় এবং ভয়াকুল না হয় এমন রোগী উত্তম ।

বৈদ্য আনিবার দ্রুতের জাতি ভেদ এবং নিমিত্ত লক্ষণ । চণ্ডালাদি জাতি । শীঘ্র গমন আলুনিত বেশ অঙ্গ এবং

দণ্ডধারণ মলিন বসন পরিধান করণ অঙ্গ হীন এবং শকট-
গদ্বিত মহিষ উক্ট ইহাতে আরোহণ রক্তবর্ণ মাল্যধারণ গাত্র
তৈল মর্দন এক বস্ত্র পরিধান দিগম্বর ইত্যাদি নিবেদ্য।
এবং বৈতোর নিকট উপস্থিত দূতের নিবেদন প্রকার। এক
পাদে দাড়াইবেন না এবং কেশ, মস্তক, পৃষ্ঠ, গলা এই
সকল স্থান স্পর্শ করিবে না একদৃষ্টে হেটমুণ্ড হইয়া আপ-
নার প্রশ্ন জ্ঞান জানাইয়া রোগীর বিষয় বৈতোর দক্ষিণপাশ্বে
দণ্ডরমান হইয়া নিবেদন করিবে এবং ভিষক যখন রোগী
দেখিতে যাইবেন তখন দ্রুতগামী না হইয়া মন্দঃ গমন
করিবেন। এই প্রকার শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ বিধি।

যৎকালে রোগের প্রথম প্রসঙ্গ হইবেক সেই সময়ের
লগ্ন স্থির করিয়া দেখিবেন যদি পাপগ্রহের গৃহে প্রায় হয়
এবং সেই লগ্নে পাপগ্রহ থাকে সেই লগ্ন সম্পূর্ণ দৃষ্ট হয়
আর সেই লগ্নে অষ্টম গৃহে যদি পাপগ্রহ থাকেন তবে
নিশ্চয় সেই রোগ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। অতএব চিকিৎসক য-
খন রোগীর গৃহে গমন করিবেন তখন শুভাশুভ লক্ষণ ই-
হাতে অনুমান করিবেন।

শুভ হওনের প্রার্থনা যে ভিষকের আছে তিনি শুচি হ-
ইয়া রোগ পরীক্ষা করিবেন। এবং যেমত চিকিৎসা ক-
রিলে রোগীর দাঁত মুক্ত থাকে তাহাই সন্ধেছ্যের কর্তব্য।

ইতি সারকৌমুদ্যাং প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্তঃ।

মনুষ্যদিগের শরীরে দোষধাতু মল এবং আধার সকল
আছে। বায়ু পিত্ত কফ এই তিনের নাম দোষ। এবং বিষ্ঠা
মূত্রাদির নাম মল এবং ধাতু আর আধার থাকে। অর্থ
পূরে লিখিতেছি।

মনুষ্যের বাল্য যুবা বৃদ্ধ এই তিনকালে শরীরে স্থূল
মূল্যকাপে নাড়ি সকলের বিবরণ পরে লিখিব সংগ্রহিত
আধারের কথা লিখি।

মনুষ্য আহার করিলে যে স্থানে গিয়া অঠরামল দ্বারা
পাক হয় সেই স্থান নাড়ির উর্দ্ধে তাহার নাম আমাশয়ঃ
আধার অগ্নাদি পাক হইয়া যে স্থানে গিয়া থাকে সেই
স্থান নাড়ির অধঃ তাহার নাম পাকাশয়ঃ এবং তাহার অ-
ধোতি মূত্রাশয় তথা হইতে লিঙ্গ পথে মূত্র বাহির হয় এবং
আমাশয়ের দুই দিগে পাঁজরার ভিতরে দুই আধার আছে
তাহার নাম যকৃৎ ও প্লীহা। প্লীহা বামে যকৃৎ দক্ষিণে
থাকে।

যকৃৎ ও প্লীহা দুই রজাশয় অর্থাৎ রক্ত জন্মিয়া এই দুই
স্থানে সঞ্চার হইয়া সকল শরীরে ব্যাপিত হয়। আর না-
ড়ির উর্দ্ধে এবং অধোতে যে দুই স্থান আছে সেই স্থানের
মধ্যে নাড়িমূলে পাকের এক স্থান আছে তাহার অধোতে
নলের স্থান তার নাম উত্তুক। এবং লিঙ্গমূলে যে মূত্রের
স্থান তার নাম কুক্ষুস। এবং আমাশয় ও পাকাশয়ের
মধ্যে যে স্থান তার নাম পুপ্পণ্ড আহার করিবা মাত্র
নাগবায়ুর দ্বারা যে স্থানে গিয়া পাক হইয়া অন্য স্থানে বা
ইবার যোগ্য হয় সেই স্থানের নাম গৃহিণী। এবং নাড়ির
স্থানের উর্দ্ধে পিত্তের স্থান সেই শরীরে ভেজের স্থান তি-
নিই শরীরে মূলস্বরূপ হয় তাহার নাশ হইলেই দেহ নষ্ট
হয় অতএব জ্ঞানী চিকিৎসকেরা তাহার রক্ষার জন্য চেষ্টা
করিবেন।

শরীরে ঘৃষল হেতু বাত পিত্ত কফের দোষ সংজ্ঞা হয়
এবং বিষ্ঠা মূত্রাদি শরীরকে মলিন করে অতএব তাহার
নাম মল বলা যায়।

দিবা রাত্রিতে কক পিত্ত বায়ুর সময় নিকপণ।

প্রথমতঃ। দিনমান যত দণ্ড হইবেক তাহা অংশতঃ

করিয়া প্রাতঃকালে যত দণ্ড হইবে তত দণ্ড কক্ষাধিকার
মধ্যাহ্নে পিত্তের শেষ বায়ুর অধিকার হয় । কিন্তু প্রাতঃ-
কালে সন্ধিকাল দুই দণ্ড যে আছে তাহা ত্যাগ করিয়া
অংশ করিতে হইবে এই রূপ মধ্যাহ্নকালের সন্ধিকাল
এবং সায়ংকালের সন্ধি সময় ত্যাগ করিয়া কক্ষ বায়ুর
অধিকার জানিবেন । এবং তিন সন্ধিকালে বায়ু এবং কক্ষ
উভয় মিলিত হইয়া অধিকারী হয়েন এবং রাত্তিকালে ঐ
প্রকার কক্ষ পিত্ত বায়ুর হয় তাহাতে সন্ধিকাল ত্যাগ করি-
বার বিষয় নাই ।

শরীরে কক্ষ পিত্ত বায়ুর অধিকার প্রকরণ ।

কটিদেশ পর্য্যন্ত অধোভাগ কক্ষের উর্দ্ধে গলা পর্য্যন্ত
পিত্তের এবং কেশ মল পর্য্যন্ত বায়ুর অধিকার এবং সন্ধি-
স্থানে বাতলেম্বার অধিকার । কলিযুগের মনুষ্যের আয়ুর
নিয়ম নাই অকাল মৃত্যু হইয়াছে তাহাতে বৎসরের মধ্যে
ঐ তিনের কি রূপ অধিকার হইবেক তাহা বৈদ্য বিবেচনা
করিবেন শত বৎসর মনুষ্যের আয়ু তাহা তিন অংশ ক-
রিয়া পূরকোক্ত ক্রমে ঐ তিনের অধিকার জানিবেন । কক্ষ
পিত্ত এই দুই অচল কিন্তু বায়ু সচল হয়েন কেবল বায়ুর শ-
ক্তিতে কক্ষ এবং পিত্ত গমন করে যেমন প্রবল বায়ু করণক
মেঘ সর্বত্র ভ্রমণ করে তক্রূপ বায়ু কর্তৃক কক্ষ পিত্ত সর্বত্র
ব্যাপিত হয় । অতএব কোনরূপে কক্ষ পিত্তকে সাম্য
রাখিয়া বায়ুর দমন অগ্রে করিবেন ।

নাভির অধোভাগে পাকশয় আছে সেই স্থান বায়ুর এবং
নাভির উর্দ্ধে আমাশয় আছে সে কক্ষের স্থান এই দুই স্থা-
নের মধ্য স্থান অগ্নি তুল্য পিত্ত স্থান হয় ।

পাকশয় কটিদেশ এবং গুহ কৰ্ণ চক্ষু স্পর্শোদ্ভ্রিয় এই
সকল বায়ুর হয় তত্রাপি পাকশয় বায়ুর নিত্যধাম হয় ত-
ন্নাগ্নি শীতোষ্ণাদি বোধ হয় এবং কোমল কঠিন বোধ হয়
তাহাকে স্পর্শোদ্ভ্রিয় কহে ।

পঞ্চ প্রাণের অবস্থান।

হৃদয়ে প্রাণ বায়ু, গুহে অপান বায়ু নাভিতে সমান বায়ু কণ্ঠে উদানবায়ু, এবং ব্যানবায়ু সর্বত্র ব্যাপিত জানিবেন।

পঞ্চ প্রাণের কার্য।

যিনি শরীরের রক্ত চালনা করেন তিনি প্রাণবায়ু, যিনি অগ্নির গ্রাস গ্রহণান্তর স্ববলে পাক্ষাশয়ে লয়ৈ যনি এবং যাহার শক্তিতে প্রাণবায়ু কার্য করেন তিনি অপান বায়ু হইল এবং যাহার শক্তিদ্বারা গণা বমন উল্কার ও শ্বাসাদি হয় তাহার নাম উদান। পাক্ষাশয় এবং আমাশয় এই দুই স্থানের মধ্যে যে নাভি স্থান আছে তাহাতে অগ্নি রূপ যে পিত্ত সেই পিত্ত রূপ অগ্নির সহায় যে বায়ু আছেন তাহার নাম সমান তিনিই অন্নাদি পাক করিয়া ভিন্ন করেন। এবং যিনি পাক্ষাশয়ে থাকিয়া মল মূত্র ত্যাগ ও বদ্ধ করেন তাহার নাম অপান। দ্বিতী মূত্র শুক্র রুধির এ সকলের অন্তর্গত হইয়া আছেন এবং সকল শরীরে ব্যাপিত যিনি তাহার নাম ব্যান বায়ু এই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর স্থান এবং কর্ম কহিলাম।

পরে স্লেষ্মা এবং পিত্তের আশ্চর্য্য যে পরমেশ্বর নির্মিত স্থানে পরমেশ্বর কর্তৃক স্থাপিত করণ। ইহাতে এই দুয়ের বিচিত্র ন্যূনত্বে যে স্থিতি তাহা পণ্ডিত বৈদ্যেরা নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উত্তমরূপে বোধ করিতে পাবেন না কেবল স্থূল মাত্র বোধ করিয়া চিকিৎসাতে অধিকারী হইলেন। অতএব প্রাকৃত মনুষ্যের বোধগম্য হয় না এবং শরীর মধ্যে পিত্ত স্লেষ্মার স্থিতি মুনিগণেরা অসুদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন তাহা সারকৌমুদী আছে কিঞ্চিৎ প্রকাশ আছে বিস্তার রূপে প্রকাশ তন্ত্র শাস্ত্রে এবং শঙ্কর ভাষ্যে আছে তাহা সকল জানিয়া চিকিৎসা করা দুর্ঘট। অতএব বঙ্গভাষা

রচিত গ্রন্থ অঙ্গান্নাসে বোধগম্য হইলে শীঘ্র চিকিৎসাতে সক্ষম হইবেন ।

পিত্ত শ্লেষ্মার স্থিতি প্রকরণ ।

যথা নাভিমূল এবং আমাশয় এবং শরীরে জল স্থান ও রক্তাশয় এই সকল পিত্তের স্থান তত্রাপি ইহার বিশেষ স্থান নাভিমূল সেই নাভিমূলস্থ যিনি পক্ষাধান তিনি ভূতা-
ত্মক । কিন্তু সেই স্থানে পরমেশ্বরের তৈজস কোষের অধি-
ষ্ঠান অতএব তাহাকে বৈদ্য কহিতে হইবেক নতুবা তিনি
কোন শক্তির দ্বারা অন্ন পরিপাক করিয়া অমার ভাগ ভাগ
পুষক সার ভাগ এইণ করিয়া সপ্ত ধাতুতে ভিন্ন২ সৃজন
পূর্বক শরীরকে বলবান করিয়া রক্ষা করেন । এবং শরীর
মধ্যে যে ঈশ্বর রূপাদি দর্শন হয় তাহাও তৈজস কোষের
শক্তি । এবং শরীর মধ্যে মূল স্থান নাভি মূল ইহাতে পা-
ক্ষাশয় পরম দেবতা রূপ আছেন ইহার বিষয় উত্তম রূপ
বোধ করিয়া চিকিৎসা করিবেক ।

শ্লেষ্মা প্রকরণ ।

শ্লেষ্মা এবং কফ এই দুই শব্দের একার্থ স্বভাবে অর্থাৎ
জল রূপে থাকিলে শ্লেষ্মা এবং বিকার প্রাপ্ত হইলে মল
রূপ কফ ইহার স্থান বক্ষ কণ্ঠ মস্তক উদরের উর্দ্ধ বক্ষের
অধঃ অর্থাৎ যে স্থান কড়া হয় সেই স্থান এবং শরীরের সন্ধি
স্থান সকল ও আমাশয়রস মেদ নাসিকা জিহ্বা এই সকল
থাকিলেও বক্ষঃস্থলে বিশেষ রূপে থাকেন ইহার মধ্যে
আমাশয়স্থ কক্ষ পঞ্চ নাম গ্রহণ করিয়া পঞ্চ ক'র্য্য করেন।

পঞ্চ নাম যথা ।*

অম্লকঃ ক্লেদকঃ বোধকঃ তর্পকঃ শ্লেষ্মকঃ ।

পঞ্চ কার্য্য যথা ।

ক্লেদকনামা কফ আমাশয় গত জব্যাদিকে কর্দম ন্যায়
করেন বোধ রসনেতে থাকিয়া রসবোধ করান তর্পক ম-
স্তকে থাকিয়া অর্জা নির্গত করেন শ্লেষ্মক শরীরের সন্ধিতে

থাকিয়া শিথিলীকরণ করিয়া গমনাদি করান আদি শব্দের অর্থ সমুদয় সন্ধিস্থানের কার্য্য করান । কিন্তু শ্লোকে না থা কিলে হস্ত পদ পদাদির প্রসারণ আবরণ ইত্যাদি হইত না কেবল দণ্ডের ন্যায় থাকিত এবং কক্ষ ক্রুর হইলে সন্ধি স্থানে থাকিয়া অবশ্য পীড়াদায়ক হয়েন ।

• অবলম্বক কক্ষ শরীর নাশ এবং রক্ষার কারণ ।

অবলম্বক রুদ্ররূপী কক্ষ জল রূপে আমাশয়ে থাকিয়া শরীর রক্ষা এবং নাশের কারণ হয়েন কিন্তু নাশের কারণ হইয়া রক্ষার কারণ কিরূপে সম্ভব হয় ইহার দৃষ্টান্ত হলাহল সর্প মুখে থাকিয়া সর্পকে নষ্ট করে না অথচ বলবান করে অর্থাৎ নির্বিষ সর্প হইতে বিষ বিশিষ্ট সর্পকে বলবান ক- রিয়া কহা যায় সেই প্রকার রুদ্ররূপী অবলম্বক কক্ষ আমা- শয়ে অধিষ্ঠান করিয়া আমাশয় গত কক্ষ ও পিত্ত ইহার পুরুষের নাশ হইতে রক্ষা করিয়া শরীর রক্ষা করিতেছেন অতএব শরীর রক্ষা কারণ অবলম্বক নামা কক্ষ ।

শরীর নাশের কারণ ।

প্রাপ্তকাল হইলে শরীর রক্ষক ঐ অবলম্বক কক্ষ ইনি শরীর রক্ষার মূল আমাশয় গত কক্ষ পিত্ত বায়ু ইহার মধ্যে কক্ষ পিত্তকে গ্রাস করিয়া বায়ুকে নষ্ট করিতে না পারিয়া শরীরকে যে প্রকার নষ্ট করেন তাহা দৃষ্টান্ত পূর্বক লিখি- তেছি । জল পাবকোদর নৌকা অনায়াসে সমুদ্র গমন করে কিন্তু নৌকান্থ অগ্নি এবং জল নৌকার নাশ কারণ তৎকা- লীন হয় না পরে কাল প্রাপ্ত হইলে বায়ুর ব্যতিক্রমে অথবা অন্য কোন প্রকারে সেই সমুদ্র ঐ নৌকাকে আপন জলে মগ করিয়া নৌকান্থিত অগ্নি এবং জলকে নষ্ট করতঃ নৌকা কে যেমত নষ্ট করে তাহার ন্যায় আমাশয় গত রুদ্র রূপ ঐ অবলম্বক কক্ষ আমাশয় গত অগ্নিরূপী পিত্ত এবং জল রূপ শ্লোকে বায়ু ব্যতিক্রমে নষ্ট করেন এই প্রকারে আ- মাশয় গত কক্ষ শরীর সংহারের কারণ হয় ।

পিত্ত কফ বায়ুর অধিকার কথন ।

বর্ষা আর শরৎ এই দুই ঋতুতে যে চারি মান ইহাতে পিত্তের অধিকার । এবং শিশির ও শীত এই দুই ঋতুতে কফের অধিকার বসন্ত এবং গ্রীষ্ম এই দুই ঋতুরত বায়ুর অধিকার । এই প্রকার বৎসরের মধ্যে পিত্ত কফ বায়ুর অধিকার হয় ইহার ঔষধ ঋতু অধিকারে দিতে হইবেক দেশ কাল পাত্র বিবেচনা অত্যাৱশ্যক জানিবে ।

মধুশোধন বিধি ।

নিজে মধু তৌল করিয়া তাহাতে উপযুক্ত কিঞ্চিৎ জল দিয়া নূতন পাতে চুলার উপর বসাইয়া মধ্যম জ্বালে পাক করিলে ফেণা হইবে ও ক্রমেঃ জল নিঃশেষ হইবেক এই রূপে মধু শোধন হইবেক ।

কক রুদ্বি প্রকরণ ।

শিশির বৃষ্টিটিকা এবং প্রাতঃকালে ভোজন বসন্ত-কালে মিষ্ট দ্রব্য ভোজন অতি শীতল দ্রব্যপান এবং ইকুরস পান তত্র দিবা নিদ্রা লুচি হইতে উত্তম রূপে স্নাত নিশেষ না হইলে সেই লুচি এবং পিষ্টকাদি দ্রব্য ভোজন এই মক লেতে শ্লেষ্মা রুদ্বি হয় ।

বায়ুরোগ প্রকরণ ।

হঠাৎ পদাবশ হয় এবং মলদ্বার বেদনা করে মুচ্ছা অন্তরে দ্বি অতি মৌন হইয়া স্তম্ভের ন্যায় থাকে আর পৃষ্ঠ জানু কপোল ঋ ইহাদের চালনা দন্ত কিড়িমিড়ি এবং দন্ত কপাটি এবং বাক্য উরুদেশ ছোয়ালি স্তম্ভিত ও চক্ষু হৃদয় গলদেশ মস্তক স্তম্ভিত আর ধুজতক্ষ ঋ ও দন্তস্থানের অন্তর হয় উদরাধধান এবং নাড়ি আদির স্তম্ভন আর তৈল মর্দন করিলেও গাত্র রুক্ষ এবং চর্ম্মস্ফাটন ও দলন এবং ভোজন করিলেও পুনরবার ভোজন করিতেও ইচ্ছা হয় এবং কপ্প স্বরভঙ্গ আর কর্ম্মক্ষম হইলেও অলসপ্রযুক্ত কর্ম্মে না যাওন অকারণ অতিশয় পরিশ্রম করণ এবং গত বিষয় সু-

খের নিমিত্তে পুনঃ খেদ করিয়া লোকের নিকট কখন
 ত্রাস ভুল ক্রোধ এবং যে কোন শব্দ হইলে কর্ণে রোধ বোধ
 আর মূন্দরূপে যে বিষয় কৰ্ম্ম করিয়াছে তাহার স্মরণ ক-
 রিতে পারে না এবং হস্তাদির কৰ্ম্ম হঠাৎ বোধ হওন অ-
 র্থাৎ ভোজনাদি করিতে অংশ। আর অপরাধি না হই-
 লেও লোকের উপর সৰ্বদা তাড়ন আর হর্ষ বিবাদ পরি-
 শ্রম ইহার কোন কারণ উপস্থিত না থাকিলেও অন্তঃকরণ
 মধ্যে সৰ্বদা উল্লাস করণ এবং লোমাঞ্চ। কিন্তু কফ জন্য
 লোমাঞ্চ কাহারা ছি অতএব উভয়ের ভেদ আছে। লোমাঞ্চ
 হইয়া শরীর ভাল হইলে কফ জন্য এবং লাঘব হইলে বায়ু
 জন্য আর পিত্ত কফকে নানা স্থানে ক্ষেপণ এবং হস্তাদি
 ক্ষেপণ ও টানিয়া লওন শরীরের রস শোষণ কোন ব্যক্তি
 কর্তৃক দৃঢ় আলিঙ্গনের ন্যায় ধারণ আর শরীর মধ্যে নূতন
 চিহ্ন জ্ঞান। এবং চক্ষু শরীর মূল প্রভৃতি ক্লেশবর্ণ অথবা
 রক্তবর্ণ আর অতিশয় তৃষ্ণা হইলে জল পান করিতে ইচ্ছা
 না হওন এবং নখমধ্যে কষার বোধ ইত্যাদি বায়ু জ্ঞানিবে
 বায়ু পরম দেবতা স্বরূপ। শরীর মধ্যে রাজার ন্যায় তা-
 হাকে বোধ করিবেন। দৃষ্টান্তঃ রাজা কোপ করিলে প্র-
 জাকে অনায়াসে নষ্ট করিতে পারেন। এইরূপ বায়ু কোপ
 যুক্ত হইয়া পিত্তাধিকে নষ্ট করিয়া শরীরকে নষ্ট করিতে
 পারেন অতএব বৈজ্ঞ কফ পিত্তকে সামান্যভাবে রাখিয়া বা-
 য়ুর চিকিৎসা অতি সাবধানে করিবেন কিন্তু বায়ু চিকিৎ-
 সাতে অল্প ফলভাগী হয়। দৃষ্টান্ত মহামহেশ্বরে দাতা
 শ্রীগুরুদেব তাহারে দাতা না বলিয়া কর্ণাদিরাজাকে দাতা
 বলেন এবং মহেশ্বরে লাভ করিয়া কিঞ্চিৎ ধন লাভ করেন
 তাহার ন্যায়।

পিত্ত লক্ষণ।

মস্তুষ্যের গলামধ্যে জ্বালা করিয়া অম্বলের ন্যায় যে
 উল্লার হয় এবং অকারণে অধিক বাক্য কহন ও অতিশয় ঘর্ম্ম

অর্থাৎ যে স্বাস্থ্য হইয়া ধারা বাহির হয় ও মুচ্ছা হয় এবং চক্ষু জিহ্বা কিম্বা শরীরের কোন অন্য স্থান অগ্নিশিখা যুক্ত ভূলা হইয়া যে দক্ষ হইতেছে আর অরুচি এবং জলপান করিতে ইচ্ছার্থে জল খাইতে পারে না এবং কোধ ও বাক্যের ভুল মুখ বৈষাভ্যের জন্যে ভোজন করিতে পারে না, কিন্তু পুনঃ পুনঃ ভোজন করিতে ইচ্ছা হয় আর গৃহে প্রবেশ করিয়া বোধ হয় এবং জিহ্বাতিষ্ঠ অবল কাল রস আর পীতবর্ণ মল ত্যাগ হয় আর জড়তা হইয়া মদোমত্তের ন্যায় বাক্যস্থলন হয় ।

কফলক্ষণ ।

ভোজন-না করিয়া ভোজন করিয়া এমত বোধ এবং তন্মাত্র অতিশয় মল তরল এবং অধিক হয় এং সর্ষদা শীতল দ্রব্য ভোজন করিতে ইচ্ছা এং শীতল দ্রব্য গাত্রে মাখিতে ইচ্ছা আর আশ্রয় পোছাইতে ইচ্ছা ও শরীর চুলকান শোথ অধিক নিদ্রা আর বাল রস দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা চক্ষু শ্বেতবর্ণ ও মল মূত্র শ্বেতবর্ণ আর অলন হইলে দন্দুজরোগ পিত্ত শ্লেষ্মা পিত্তবায়ু বায়ুপিত্ত ইত্যাদি ।

সান্নিপাতিক লক্ষণ ।

বায়ু পিত্ত কফের যে যে প্রকার পূর্বে লিখিয়াছি সেই মত বিবেচনার যে স্থানে পিত্ত এবং কফ এই দুয়ের লক্ষণ দেখিবেন । সেই স্থানে পিত্ত শ্লেষ্মার রোগ জানিবেন এই প্রকার বাতশ্লেষ্মা এং বায়ু পিত্ত পিত্তবায়ু এবং এই তিনের লক্ষণ প্রবল দেখিলে সান্নিপাতিক বোধ করিবেন কিন্তু ঐ প্রবলতিনের মধ্যে যিনি অধিক প্রবল হইবেন তাহার চিকিৎসা অগ্রে করিবেন ।

বায়ু দমন প্রকরণ ।

শীতোষ্ণ জল একত্র করিয়া স্নান যে সকল দ্রব্যে শুষ্ক হইয়া হয় তাহা ভোজন এং বলহৃদ্যি যাহাতে হয় তাহা ভা-

জন এবং সুস্বাদু অম্ল মৈত্রবের সহিত ভোজন তিল তৈল এবং বায়ু নিবারক পাক তৈল মর্দন করিয়া স্নান এবং ছাগ মাংস ভোজন করা যদিরা পান এবং নারিকেলোদক পান এবং পদ্মপত্র শয়ন আতাকল ভোজন তপ্তায় জলধৌত করিয়া ভোজন এবং ভোজনান্তর স্নান এই সকল প্রকারে বায়ু দমন হয়।

পিত্ত দমন প্রকরণ।

পাটোল পাতার রস এবং বটকী চিরাতা ইন্দ্রজব ইহা দিগের ক্কাথ আর হরীতকী আমলকী ইহার রস মিষ্টরসে পাক করিয়া ভোজন আর শীতল বায়ু ও নিষছাল সেবন পোয়াজ ভোজন ইহাতে অবশ্য পিত্ত নষ্ট হয় আর দ্বার দিয়া যে জ্যোৎস্না গাত্রে সংলগ্ন হয় ইতিজল পান স্ত্রী সঙ্গম ছাগ মূত ভোজন এবং ঔষধ দ্বারা ভেদ বমন হওন আর শ্বেদ করিয়া ঘর্ম নির্গতকরণ। রক্তমোক্ষণ হরিদ্রাদি মর্দন গোমূত্র পুরাতন বুস্মাণ্ড ভোজন আর ছোলায় জল দিগ্ধা-রস গুলঞ্চের পালো কিয়া গুলঞ্চের ক্কাথ সেকালিকা পত্র রস ক্ষেতপাপড়ার রস ধনিয়া মধুরপানা ভোজন ইত্যাদিতে পিত্ত নষ্ট হয়।

কফ দমন প্রকরণ।

মূত রহিত কুটি এবং তণ্ডুল চিপীটক মশরক রক্ষ ক-লাই ভর্জন আঃ গুল, মানকচু কাঁচাকলা আদি ভাজা দ্রব্য মাত্র কিন্তু তৈল মূতাদিতে ভাজা তিন্ন। আর তণ্ডুল হাঁ-ড়িতে কিঞ্চৎ উষ্য করিয়া সেই তণ্ডুলের অন্ন উষ্ণ থা-কিতে ঐ সকল রক্ষ ভাজার সহিত ভোজন এবং উষ্ণজল পান আর রক্ষ হরিদ্রা গাত্রে লেপন আর বিভূতি লেপন। নিসিদ্ধাপত্র রস হলকসার রস তালমাড়ার রস এই সকল দ্রব্য পান। অগ্নিতাপ লুণ্ঠী পিপুল মরীচ মৃগনাভি কস্তুরী পাণের রসে মাড়িয়া খাওন আর নিস্কর্জন আদার রসের সহিত সৈন্ধবলবণ ত্রিকটু চূর্ণ মুখ মধ্যে রাখিলে মুখ হইতে

শ্লেষ্মা নির্গত হয় এবং ত্রিকটুর নখ আর এরণ্ড পত্রমধ্যে বালুকা পুটলী করিয়া মস্তকে অধিক তাপ দিলে মস্তকের শ্লেষ্মা নষ্ট হয় আর পুরুষের অধিক ককে রাস্কাচিতার মূল মরীচ দিয়া বাটিয়া খাওয়াইবেক কিন্তু ইহা স্ত্রীলোককে কদাচ দিবে না, মস্তুরি এং ছোনার ছাত্তু ভোজন আর নাগরদোলায় দোলন মল্লযুদ্ধ স্ত্রীমঙ্গ উপহাস দোড়ান আর ভেদ বমন করান এবং জাগরণ এই সকল প্রকারে কক নষ্ট হয় ।

শারীরিক মানসিক ব্যাধির বিশেষ কথন ।

শরীর পীড়াদায়ক কক পিত্ত বায়ু এই তিনকে জানি বেন মন পীড়াদায়ক তমোরজঃ সত্ত্ব এই তিন গুণকে জানি বেন । কষ্টিদ্ব্যন্তু কথনং । নানা প্রকার জ্বর এবং গহ্বী কাস শ্বাস শল কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ বাতপিত্ত কফ দ্বারা জ-
ন্মায় এবং বিষাদ ভয় উৎসাহ হীন ইত্যাদি মানস পী-
ড়াকে মলুরজঃ তমোগুণ জাত জানিবেন এই দুই পীড়ার
মধ্যে শারীরিক পীড়ার চিকিৎসা এই গ্রন্থে লিখিব । কিন্তু
মানসিক পীড়ার চিকিৎসা লিখিব না কারণ তাহা যোগ
শাস্ত্র পাণ্ডা বিশেষে লিখিরা ছেন এবং এই মনঃ পীড়ার
কারণ মহামোহ অতএব মহামোহ জাত যে রোগ বিশেষ
তাহার ঔষধ আস্তিক্য বৈরাগ্য । ধৈর্য্যস্মৃতি ধ্যান ধারণা
কিন্তু ইহাতে উপদেষ্টা শ্রীগুরুদেব হইয়াছেন অতএব অন্য
উপদেষ্টা হইতে পারে না ।

শারীরিক বিষয় কথন ।

শরীর মধ্যে কক পিত্ত বায়ু যে আছেন তাহারা স্ব-
ভাব দ্বারা কিয়া অহিতাদি করণ দ্বারা কদাচ কক রুজি ক-
থন বা পিত্ত রুজি কদাচ বা বায়ু রুজি করেন ইহাতে জ্ঞান
বান বৈদ্য এই তিনের মধ্যে যে দুর্বল তাহার রুজি এবং
বলবানের সাম্য ও সাম্যের পালন করিবেন ইহা করিলে
উত্তম বৈদ্য হইবেন ।

পুনঃ কক পিত্ত লক্ষণ।

কক পিত্ত বায়ুকে শরীরে বাহ্য লক্ষণ দৃষ্টি দ্বারা এবং রোগী স্বপ্নে যে প্রকারে দর্শন হয় তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া কক পিত্ত বায়ুর প্রবলতা বোধ করিতে পারিবেন।

বায়ুর বাহ্য লক্ষণ।

শরীরে কার্য্যতা এবং লাবণ্য রাহিত্য ও অল্প কেশ এবং সর্বদা মন চঞ্চল ও সর্বদা মনের ভ্রম আর নিদ্রাব-
স্থাতে বিস্তর বাক্য কথন এবং স্বপ্নাবস্থাতে অধিক ভ্রমণ
এই সকল বাহ্য লক্ষণ দ্বারা বায়ুকে বোধ করিবেন।

পিত্তস্থ বাহ্য লক্ষণ।

বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে কেশের শুক্লবর্ণ প্রাপণ এবং রাই
সূর্য্যপের ন্যায় শরীরের বর্ণ আর নীললোকেয় মত সকল
কর্মে ক্রোধযুক্ত হইয়া শব্দ করণ এবং বুদ্ধির প্রখরতা আর
নিদ্রাবস্থাতে আলোকমল দর্শন এই নানা বাহ্য লক্ষণ
দ্বারা পিত্তকে জ্ঞাত হইবেন।

কফস্থ বাহ্য লক্ষণ।

বুদ্ধি ও শরীরের স্থূলতা এবং শরীর লাবণ্য আর সর্ষ
প্রশংসিত কেশ। এবং নিদ্রাবস্থাতে জলদর্শন এই প্রকার
বাহ্য লক্ষণ হেতু কফের বোধ করিবেন বায়ু পিত্ত কক হ্রদ
যে সাবধান হইয়া চিকিৎসা করিবেন। যে স্থানে পিত্ত
এবং কক এই উভয়ের চিহ্ন দেখিবেন সে স্থানে উভয়ের
যোগ বোধ করিয়া এবং বাতশ্লেষ্মার যোগ এই প্রকার
জানিয়া পরম্পরের নিবারণ ঔষধ দিবেন। যত্বপি এমত
বোধ হয় যে কক পিত্তের যোগ কি প্রকারে হয়। কক জল
স্বরূপ পিত্ত অগ্নিস্বরূপ অতএব উভয়ের যোগে উভয়ের ধ্বংস
কেননা হয় ইহার দৃষ্টান্তপূর্ব্বক লিখিতেছি। পরমেশ্বরের
অসাম্য সাধনে ক্ষমতা প্রযুক্ত সকল বিষয় সুসাধ্য নভব
হয় দেখ বিষের কীট বিষমধ্যে থাকিয়া যেকণ জীবনধারণ

করে তদ্রূপ অগ্নিনাশক জলরূপ ককের সহিত পিত্তরূপাণি মিলিত হইয়া জীবনধারণ করেন ।

বায়ুরুদ্ধি প্রকরণ ।

ধাবন দূর গমন উপবাস উচ্চ হইতে পতন অথবা কেবল পতন হস্তপাদাদি ভঞ্জন স্বপ্নদোষরাগি জাগরণ মল মুত্র বেগধারণ অতিশয় শীতল ক্রিয়া ভয় প্রাপ্তি ইওন রুদ্ধ-
দ্রব্য ভোজন ক্ষুধার্ত্ত ইওন কট তিত্ত কষার দ্রব্য ভোজন মেঘারন্ত কাল রুদ্ধি সময় ভোজনান্তর কাল ভোজন শেষ ইহাতে বায়ু কুপিত হইয়া রুদ্ধি হয়েন । কিন্তু ইহার মধ্যে কট তিত্ত কষার দ্রব্যে কহিয়াছি তাহা বদ্যপি পাচনে কিম্বা ঔষধাদিতে থাকে তবে তাহাতে রুদ্ধি হয় না ।

পিত্ত রুদ্ধি প্রকরণ ।

লক্ষ্যমরীচাদি কটদ্রব্য অবলদ্রব্য তাপযুক্ত দক্ষদ্রব্য আর বিষাংশ যে সকল দ্রব্য ও লবণ ক্রোধ উপবাস অগ্র-
হারণ স্ত্রীসঙ্গ তিল মসিনা দধি এই তিন দ্রব্য ভোজন এবং সুধাপান শৌকাকুল টক আমানি ভোজনান্তর ও ভোজন শেষ ইহার মধ্যকাল ও শরৎকাল জনসমূহ গোলের মধ্যে স্থিতি মধ্যাহ্নকাল মধ্য রাত্রি ইত্যাদিতে পিত্ত কোপযুক্ত হইয়া রুদ্ধি হয় । ইহাতে যে রোজ কহিয়াছি সে পৃষ্ঠালগ্ন তিন্ন জানিবেন । এবং মধুতে পিত্ত নষ্ট করে জানিয়া মধুর বিষাংশ দূর না করিয়া ঔষধ সেবন করেন তাহাতে ঔষধ উপকারি না হইয়া অপকারি হয়েন অত-
এব মধু শোধন কর্তব্য ।

ইতি ভাব্যারচিত সারকৌমুদ্যাম্বরীরাধিকারো
নাম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ।



রোগ বিশেষে অসাধ্য রুদ্ধসাধ্য সুসাধ্য এবং কোন
রোগ সাধ্য অতএব উপযুক্ত ঔষধ এবং গ্রহশাস্তি ও স্বস্তা-
য়ন দ্বারা রোগ সকলের অবস্থান্তর হয় অর্থাৎ অসাধ্য রোগ

জাপ্য হইয়া থাকে কৃষ্ণ সাধ্যানুসাধ্য হয়। অতএব চিকিৎসা
সার আবশ্যকতা পরে পূর্বজন্ম কৃত কর্ম দোষ আর ইহ
জন্মের পাপপেতে এবং অনুভূতাহারাদিতে রোগ জন্মে ইহা
জানিবার কারণ লিখিতেছি। যে সকল রোগের যে সকল
ঔষধ শাস্ত্রে উক্ত আছে এবং যে সকল স্বস্ত্যয়ন শাস্তি আছে
সে সকল করিলে যেহেতু রোগ ভাল না হয় সেই সব অদৃষ্ট
জাত জানিবা আর ঔষধাদি দ্বারা যে সকল রোগ ভাল হয়
সেই সমস্ত অনুভূতাহারাদিতে জন্মে জানিবেন।

ইতি ভাষা সারকৌমুদ্যাং রোগ নিকপণাধি-
কার সমাপ্তঃ ।

রোগীর মূত্র পরীক্ষা ।

নূতন সন্ধ্যাতে গোৱীর মূত্র ধরিয়া তাহাতে একবিন্দু তৈল
দিবে সেই তৈল যদি সরিয়া বেড়ায় তবে বায়ব্যাদি জানি
বেন এবং বিন্দু হইয়া তৈল যদি পি ছাড়িয়া পড়ে তবে
পিণ্ডের চিহ্ন জানিবেন। আর ঐ তৈল বিন্দু যদি ঘন
হয় তবে কফের লক্ষণ জানিবেন। এবং তৈল বিন্দু যদি মূত্রে
ডুবিয়া পড়ে ভাসিয়া উঠে তবে সে সান্নিপাতিক রোগ
জানিবেন, আর ঐ তৈল বিন্দু যদি পুষ্কাদিগে সরে তবে
সে রোগ অতিশীঘ্র ভাল হয়, এবং যদি দক্ষিণদিগে সরিয়া যায়
তবে সে রোগ ক্রমে ক্রমে বিশেষ হইয়া ভাল হয়, যদি
পশ্চিমদিগে যায় তবে অল্প চিকিৎসাতে ভাল হয়। আর
যদি উত্তরে যায় তথাপিও রোগ হইতে মুক্ত হয়। আর যদি
ঈশানকোণে যায় তবে সে রোগীর একমাসের মধ্যে প্রাণ-
ত্যাগ হয়। আর যদি মূত্রে তৈল বিন্দু দিবামাত্র নানাবর্ণ
হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হয় তবে সে রোগীর মৃত্যু হয় জানিবে।
আর যদি তৈল বিন্দু পুনঃ পুনঃ ভোবে ভাসে কিম্বা মিশা-
ইয়া যায় তবে সেই রোগী মৃত্যুবৎ হইয়া কাঁচোপিত্ত রোগে
মূত্র পাণ্ডুবর্ণ কফ রোগে মূত্র কেশাযুক্ত বায়ু রোগে রক্তবর্ণ

হাঁহাতে রোগ যদি ঘনুজ হয় তবে মূত্রমিশ্রবর্ণ হয় অতএব ঘনুজ রোগের মূত্র বিবেচনা উত্তম রূপে করিবেন সন্নিপাত রোগে মূত্র কালবর্ণ হয় ।

ইতি ভাষা সারকৌমুদ্যাং মূত্র পরীক্ষা

সমাপ্তঃ ।

অথ জিহ্বা পরীক্ষা ।

জিহ্বা যদি সরু, কিম্বা পাতলা হয় এবং তাহাতে উথার-
মত যদি ধার হয় অথচ ফোটকযুক্ত হয় তবে তাহাকে বা-
য়ুজ রোগ জানিবেন । এবং জিহ্বা হইতে রক্তস্রাব হইলে
পিত্তজ বোধ করিবেন । আর শুষ্কবর্ণ এবং তাহাতে অম্লরস
বোধ এবং তাহা হইতে জল নিঃসরণ যদি হয় । তবে তা-
হাকে শ্লেষ্মাজ রোগ কহিবেন । এবং ক্লৃষ্ণবর্ণ অথচ কুঞ্চিত
হইয়া টাকরাতে যায় ও শুষ্ক হয় তাহা সাম্মিপাতিক জ্ঞান
করিবেন । আর ঘনুজ রোগে মিশ্র লক্ষণ হয় । পুনশ্চ সাম্মি-
পাতিকে অতি ভয়ানক লক্ষ্যমানা হইয়া মুখ হইতে যদি
বহির্গতা হয় কিম্বা উলটিয়া পড়ে এবং অন্যান্য বিকৃতাকার
হয় তবে রোগীর মৃত্যু অতি নিকট জানিবেন ।

অথ নাসিকা পরীক্ষা ।

নাসিকা শুষ্কবর্ণ কিম্বা ক্লৃষ্ণবর্ণ শুষ্ক ও মোটা কিম্বা কি-
ঞ্চিত্ত হেলিয়া পড়ে অথবা বসিয়া যায় কিম্বা কোন দ্রব্যের
স্রাব না পায় এবং ক্ষুণ্ণিষ্ঠ হয় কিম্বা অন্য পীড়া বৃদ্ধ হয়
অথবা নাসিকার অগ্রে বিজাতীয় স্ফোটক হয় তবে মৃত্যু
লক্ষণ জানিবেন ।

নাভী পরীক্ষা ।

পুরুষের দক্ষিণ হস্ত দ্বী লোকের বামহস্ত স্পর্শ করিয়া
দেখিবেন । বৈত্ত রোগীর দক্ষিণ হস্তের মূল আপনার বাম
হস্ত তালুকাতে রাখিয়া রোগীর দক্ষিণহস্তের হৃদয়ভূমির
অধো যে কর সন্ধিস্থান আছে তাহার অধোতে আপনার

তিন অঙ্গুলির অগ্রভাগ যোগ করিবেন। পরে নিজ শরীরকে
ঈষৎ নম্রতা করিবেন এবং তর্জ্জনী উর্দ্ধে মধ্যমা মধ্য
অনামিকা অধোভে রাখিবেন। এমত করিলে নাড়ীর শুভা-
শুভকল বোধ হয়। আর ভোজনের পর অর্ধে এবং স্নান ক-
রিবা মাত্রও রোগীর অত্যন্ত দুঃখা এবং তৃষ্ণা হইলে নাড়ী উত্তম
রূপে বোধ করিতে পারেন না এবং দূর হইতে চলিয়া আ-
নিলে অথবা পরিশ্রম করিলে কিম্বা অতিশয় তৈল-মর্দনের
পর এবং মিডা কাল এই সকল সময়ে নাড়ী পরীক্ষা হ-
য়না অতএব সূত্র হইলে কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে পরীক্ষা
করিবেন কিন্তু নাড়ী পরীক্ষা একবার হস্তস্পর্শ করিলে হ-
ইতে পারে না পুনঃ-দেখিতে হয় অতাবে দুইবার নাড়ী ধ-
রিয়া অবশ্য দেখিবেন। আর কেমন মনুষ্যের হস্তে নাড়ী-
বোধ হয় না এ কারণ পূর্বে বিধিক্রমে পায়ের নাড়ী ধরিয়া
দেখিবেন।

অথ বাতাত্মিক নাড়ী গতি প্রকার।

বাত পিত্ত কফাত্মিকা ক্রমে নাড়ীর গতিক উত্তম রূপে
বিবেচনা করিবেন। নাড়ী ধারণ করিবা মাত্র যে নাড়ীর কু-
টিল গতি বোধ হয় তাহাকে বাতাত্মিকা জানিবেন অর্থাৎ
বায়ুর কুটিল গতি দ্বারায় নাড়ীর কুটিল গতি হয়। গতি
দৃষ্টান্ত তৃণজলোকা অন্যত্বে গমনকালীন বাতৃণী গতি তা-
দৃশী। এবং মর্প গমন কালীন বাতৃণ বক্র হইয়া গমন করে
তাদৃশ জানিবেন।

অথ পিত্তাত্মিক নাড়ী গতি প্রকার।

রোগীর সর্বাঙ্গ উত্তপ্ত করিয়া এবং হস্ত পাদাদি অগ্নি
জ্বালামুক্ত প্রায় করিয়া কাক এবং ভেকের ন্যায় বাহার
গতি হয় তাহাকে পিত্তাত্মিকা জানিবেন। অর্থাৎ কাক
এবং ভেক যেনন লক্ষ করতঃ গমন করে তাহার ন্যায়
পিত্তের নাড়ী গমন করে।

অথ কফাত্মিকা নাড়ী গতি প্রকার ।

হৃৎসের ন্যায় ঈষৎ হেলায়মান অথচ মন্দ মন্দ হইয়া বাহার গতি এবং কপোতের ন্যায় মন্দ মন্দ হইয়া বাহার গতি এবং স্তম্ভের ন্যায় বাহাকে শূন্য গতি প্রায় বোধ হয় তাহাকে কফাত্মিকা জানিবেন । কিন্তু সামান্য কফ হৃৎস কপোতের ন্যায় মন্দ গতি অতিশয় কফ স্তম্ভগতি অর্থাৎ স্থিরা গতি, যেমন পূর্বগর্তী জীলোক শীঘ্র গমন করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে গমন করে তদ্রূপ কফের নাড়ীকে বোধ করিবে ।

অথ ঘনদ্রব নাড়ী প্রকার ।

যে স্থানে কফ এবং পিত্তের লক্ষণ দেখিবেন তাহাকে কফ পিত্ত ঘনদ্রব বোধ করিবেন । এবং যে স্থানে কফ এবং বায়ুর লক্ষণ দেখিবেন তাহাকে বাতশ্লেষ্মা রোগ জানিবেন আর যে নাড়ীতে বায়ু এবং পিত্তের গতি দেখিবেন তাহাকে বাতপৈতিক রোগ জানিবেন । এবং যে স্থানে তিনের লক্ষণ দেখিবেন তাহাকে ত্রিদোষ রোগ জানিবেন

অথ জ্বরবৃত্ত নাড়ী প্রকার ।

মনুষ্যের জ্বর হইলে নাড়ী তাপযুক্ত এবং ধাবমান হয় ।

সান্নিপাতিক নাড়ী প্রকার ।

মন্দ মন্দ গতি এবং কুটিলা ইচ্ছাতে যত্নপি অতিশয় কুটিলা গতি এবং অত্যন্ত স্থিরা গতি হয় তবে সে রোগকে অসাধ্য এবং রোগীর মৃত্যু সপ্তাহের মধ্যে জানিবেন ।

সান্নিপাতিকে মন্দগতি নাড়ীর দৃষ্টান্ত । যেমন মনুষ্য অত্যন্ত দুর্বল হইলে এক দুই পদ পরিমিত ভূমি কষ্টেতে গমন করিয়া পুনর্বার দণ্ডায়মান হয় তাহার ন্যায় সান্নিপাতিক নাড়ী গমন করিতে স্থির হয় এবং সেই স্থিতি কালে কখন মৃদুগতি হয় কখন বা মৃদুগতি হয় না । পুনর্বার তদ্রূপে অঙ্গলিতে গতি বোধ হইয়া যেন অধোতে স্থলিত হইয়া পড়ে এমনত দেখিলে সে নাড়ীকে অসাধ্য

জানিবেন এবং স্বভাব পরিত্যাগী ও যথেষ্টাচারী উন্নত-
ব্যক্তির ন্যায় নাড়ী যদ্যপি স্বভাব গতি ত্যাগ করিয়া যথেষ্ট
ঠাচারিণী হয় তবে রোগীর জীবন সংশয় জানিবেন ইহাতে
যদি তজ্জনী অঙ্গুলিতে নাড়ীর গতি কিছুই বোধ না হইয়া
কেবল মধ্যমা ও অনামিকাতে নাড়ীর গতি বোধ হয় পরে
একবার তজ্জনীতে বোধ হয় তবে অর্দ্ধ প্রহরের পর রো-
গীর মৃত্যু জানিবেন আর যদি ঐ প্রকার হইয়া তজ্জনীর
অর্দ্ধ পর্যন্ত নাড়ী বোধ হয় পরে তজ্জনীতে সম্পূর্ণ বোধ
কিঞ্চিৎ বিলম্বিতে না হয় তবে সে রোগীর মৃত্যু এক প্রহ-
রের পর হয় ।

নাড়ীর জ্ঞান স্থূল প্রকার ।

বারুতে বক্রগতি, পিণ্ডে অত্যন্ত চঞ্চলা কফে হিরা
এবং মন্দগতি জানিবেন ।

সামান্যরূপ নাড়ীর সূক্ষ্ম শীতল কখন । গুরুপাক দ্রব্য
ভোজন করিলে নাড়ী স্থূল হয় এবং লক্ষ্মামরীচাদি দ্রব্য
ভোজন করিলে নাড়ী অতি চঞ্চলা হয় । আর মিষ্টরস দ্রব্য
ভোজন করিলে নাড়ী শীতল হয় ।

ইতি সারিকৌমুদ্যাং নাড়ী পরীক্ষা সমাপ্তঃ ।

জ্বরোৎপত্তি কথন ।

জ্বর সকল রোগ হইতে প্রধান হয়েন । কারণ দক্ষ প্রজা-
পতি রুদ্রকে অপমান করিয়াছিলেন তাহাতে রুদ্র ক্রোধ
করিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিলে সেই নিশ্বাসে জ্বরের জন্ম হয়-
অতএব অন্য২ রোগে হইতে জ্বর বলবান এবং প্রাণিদের
শরীর ও মনের তাপজনক হয়েন । সেই জ্বরকে প্রকারভেদে
অষ্ট প্রকার জানিবেন । এক জ্বরের অষ্ট প্রকার দৃষ্টান্ত ।

যেমন এক জন মনুষ্য গান করিলে গায়ক বাদ্য ক-
রিলে বাদ্যকর নৃত্য করিলে নর্তক কহে । ইত্যাদি কর্ম-
বিশেষে যেমন এক ব্যক্তির নানা নাম হয় এইরূপ বাহ্যিক

পৈতিক পিত্তশ্লেষ্মিক বাতশ্লেষ্মিক বাতপৈতিক কফ বা-
তিক মৎস্বাতিক আগন্তুক ইত্যাদি অষ্ট প্রকার হইয়া অষ্ট
নাম ধারণ করেন ।

শরীরে জ্বরোৎপত্তি করণ ।

মিথ্যাচার অর্থাৎ ক্ষীরের ন্যস্ত মৎস্য ভোজন ইত্যাদি
নিসিদ্ধ আহার যে সকল জ্বর আছে তাহা ভোজন এবং
ভোজন পরিমাণ ত্যাগ করণ ভোজন পরিমাণ বধা অল্পে
তে উদরের অর্দেক পূরণ করিবে । এং অল্প পরিপাক
কারণ উদরের চতুর্থ ভাগের এক ভাগ জলপান করিবে ।
আর এক ভাগ বায়ু গমনাগমনের নিমিত্তে রাখিবেক এই
উক্ত প্রকার আহার না করিয়া আকণ্ঠ পয়স্ন আহার ক-
রিলে জঠরের অগ্নি নান্দ্য হয় ইহা হইলে ঐ ভুক্ত অন্নাদি
পাক হয় না তজ্জন্য কোষ্ঠে রস সঞ্চয় হয় তাহাতে ঐ জঠ
রাগ্নি আমাশয় হইতে বাহ্য নির্গত হইয়া সমুদর শরীরকে
তাপযুক্ত করেন আর আমাশয় মধ্যে যে কফ পিত্ত বায়ু
আছে তাঁহারাও বিরুদ্ধ ভাব হইয়া জ্বরের কারণ হইলেন ।

বাহ্য জ্বর প্রকাশ কথন ।

জ্বরের উদ্ভবে শ্রম করিতে পারে না, শরীরের বর্ণ অন্যথা
হয় । হাই উঠে, শরীর মর্দন প্রায় হয়, জিহ্বা রসশূন্য হয়
চক্ষু জলবর্ণ ন্যায় হয়, কণ্ঠে বায়ু সেবন ইচ্ছা করে এবং
তৎকালে ঘোড়ে যাঁহতে ইচ্ছা হয়, শরীর ভার হয়, রোম হর্ষ
হয়, অল্পে অরুচি জন্মে, ভ্রাস্তি হয় শীত বোধ হয়, প্রথম
জ্বরে এই প্রকার জানিবেন । অর্থাৎ জ্বরের স্বাভাবিক ধ-
র্ম্মেতে এই সকল প্রকার হয় । ইহাতে যে হাই উঠে কহি-
য়াছি তাহা বাতিক জ্বরে অতিশয় জানিবেন । এবং পিত্ত
জ্বরে চক্ষু পোড়ে আর কফ জ্বরে অল্পে অরুচি হয় ।

বাতিক জ্বর লক্ষণ ।

• কম্পা, এং কখন নাড়ীর বেগ অতিশয় উষ্ণ এবং কণ্ঠা
শুক হয় নিদ্রা ২য় না, শরীর রুদ্ধতাব হয়, মস্তক ও শরীর

বেদনা করে আর মুখের তিতর শুষ্ক হয়, মল করিন, উদরা-
ধান, হাই উঠে, বাতিক জ্বরে এই সকল লক্ষণ হয় ॥

অথ পিত্ত জ্বর লক্ষণ ।

নাড়ীতে বেগের তীক্ষ্ণতা, ভেদ হয়, বমন ও নিদ্রা অল্প
হয়, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ, নাসিকা, দক্ষপ্রায় হয় । প্রলাপ, মুখ
তিতরস, মুচ্ছা, শরীর দাহ, এবং বমন হয়, এমত বোধ
পিপাসা, মলমূত্র চক্ষু পীতবর্ণ, গাত্র ঘূর্ণায়মান । পিত্ত-
জ্বরে এই সকল প্রকার হয় ।

অথ কফ জ্বর লক্ষণ ।

অসযুক্ত বস্ত্র গায়ে কেহ যেন বেটন করিয়াছে এমত
বোধ হয়, আর নাড়ীর বেগ অল্প, অসন, মুখ সরস,
শুক্লমূত্র মল শুভ্রিত হয়, এবং ভোজন নাকরিয়া ভোজনের
তৃষ্ণিবোধ হয়, শরীরের তার শীত, গাত্র বমন, রোমাঞ্চ,
নিদ্রা অধিক মুখ এবং নাসিকা হইতে জল নির্গত হয় অ-
রুচি, কাশি চক্ষু শুষ্কবর্ণ । কফ জ্বরে এই সকল প্রকার হয়
জানিবেন ।

অথ বাতপৈত্তিক জ্বর লক্ষণ ।

তৃষ্ণা মুচ্ছা ভ্রম দাহ হয়, নিদ্রা হয় না, এবং মস্তক বে-
দনা করে, গলা এবং হস্ত পা দাঁড়ির গ্রন্থিসকল যেন ভাঙ্গিয়া
যায় এমত বোধ আর হাই উঠে, এই সকল লক্ষণ দ্বারা
বাত পৈত্তিক জ্বর বোধ করিবেন ।

অথ বাতশ্লেষ্মিক জ্বর লক্ষণ ।

নাড়ীতে অল্প বেগ বোধ হয়, পক্ষ সকল ভাঙ্গিয়া গেল
এমত বোধ নিদ্রা অধিক মস্তক বেদনা করে, মুখ এবং
নাসিকা হইতে জল পাড়ে কাশি ও ঘর্ম্ম অধিক হয় শরী-
রের তাপ অধিক হয় না । এই সকল লক্ষণ দ্বারা বাত-
শ্লেষ্মা জ্বর নিরূপণ করিবেন ।

অথ পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর লক্ষণ ।

মুখ তিতর বস তদ্রূপ নোহ, কাশি অরুচি, তৃষ্ণা ক্ষণে ক্ষণে

শরীর দারুণ এবং শীত, আর কোন২ ব্যক্তির নাড়ী স্তম্ভিতা হয় অথবা কক্ষ পিত্তের পারিৱর্তন অর্থাৎ কোনসময়ে শ্লেষ্মা অধিক বোধ হয় । এবং কোন সময়ে পিত্ত অধিক বোধ হয় এই সকল পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরের লক্ষণ জানিবেন ।

সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ ।

ক্ষণে২ দাহ এবং শীত, অস্থির ভিতরে জ্বালা এবং বেদনা মস্তক বেদনা, চক্ষুর কোণ হইতে রক্ত নির্গত হয় । এবং চক্ষু হৃৎকায় হয়, কর্ণ বেদনা এবং কর্ণের ভিতরে নানা প্রকার শব্দ হয়, দন্ত কাষ্ঠের ন্যায় জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং জিহ্বাতে উথার ধারের ন্যায় কণ্টক হয়, অথচ জিহ্বা এতকায় হইয়া টাক্রায় উঠে আর মুখ হইতে জল রক্ত এবং পিত্ত নির্গত হয় শিরো লুপ্তন অতিশয় তৃষ্ণা, নিদ্রা রহিত বক্ষঃস্থল বেদনা ও ঘর্ম্ম অতিশয় হয় । বিলম্ব নিবারণ উপায় আর প্রস্রাব পীড়া বোধ হইলে প্রস্রাব হয় না এবং মল এই প্রকার । অনাহারে ক্লেশ হয় না আর কোন২ ব্যক্তির গ্রীবা লম্বা এবং কাহারো বা ছোট হয় । তলপেটে রাজ্য কিম্বা কালো চক্রা রুতি দাগ হয় । বাক্য রহিতের ন্যায় হয় । উদরের ভিতরে নাড়ী সকল পুটুলি মত হয়, এবং কাহারো পেট উচ্চ হয় আর দোষ নিবারণক নানা প্রকার ঔষধ দ্বারা দোষ নিবারণ হয় না । এবং দন্ত মিরস কাড়ির ন্যায় হয় । আর কাহারো দন্ত দর্পণের মত উজ্জ্বল হয়, এবং দন্তে ঘর্ষণ দ্বারা ভয়ানক শব্দ হয়, দিবসে বাতকের ন্যায় ক্ষণে২ নিদ্রা রাত্রিতে নিদ্রা হয় না এবং কোন ব্যক্তির দিবা রাত্রিতে নিদ্রা হয় না এবং কেহবা হাঁস করে কেহবা রোদন করে কেহবা গান করে কেহবা নৃত্য করে আর কেহবা উন্নতের ন্যায় এবং ভূতে পাইবার মত নানা প্রকার বিকৃত্যাচরণ করে এই সমস্ত লক্ষণ এক ব্যক্তিতে হয় না কিন্তু সকলি সান্নিপাতিকের ল-

অণা। ইহার ইচ্ছাকাল ৭।২।১১।১৪।১৮।২২ দিবস পর্য্যন্ত ।
এবং এই জ্বরের সীমা ২২ দিবস পর্য্যন্ত জানিবেন ।

ত্রয়োদশ প্রকার নাগ্নিপাতিক কথন ।

বাতোল্লন পিত্তোল্লন কফোল্লন বাতপৈত্তিকোল্লন
বাতশ্লেষ্মিকোল্লন পিত্তশ্লেষ্মিকোল্লন, বায়ু প্রধান, বাত-
পৈত্তিকোল্লন শ্লেষ্মা প্রধান । বাতশ্লেষ্মিকোল্লন পিত্ত প্র-
ধান । পিত্তশ্লেষ্মিকোল্লন বায়ুপিত্ত সমান উল্লন পিত্তশ্লেষ্মা
সমান উল্লন বায়ু পিত্ত সমান উল্লন, এই ত্রয়োদশ উল্লন
কালস্বরূপ হইয়া প্রাণের সংহার কর্তা হইবেন । এই নাগ্নি-
পাতিক জ্বর হইলে কর্ণমূলে শোথ হইয়া কেহবা রক্ষা
পায় কেহ বা রক্ষা পায় না ।

অভিঘাত জ্বর লক্ষণ ।

লগ্নর কিম্বা কোন অন্ত্রদ্বারা আঘাতিত হইলে যে জ্বর
হয় তাহার নাম অভিঘাত জ্বর ।

অভিচার জ্বর লক্ষণ ।

ভুই ব্যক্তি কোন কারণে কোন ব্যক্তির উদ্দেশে মন্দ
স্বস্ত্যুরনাদি করিলে উদ্দেশ্য ব্যক্তির যে জ্বর হয় অথবা অভ
শাপ এবং হুতাদি কর্তৃক প্রাপণ হয় বৈগুণ ইত্যাদি যে জ্বর
হয় তাহার নাম অভিচার জ্বর ।

জীব জ্বর কথন ।

একবংশতি দিবস পর্য্যন্ত যদি জ্বর ত্যাগ না হয় এবং
যে জ্বর গ্ৰীহাদি দ্বারা জীব ভাব হইয়ে শরীরে থাকে তা-
হাকে জীব জ্বর বোধ করিবেন ।

বিষম জ্বরোৎপত্তি কারণ ।

অস্পারোগে রুচৎ রোগের চিকিৎসা করণ এবং নাগ্নি-
পাতিক জ্বরের ২২ দিনের পর স্থিতি কারণ । আর জ্বর
হইলে বীৰ্য্য জ্বলন ক্রীমিজঃ স্বপ্নদোষ ইত্যাদি জ্বর বিবমতা
প্রাপ্ত হইবেন ।

নস্তর জ্বর লক্ষণ ।

দুপ্ত দিবস অন্তরে যে জ্বর হয় এবং দশ দিবস অন্তরে

যে জ্বর হয় অথবা দ্বাদশ দিবস অন্তরে যে জ্বর হয় এবং অনিয়ম দিবসান্তরে যে জ্বর হয় তাহাকে সমস্ত জ্বর জানিবেন
দ্বৌকালীন জ্বর লক্ষণ ।

যে জ্বর হইয়া একবার মগনা হয় অথচ দিবা রাত্রি অষ্ট প্রহরে সমান ভোগ করে এবং দিবসে যে সময়ে জ্বর হয় আর রাত্রিতে যে সময়ে জ্বর হয় তাহাকে দ্বৌকালীন জ্বর জানিবেন ।

একাহিক জ্বর লক্ষণ ।

যে জ্বর প্রথম দিবসে হয় দ্বিতীয় দিবসে হয় না পুনর্বার তৃতীয় দিবসে হয়, সেই জ্বরকে একাহিক জানিবেন ।

চাতুর্ধিক জ্বর লক্ষণ ।

যে জ্বর প্রথম দিবসে হয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে হয় না পুনর্বার চতুর্থ দিবসে হয় সেই চাতুর্ধিক জ্বরে এবং পূর্ক্সোক্ত একাহিক জ্বর চতুর্থ আর চাতুর্ধিক জ্বর মজ্জাগত জ্বর ইহাতে উৎপত্তি হয় জানিবেন ।

বিপর্যায় চাতুর্ধিক জ্বর লক্ষণ ।

যে জ্বর প্রথম দিবসে না হইয়া দ্বিতীয় দিবসে হয় । পুনর্বার চতুর্থ দিবসে হয় না, তাহাকে বিপর্যায় চাতুর্ধিক জানিবেন এবং এই জ্বরকেও মজ্জাগত জ্বাত হইবেন ।

সংসর্গি জ্বর লক্ষণ ।

শরীরের পিত্ত দুষ্টি এবং মস্তকে কফ দুষ্টি এই দুই যে জ্বরে হয় সে জ্বরে শরীর তপ্ত হয় । হস্ত পাদ শীতল হয়, পুনর্বার শরীরে কফ দুষ্টি মস্তকে পিত্ত দুষ্টি এই দুই যে জ্বরে হয় সে জ্বরে শরীর শীতল হয় । হস্ত পদ তপ্ত হয়, সংসর্গি জ্বরের প্রকরণ এই রূপ বোধ করিবেন । এবং সংসর্গি জ্বরের পূর্ক্সে দাহ হয় পরে জ্বর প্রকাশ হয় আর ইহাকে শুষ্কধিকা জানিবেন অতএব ইহার চিকিৎসা সাবধানে কর্তব্য । আর যে জ্বরে বায়ু কফ সমান থাকিয়া পিত্ত দুষ্টি থাকে সে জ্বর বায়ু কফ সমান থাকিয়া পিত্ত দুষ্টি থাকে

সে জ্বর প্রায় রাত্রিতে হয় এবং যে জ্বরে বায়ু পিত্ত সমান থাকিয়া কফ দুর্বল থাকে সে জ্বর প্রায় দিবসেতে হয়, আর বর্ষাকালে পিত্ত প্রধান জ্বর কিম্বা কফ প্রধান জ্বর যদি হয় তবে সে দুঃসাধ্য আর শরৎকালে কফ প্রধান জ্বর কিম্বা বায়ু প্রধান জ্বর যদি হয় তবে সে দুঃসাধ্য । বসন্তকালে পিত্ত প্রধান কিম্বা বায়ু প্রধান জ্বর যদি হয় তবে তাহাকে দুঃসাধ্য জানিবেন ।

আমজর লক্ষণ ।

তন্মাত্রা মুখভার এবং মুখ বিরস অতিশয় অলস শরীর ভার হুধাশূন্য প্রস্রাব অধিক এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুক্কের ন্যায় শয্যাগত হইয়া থাকে আমজরে এই সকল লক্ষণ জানিবেন । কিন্তু অষ্টাহের মধ্যে আমজর যদি বিকার প্রাপ্ত হয় তবে রোগীকে শজ প্রয়োগ করিবেন এবং আমজরে লক্ষণ সহিত বিকার লক্ষণ অভেদ কিন্তু তন্মাত্রা অলসাদি আমজরের স্বাভাবিক বাহ্য লক্ষণ অতএব উত্তম রূপ নাড়ী পরীক্ষা করিলে আমজরে বিকার জ্ঞাত হইবেন কেবল বাহ্য লক্ষণ দৃষ্টি করিয়া বিকার জানিতে পারিবেন ।

জ্বরস্থ দশ উপদ্রব ।

কাম মুচ্ছা অরুচি ছর্দি তৃষ্ণা অতিমার মলবদ্ধ হিক্কা শ্বাস গাত্রভঙ্গা কিন্তু জ্বর হইলে দশ উপদ্রব সকল হয় এমন নহে উপদ্রব সকল জ্বর জন্য জানিবেন আর জ্বরে বিকার প্রাপ্ত হইলেও যদি উপদ্রব না থাকে তবে তাহাকে সাধ্য বোধ করিবেন ।

নাসাজর লক্ষণ ।

বাতশ্লেষ্মা রক্তের সহিত যোগ হইয়া নাসিকা কিঞ্চিৎ স্ফীত হয় পরে জ্বর প্রকাশ হয় অতএব নাসিকা হইতে রক্ত নোক্ষণ করিলে জ্বরের দৃষ্টতা থাকে না ।

জ্বর ত্যাগ লক্ষণ ।

উপদ্রব নাশ শরীরের ভার দূর হইয়া আহার করিলে

পরিপাক হইয়া পূর্বাবৎ মলত্যাগ মুখস্থী জ্বর জন্য মুখ বৈ-
জাত্য দূর হইয়া পূর্বের ন্যায় অর্ক্যের রসবোধ, ঘর্ম্ম হাঁচি,
মনের স্বচ্ছতা অম্নেরুচি মস্তক কণ্ডূয়না জ্বরত্যাগ এইসকল
লক্ষণ জানিবেন ।

ইতি সারকৌমুদ্যং জ্বর নিদান পরিচ্ছেদঃ ।

• নবজ্বর ত্যাগ বিষয় ।

দিবানিদ্রা স্নান তৈলমর্দন শূল তণ্ডুলের অন্ন ভোজন
দ্রবীকৃত ক্রোধ অত্যন্ত বায়ু সেবন এবং গমন কষায় দ্রব্য ভো-
জন এই সকল বিষয় নবজ্বরে ত্যাগ কর্তব্য ।

কৃষ্ণ ব্যক্তিতে লংঘন কারণ অনুচিত আর বায়ু জন্য জ্বর
ভয়জন্য জ্বর, ক্রোধজন্য জ্বর কামোদ্ভব জ্বর, এই সকল
জ্বরে লংঘন বিধি নাই কেবল কফ প্রধান জ্বর ও সাম্মি-
পাতিক জ্বর ইহাতে লংঘন বিধি আছে অন্য রোগে লংঘন
দোষমাত্র জানিবেন। কারণ চিকিৎসা পদের অর্থ যাহাতে
রোগীর বল বৃদ্ধি হয় কিন্তু লংঘনে তাহা হইয়া কেবল বল-
হানি মাত্র হয় অতএব লংঘনের স্পষ্ট দোষ লিখিতেছি,
পিত্ত সঞ্চর জ্বামান্দ্য, অরুচি তৃষ্ণা বৃদ্ধি চক্ষুর্দোষ কণদোষ
মনের অস্থিরতা এবং বায়ু উর্দ্ধগত শরীরে কফ জন্য নানা
পীড়া দেহ কার্য্যতা জ্বা নাহি, বল নাহি. লংঘনে এই স-
কল প্রধান দোষ হয় । এবং শূল রোগী শ্বাস কাম রোগী
বালক, বৃদ্ধ গর্ভিণী স্ত্রী বত রোগী মূত্রদোষে উদর রোগে
মূতিকাদি রোগে শরীর শীর্ণ ব্যক্তিদিগের বায়ু প্রধান
রোগে এই সকলেতে উপবাস করিবে না । অত্যন্ত কফজ্বরে
এবং অতিশয় তৃষ্ণাতে রোগীকে উষ্ণ জল পান করাইবেক
কিন্তু পৈত্তিক এবং বাতিক প্রধান জ্বরে রোগীকে শীতল
জল পান করাইবে, শীতল জল পান দ্বারা অপকৃত্রব্য পাক
হইয়া অগ্নি বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে নাড়ী শুষ্ক, এবং বল বৃদ্ধি
হয় । অতএব রোগীমাঝে শীতল জল পান অকর্তব্য ইহা

বোধ করিবেন না । পুনশ্চ রোগীর অন্ন বারণ করিলে যা-
দৃশ দোষ পূর্বে লিখিয়াছি জল বারণে তাহা হইতে অ-
ধিক দোষ লিখিতোঁছ । উপবাসেতে মনুষ্যের দীর্ঘকাল
পর্যন্ত প্রাণ ধারণ হয় কিন্তু তৃষ্ণাতে কণ্ঠ রোধ হইয়া অল্প
কালেতে প্রাণত্যাগ সম্ভব হয় । আর জ্বর এবং তৃষ্ণাসঙ্গে
রোগীকে ষড়ঙ্গ পানীর দিবেন ।

ষড়ঙ্গ পানীয় ।

মুখা রক্তচন্দন গন্ধবেণারমূল ক্ষেত্রপাপড়া বালা শুষ্ঠী
এবাংপ্রতি ২৭ রতি জল ৩২ পল শেষ ১৬ পল । ষড়ঙ্গ
জলে তৃষ্ণা নিবারণ হয় জানিবেন এবং নবজরে বিধি
আছে । লঘন এবং বমনের পর লাজ সিদ্ধ পথ্য দিবেন
ইহাতে মন্দাগ্নি হইলে মণ্ডপথ্য দিবেন ।

লাজমণ্ড প্রকার ।

রক্তবর্ণ শালীধান্য কাটখোলায় ভাজিয়া সেই খইতে
একখান শুঁট দিয়া পুটলীতে সিদ্ধ করিবে পরে মণ্ড ক-
রিবে সেই মণ্ড উষ্ণ থাকিতে কিঞ্চিৎ মধু দিয়া রোগীকে
দ্বিবাকিল্ল যদি রোগীর লিঙ্গমূলে ও পাশ্বে কিয়া মস্তকে
বেদনা থাকে তবে পুরাতন সূক্ষ্ম তণ্ডুল চূর্ণের মণ্ডলাজ
মণ্ডের সহিত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিবেন। ইহা ত্রিদোষেতে
ও ব্যবস্থা জানিবেন ।

লাজমণ্ড গুণ ।

অগ্নি বৃদ্ধিকরে আর শরীর দাহ, তৃষ্ণা জঘাতি সারস,
শ্লেষ্মা দোষ, আমরোগে, এই সকল নিবারণ করে ।

সামান্য জ্বর চিকিৎসা ।

নাগরাদি পাচনং শুষ্ঠী দেবদারু ধন্যাকণ্টিকারিষাকুড়
এবাংপ্রতি ৩২ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ।

ক্ষৌদ্রাদি পাচনং । কণ্টিকারি গুলঞ্চ শুষ্ঠী কুড় চি-
রাজ কটকী এবাংপ্রতি ২৭ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল
প্রক্ষেপ মধু ৪০ রতি ।

বাতজ্বর চিকিৎসা ।

রহৎপঞ্চমূলী পাচনং । বিলুচ্ছাল সোনাচ্ছাল গান্তারি
ছাল পারুলিচ্ছাল । এষাংপ্রতি ৩২ রতি জল ৪ পল শেষ
১ পল প্রক্ষেপ মধু ৪০ রতি । ঔষধ মৃত্যুঞ্জয় দধির মাতে
সেবন করাইবেক ।

দর্পণের মত ।

বাতারি বটিকা । শোধিত পারা শোধিত গন্ধক জিরা
শুষ্ঠী পিপুল মরীচ এষাং প্রতি সমভাগ আদীর রসে ম-
দনকরিয়া দুই রতি প্রমাণ বটি করিবে অনুপান পাণেররস
পিত্তজ্বর চিকিৎসা ।

জব পটোল । পটোল পত্র ১ তোলা জবের চাউল ১
তোলা । জল ৪ পল শেষ ১ পল । প্রক্ষেপ মধু ৪০ রতি ।

ক্ষেত্র পর্পটি ।

ক্ষেতপাপড়া ২ তোলা জল ৪ পল শেষ ১ পল । প্র-
ক্ষেপ মধু ৪০রতি ক্ষেতপাপড়া রক্তচন্দন বালা শুষ্ঠী এষাং
প্রতি ৪০ রতি জব ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ।

খন্যা শঙ্করা ।

খন্যর চাউল ২ তোলা । জল ৪ পল শেষ ১ পল । রা-
ত্রিতে সিদ্ধ করিয়া প্রাতঃকালে ৪০ রতি চিনি দিয়া পান
করিবেন । ইহাতে পিত্তজ্বর অন্তর্দাহ নষ্ট হয় ।

ঘনচন্দনাদি পাচনং ।

মুখা রক্তচন্দন ক্ষেতপাপড়া কটকী বেণামূল পটোল
পত্র বালা । এষাংপ্রতি ২৩ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল
প্রক্ষেপ চিনি ৪০রতি শীতল করিয়া পান করিবেন । ভূমি
কুম্মাণ্ডমূল দাড়িমছাল লোধ কাষ্ঠ । এষাংচূর্ণ প্রত্যেকে ৪০
রতি । পিপুল চূর্ণ ৪০ রতির সহিত মধু দিয়া অবলেহ ক-
রিবে । ইহাতে হিকা এবং প্লীহা নিবারণ কিন্তু বালকদিগের
পবিশেষ উপকার হয় ।

দপণং ।

খন্যাদি চূর্ণং । খন্যা ত্রিকলা ত্রিকটু এলাইচ গুড়ত্বক তে-

জপত্র নাগেশ্বর বন্যওল। এষাং প্রতি সমভাগ চূর্ণ মধুর
সহিত অবলেহ করিয়া ৪ মাষা প্রমাণ ভক্ষণ করিবে।

কফজ্বর চিকিৎসা।

ত্রিফলাদি পাচনং। ত্রিফলা পটোলপত্র বাকসমূল গু-
লঞ্চ চিতামূল কটকী বচ। এষাং প্রতি ১৮ রতি জল ৪০ পল
শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ৮ মাষা।

পিপুল্যাদি পাচনং।

পিপুল, পিপুলমূল, চণ্ডি, চিতামূল, শুষ্ঠী মরীচ, বন-
যমানী কটকী তুলামূল বামনহাটিমূল শ্বেতসরিষা এষাং
প্রতি ১২৥০ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ৮
মাষা।

নিম্বাদি পাচনং।

নিম্বছাল শুষ্ঠী গুলঞ্চ দেবদারু গন্ধশাঠী চিরাতা বুড়
রহতী পিপুল। এষাং প্রতি ১৮ রতি জল পাকশেষ পূর্ববৎ
প্রক্ষেপ মধু ২০ রতি।

চতুর্ভূতচূর্ণ।

কটকল কুড় কাকড়াশূঙ্গি পিপুল। সমভাগ চূর্ণ। ঐ
চূর্ণ ৪ মাষা মধুর সহিত সেবন করিবে।

মধু পিপুলী।

পিপুল ২ তোলা জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু
২০ রতি অথবা পিপুল চূর্ণ ৪ মাষা একত্র ভক্ষণ করিবে।

পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর চিকিৎসা।

বাসকপত্র এবং পুষ্প। একত্র ছেচিয়া নিম্বজল রস ২
তোলা ৪০ রতি মধুর সহিত খাইলে রক্তপিত্ত কান্তনার
সহিত পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর নাশ হয়।

কণ্টকার্যাদি পাচনং।

কণ্টকারি গুলঞ্চ বামনহাটি শুষ্ঠী ইন্দ্রযব তুরালতা চি-
রাতা রক্তচন্দন মুখা পটোলপত্র কটকী। এষাং প্রতি ১৪০
রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ৪০ রতি ইহাতে
দাহ তৃষ্ণা অরুচি হৃদি কাস হৃৎশূল পশ্মশূল। এই সকল
নষ্ট হয়।

যব পটোলকং।

পটোলপত্র ১ তোলা ধন্যার চাউল ১ তোলা পূর্বের
ন্যায় পাকশেষঃ এবং প্রক্ষেপ ।

অনৃত্যক পাচনং ।

গুলঞ্চ নিম্বছাল ইন্দ্রযব পটোল পত্র কটকী শুষ্ঠী রক্ত-
চন্দন মুখা এষাং প্রতি ২০ রতি । জল শেষারম্ভ পূর্বাং প্র-
ক্ষেপ মধু ৪ রতি এবং পিপুলের গুড়া ৪০ রতি ইহাতে অ-
লস অরুচি ছর্দি পিপাসা ইত্যাদি নষ্ট করে ।

দর্পণং ।

ঘননিছাদি পাচনং । মুখা নিম্বছাল কটিকারি শুষ্ঠী
ক্ষেতপাপড়া গুলঞ্চ কটকী রুহতী ইন্দ্রযব তুরালভা ধন্যা প-
টোল পত্র পদ্মকাষ্ঠ চিরাতা গোছুরি । এষাং প্রতি ১০ রতি
জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু এবং পিপুলের গুড়া ।

রুহংগুড়ু ছায়াদি পাচনং ।

গুলঞ্চ রক্তচন্দন পদ্মকাষ্ঠ শুষ্ঠী ইন্দ্রযব তুরালভা হর-
তকী মালুকফল বালা আকনাদি মূল ধন্যা মুখা কটকি
এষাং প্রতি ১৩ রতি পাক শেষ পূর্ববৎ ।

মৃত সঞ্জীবনী বটিক

শৃঙ্গবিষ ২ মাংস পিপুল রুয়া ২ মাংস হিজল ৩ মাংস
বেগুনপত্ররসে মর্দন মটারাকৃতি বটি অনুপান আদাররস
ইহাতে পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর নষ্ট করে ।

জরাশানিরস ।

পারা গন্ধক শৃঙ্গবিষ অভ্রভস্ম শুট পিপুল মরীচ তাম্র
ভস্ম লৌহভস্ম এষাং প্রতি সমভাগঃ । আদাররসে মর্দন ম-
টারাকৃতি বটি অনুপান পাণের রস ।

বাত পৈতিক জ্বর চিকিৎসা ।

নবাজ পাচনং । শুষ্ঠী গুলঞ্চ চিরাতা মুখা শালপানী
চাকুল্যা কটিকারি গোছুরি ব্যাকুড় । এষাং প্রতি ২৮ রতি
জল ৪ পল শেষ এক পল প্রক্ষেপ মধু ৪০ রতি হলাস অ-
রুচি ছর্দি পিপাসা দাহ নষ্ট করে ।

গুড়চুড়াদি পাচন।

গুড়ক নিষ্ফালা ধন্যা পদ্মকাষ্ঠ চক্ৰচন্দন এষাংপ্রতি
৩২ রতি জল প্রথম এবং পাকশেষ ও প্রক্ষেপ পূর্ববৎ।
যদ্যপি তৃষ্ণা অধিক থাকে তবে পদ্মকাষ্ঠের পরিবর্তে
জৈষ্ঠমধু দিবেন। ইহাতে পিপাসা অকুচি ছর্দি দাহ
দৌর্বল্য নষ্ট করে।

দর্পণঃ।

মধুকাদি চূর্ণঃ। জৈষ্ঠমধু শ্যামালতা ডাঙ্গা মহূলফল
রক্তচন্দন নীলোৎপল গাভারি ফল পদ্মকাষ্ঠ লোদছাল
ত্রিকলা পদ্মবীজ নাগেশ্বর ভূরুবাফল বেণামূল এষাংপ্রতি
১ মাসা চূর্ণ করিয়া শক্তশালি তণ্ডুলোদকে ঐ চূর্ণ ৪ মাসা
একত্র করিয়া কিঞ্চিদুষ্ণ থাকিতে পান করিবে পরে মধু
থে চিনি ভক্ষণ করিবে। ইহাতে বাতপিত্তজর দাহ তৃষ্ণা
মূচ্ছা বমন ভ্রম রক্তপিত্ত নষ্ট হয়।

নিষ্ফ পাচন।

নিষ্ফালা ক্ষেতপাপড়া বেণামূল পটোলপত্র মুখা রক্ত
চন্দন চিরাতা বালা পদ্মকাষ্ঠ এষাংপ্রতি ১৮ রতি জল ৪
পল শেষে ১ পল পরীক্ষা মধু চিনি।

রহৎ পঞ্চমূল পাচন। বিলুছাল সোণাছাল গাভারি
ছাল পারুলছাল গণিয়ারিছাল পাকশেষ পূর্ববৎ।

স্বপ্ন পঞ্চমূল। শালপানী চাকুল্যা কাণ্টকারি গো
কুরি ব্যাকুড়ি। পাকশেষ পূর্ববৎ। এই দুই একত্র করিলে
দশমূল পাচন হয় ইহাতে কায় শ্বাস তন্দ্রা শাস্ত্র শূল নষ্ট
হয়। যদি গলদেশে কিম্বা হৃদয়ে বেদনা থাকে তবে পিপু
লের গুঁড়া ৪ রতি প্রক্ষেপ দিবেন।

অষ্টাদশাঙ্গ পাচন। চিরাতা দেবদারু বিলুছাল সোণা
ছাল গাভারিছাল পারুলছাল গণিয়ারিছাল শালপানী
চাকুল্যা কাণ্টকারি গোকুরি ব্যাকুল শুষ্ঠী মুখা কটকী ইন্দ্র
যব ধন্যা গজপিপুলী এষাংপ্রতি ৯ রতি জল ৪ পল শেষ

১ পল প্রক্ষেপ নধু ১০ রতি ইহাতে তন্মাত্র প্রলাপ হস্তপা-
দাকর্ষণ অরুচি দাহ মোহ শ্বাসাদি উপশ্রব সকল নষ্ট হয়
ত্রিদোষ ঘর্ষে ভজ্জন কুলথকলাই মুখ চূর্ণগাত্রে মর্দন এবং
উদ্ধারে ঐ চূর্ণ ভক্ষণ জিহ্বা জড়তা হইতে সিদ্ধিগুণ্ডা কিম্বা
কন্যঙলের উঁটা জিহ্বাতে ঘর্ষণ, যত্নপি.জিহ্বা হিন্ন কিম্বা
ক্ষুটিত হয় তবে মধুরসহিত ড্রাক্সা পেষণ করিয়া জিহ্বাতে
লেপন, ত্রিদোষ কম্পে এবং অতিশয় বাক্য কথনে শীতল
দ্রব্যাদি দিবে না.কর্ণ শোথে জলৌকা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ ।
কিম্বা কুলথকলাই কটফল শুষ্ঠী কৃষ্ণজিরা সমভাগ জলে
পেষণ করিয়া উষ্ণ প্রলেপ পুনঃ ২ দিবেন। অথবা দশমুলের
প্রলেপ দিবেন, গন্ধক্ষীতে টাবালেবুর মূল শুষ্ঠী দেবদারু
রান্না চিতানুল সমভাগ, গলায় উষ্ণ প্রলেপ দিবেন ।

মুখভেদ বটিকা ।

শুষ্ঠী পিপুল মরিচ প্রত্যেকে চূর্ণ ২৭ রতি কজ্জলী ১
তোলা সোহাগা ১ তোলা জলে মর্দন বুল আঁটি প্রমাণ
৮টি অনুপান করুচি নারিকেল জল পরে আদপোয়া
আন্দাজ ঐ নারিকেল জল পান করাইবেন । নিঃশেষ ভেদ
হইলে উষ্ণোদকে স্নান উষ্ণ অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিলে পুন
ক্ষার ভেদ হইবেক না কিন্তু জ্বর হইলে স্নানাদি ক্রিয়া নিষেধ
জ্বর কেশরী রসঃ । রসগন্ধক শুষ্ঠী পিপুল মরিচ হরি
তকী বয়ড়া আমলকী । এষাংপ্রতি ২ তোলা শোধিত জয়
পাল এবং বীজ ২ তোলা ড্রাক্সা সকল চূর্ণ রস গন্ধকে ক-
জ্জলী গিজ্জল আদ্য রসে মর্দন গুণ্ড প্রমাণ ৮টি বালক নি
মিত্ত সর্বপাকৃতি বটিকা করিবেন ।

রোগীর অপাক দোষ নারিকেল জল । পিত্তাধিক্যে
কেবল মধু সান্নিপাতে মধুতে মর্দন করিয়া মরিচ চূর্ণের
সহিত সেবন করিবেন, যদি দাহ থাকে তবে পিপুল এবং
পজিরার গুঁড়া দিবেন রোগীর কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে এই উ-
ষ্ম সেবন করাইবেন । জ্বরপাল বীজ শোধন বীজ ভাঙ্গিয়া

বাজের মধ্যে বিষপত্র ত্যাগ করিয়া তুক্ষেলিক করিবে পরে ধৌত করিয়া শুক করিবে।

নীত গুঞ্জীরমঃ।

পারা গন্ধক হিজল এষাং প্রতি ১ তোলা শুক জয়পাল বীজ ৩ তোলা দহ্মীমূলের কাথে মর্দন ২ গুঞ্জী বটি অনুপান মধু। ইহাতে দধি শকরা নীতল জল সহ হয়, কিন্তু কফ পিত্ত বায়ু বিবেচনা করিয়া দিবেন। আর ঔষধ সকলকে পূর্ণমাত্রা দিবেন না বয়ো বিবেচনা করিয়া দিবেন।

কজ্জলী করিবার প্রকরণ। তালচৌচ হিজল পাতি-
লেবুর রসে চারিপ্রহর খলে মর্দন পরে ঐ মর্দিত হিজল শুক করিয়া পাগের উপর হাঁড়ির মধ্যে রাখিবেন, পরে ঐ হাঁড়িতে এক খান সরিষা ঢাকা দিয়া ঐ সরিষা চারিদিকে কদমোক্ত পাট সাজাইবেন পরে বজ্রলেপ দিয়া এক দিবস রোজে শুক করিবেন যতপি চুল প্রমাণ কাটে তবে পুনরায় তাহাতে লেপ দিয়া শুক হইলে সবার উপরে কিঞ্চিৎ নীতল জল দিয়া হাঁড়ি চুল্লীর উপর রাখিয়া অগ্নি ২ জাল দিবেন দিতে ২ পুনঃ ২ সরিষা জল পরিবর্তন করিয়া নীতল জল দিবেন এই প্রকার ২১ বার হইলে চুল্লী হইতে অবতারণ করিবেন পরে নীতল জল হইতে সরিষা তলা হইতে চুল দিয়া ভষ্ম ঝাড়িয়া প্রস্তরের উপর লইবেন পরে সেই ভষ্ম হস্তে মর্দন করিলে পারা নির্গত হইবেক।

কাঁচাপারা শোধন। পারা ১০ তোলা তাহারে রমুনের কোয়ার উপরে স্বক সমুদয় ত্যাগ করিয়া ভিতরে যে-
কিঞ্চিৎ থাকে তাহার রস পারার মত পারাতে দিয়া কো-
মল হস্তে খলে মর্দন করিবেক লোড়া খলে স্পর্শ না হয় কেবল পারার উপর মর্দন করিবে পরে কিঞ্চিৎকালে পারা নির্মল হইলে রমুন ধৌত করিয়া পারা অতি সাব-
ধানে লইবেন পরে আমল নার গন্ধক মূলচূর্ণ তাহার উপর সমাভাগ শোধিত পারাদিয়া কজী প্রস্তরের খলে ৪

প্রহর মর্দন করিলে কজ্জলী হইবে ইহাতে যদি অধিককাল মর্দন করেন সে উত্তম । এই দুই প্রকার পারাতে কজ্জলী হয় জানিবেন ।

হিঙ্গুলেরঃ । পিপুল রোয়া মুষ্ণুচূর্ণ হিঙ্গুল বিষ এষাং প্রতি ১ তোলা জলে মর্দন ২ রতি প্রমাণ বটি । অনুপান নবজ্বরে মধু, বাতিকজ্বরে দধির মাত, গহ্বীণী এবং রক্তাতি নারে জায়কল চূর্ণ ১ মাগা জম্বীররসে মর্দন বালকদিগের চতুর্থাংশের একাংশ মাত্রা ঔষধ বিধি সর্বত্র ।

লক্ষ্মীবিলাসরস । অভ্র ১ তোলা কজ্জলী ৮ তোলা কপূর জরিজী জায়কল বীরতাড়ক বীজ নিছিবীজ ভূমিকু-
ন্দ্ৰাণ্ড মূল শতমূল বাঢ়্যালা গোখরি চাবুল্যানুল গোক্ষুরী
বীজ হিলজবীজ ধুস্তুরবীজ এষাং প্রতি ২ তোলা । মাচি-
পানেররসে মর্দন ৩ রতি প্রমাণ বটি অনুপান মধু কিম্বা
পানের স্বহ ।

ডাক্ষা পঞ্চকং ।

ডাক্ষা জৈষ্ঠমধু প্রত্যেকে ৪ মাষা শিলে পেষণ ক-
রিয়া দুক্ক মধু ইক্ষুরসে গুলিয়া পান করিবেন, ইহাতে দাহ
জ্বর নিবারণ হয় ।

বাহশ্লেষ্মা জ্বর চিকিৎসা ।

এরপ্ত পাতে দুইটা বালুকা পুটুলি খোলায় তপ্ত করিয়া
রোগীর মস্তকে মুছমুছ তাপদিবে যে পর্যন্ত রোগীর ম-
স্তক অগ্নিবৎ উষ্ণ না হয় পরে পাচনাদি দিবে ।

পঞ্চ কোল পাচনং ।

পিপুল পিপুলমূল চণ্ডি চিতা শুষ্ঠী এষাং প্রতি ৩২
রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ৪০ রতি ।

পিপুল ২ তোলা জল ৪ পল শেষ ১ পল মধু প্রক্ষেপ
৪০ রতি ।

স্বপ্নজরাক্ক শঃ ।

পারা গন্ধক শূন্যবিষ এষাং প্রতি ৩ মাষা ধুস্তুর বীজ

৬ মাষা শুট পিপুল মরীচ এবাংপ্রতি ৪ মাষা বিষাদি চূর্ণ করিয়া গৌড়ালেবুর রসে মর্দন করিবে, বটি ২ রতি প্রমাণ অনুপান মধু পিপুলি চূর্ণ আদার রস।

সান্নিপাতিক জ্বর চিকিৎসা।

সান্নিপাতিক জ্বর, অর্থাৎ ত্রিদোষ জ্বর, উপবাস বালু কাষেদ, নম্ব, নিম্নীবন অবলেহ অঞ্জন, এই বট কর্ম অবশ্য করিতে হয় কারণ এই জ্বরে কফ প্রধান অতএব অগ্রে যে প্রকারে কফ নষ্ট তাহাই কর্তব্য, পশ্চাৎ পিত্ত এবং বা-
তিকের চিকিৎসা করিবেন নম্ব টাবালেবুর রস আর্দ্রক রস বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, তপ্ত জলে মর্দন করিয়া নম্ব দিবেন ইহাতে মস্তকের জল নিঃসরণ করিয়া মস্তক এবং সকল শরীরের বেদনা দূর হয়।

অবসেহ। কটকল কুড় কাঁকড়াশৃঙ্গী শুষ্ঠী পিপুল ম-
রিচ দুরালভা রুক্ষজীরা এই ৮ দ্রব্য সমান ভাগ মৃন্মচূর্ণ মধু অথবা আর্দ্রক রস সহিত অবলেহ, ইহাতে সান্নিপাতিক জ্বর এবং হিক্কা বা শ্বাস কাস কণ্ঠরোগ উর্জগ কফ হরণ করে এবং রোগীর শরীর তপ্ত থাকে, যত্নপি ঘর্ম্ম হয় ওখাচ অ-
বলেহ দিবে।

অঞ্জন। শিরীষবীজ পিপুল মরীচ সৈন্ধবলবণ রসুন
গনহাশিলা বচ এই সকল দ্রব্য সমভাগ গোমূত্রে পেষণ পরে
অঞ্জন করিয়া চক্ষে দিবেন।

নবাজ পাচন। বিলসোণা গাছারী পারুল গনিয়ারি
ইহাদিগের ছাল চিরাতা গুলঞ্চ শুষ্ঠী মুখা এবাংপ্রতি ১৮
রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রাক্ষণ পিত্তাধিক্যে ৪০ রতি
মধু কফাধিক্যে ৪০ রতি পিপুলচূর্ণ, ত্রীলোকের বিকারে দেয়
ভৈরবেশ্বর। মরীচ ২ তোলা বিষ ১ তোলা কড়ি অর্দ্ধ

তোলা জলে মর্দন ১ গুঞ্জা প্রমাণ বটি শিরঃমূলে নম্ব দিবে
ত্রিদোষ পিপুলচূর্ণ অনুপান বিষ শোধন বিধি লৌহপাত্রে
গোমূত্রে নিক্ষিপ্ত এক রাতি রাখিলে বিষ শোধন হয়।

ত্রিদোষ নিহার রস ।

পারা ১ তোলা গন্ধক ৩ তোলা উভয়ে কজ্জলী করিয়া সেই কজ্জলী চিতার মূলের রসে ৮ দিবসে ৮ বার রৌদ্রে শুষ্ক করিবে পরে শোধিত বিষ সূক্ষ্মচূর্ণ তাহাতে দিয়া পুনর্বার চিতামূলের রসে মর্দন করিবে তৎপরে মৎস্যের পিত্ত দিয়া ক্রিষ্ণকাল মর্দন করিয়া ১ গুঞ্জা প্রমাণ বটি করিবে, অনুপান আদার রস ঔষধ সেবনের পর ক্রিষ্ণ আদার রস পান করাইবেন ইহাতে সান্নিপাতিক জ্বর নষ্ট করে ।

বেতাল রস । পারা গন্ধক সমান ভাগে কজ্জলী শুদ্ধ হরিতাল শুদ্ধ বিষ মরীচ পারার সমান হরিতাল বিষ মরীচ চূর্ণ হইলে নিজ্জল আদার রসে কজ্জলী প্রায় মর্দন করিবে দুই রতি প্রমাণ বটি অনুপান আদার রস সান্নিপাতিক বিকারে মহৌষধি জানিবেন ।

দর্পণ ।

অমৃতেশ্বর বটিকা । শৃঙ্গী বিষ পারা গন্ধক জায়ফল তালতম্ব পিপুল রোয়া শুদ্ধকাল সর্পবিষ এবাংপ্রতি সম- ভাগ আদার রসে মর্দন ২ রতি প্রমাণ বটি অনুপান আদার রস পিপুল রোয়া এই ঔষধ সান্নিপাতিক জ্বর, তন্দ্রা শ্বাস ও কাশ এই সকলকে নষ্ট করে ।

স্বচ্ছন্দ তৈরব । পারা শৃঙ্গী বিষ, গন্ধক এবাংপ্রতি ২ মাষা হরিতাল তাম্র তম্ব এবাংপ্রতি ৪ মাষা সকল শোধন চূর্ণ । আদার রসে মর্দন পরে পঞ্চপিত্তের ভাবনা দিবেন মটরাকৃতি বটি ।

পঞ্চপিত্ত যথা । মৎস্য, ময়ূর, মহিষ, ছাগ, বরাহ সান্নিপাত তৈরব পারা কালসর্প বিষ শৃঙ্গী বিষ, হরিতাল গোদন্ত গন্ধক, অনংশিলা মোহাগা জায়ফল লবঙ্গ এবাংপ্রতি গমভাগ ইহার মধ্যে শোধ্যদ্রব্য শোধন করিয়া সর্পিচ পাণের রসে মর্দন ২ রতি প্রমাণ বটি অনুপান আদা তুল- স্ত্রীপত্রের রস, ইহাতে মদ, মোহ, ভ্রম, তাপ, হৃৎগীত

প্রলাপনৃত্য মৈকম্পিকা পীড়া বিকটাক্ষ পরিভ্রম এই লক্ষণ হইলে চিত্ত বিভ্রম নামক সান্নিপাতিক কথা যায়। ইহাকে নষ্ট করে।

ঘোড়াচাড়ি রসঃ। পারা, গন্ধক, মনঃশিলা হরিতাল মুরিচ অভ্রভস্ম শৃঙ্গবিষঃ এষাংপ্রতি ২ মাষা শস্মবিষ ৩।। মাষা শিলাজতু ৩।। মাষা, এই সকল শোধন করিবে রোহিত মৎস্য পিত্তে ভাবনা তুলসীপত্র রসে মম্বুরাকৃতি বটি করিবে অনুপান সজিনাছালের রস ইহাতে কণ্ঠকুজ সান্নিপাত নাশ করে।

কণ্ঠকুজ লক্ষণ।

কণ্ঠগ্রহ জ্বর মুচ্ছা, দাহ, কম্প, বিলাপ মোহ, তাপ নীতত্ত্ব বাতত্ত্ব প্রলাপ।

দারুভ্রঙ্ক রস। শস্মবিষ ধূস্তুরবীজ পিপুল রোয়া হিঙ্গল এষাংপ্রতি সমভাগঃ বিষ হিঙ্গুল শোধন জয়ীর রসে মর্দন ২ রতি প্রমাণ বটি অনুপান তুলসীপত্র রস। এই ঔষধ বর্ণিক সান্নিপাত নাশক হয়। অশূলক্ষণ।

জ্বর কণাস্ত শোথ, শ্বাস, কম্প, প্রলাপ, শ্বেত, কণ্ঠগ্রহ তাপ মোহ ভ্রমঃ।

আনন্দ ভৈরব রস। হিঙ্গুল শৃঙ্গবিষ, ত্রিকটু সোহাগা গন্ধকঃ ধূস্তুর বীজ পারা অভ্রভস্ম এষাংপ্রতি সমভাগ নিষিক্তা পত্র রসে ভাবনা ১ গুণ্ডা পুমান বটি। অনুপান আদার রস সান্নিপাতাতিনারে লবঙ্গ জায়কল।

জিহ্বাগনাম সান্নিপাত বিনাশক হয় মহৌষধি। জিহ্বাগ লক্ষণ। জিহ্বা কঠিন কাশঃ শ্বাস অতি বেদনা মুখ ববিরতা তাপ বলহান। বেতাল রস।

পারা গন্ধক শৃঙ্গবিষ শস্মবিষ সোহাগা এষাংপ্রতি সমভাগ যত হরিতাল তত শোধন করিবে জয়ীর রসে মর্দন ২ রতি প্রমাণ বটিকা অনুপান পাণের রস রুদ্রাহ সান্নিপাত নাশক হয়। মহৌষধি রুদ্রাহ লক্ষণ।

মোহ, তাপ, ব্যথা, কণ্ঠদ্রম, শ্রম, বেদনা, অতিসার-
জ্বর, আর শ্বাস প্রলাপ । কালানল রস ।

শৃঙ্গিবিষ কালসর্পবিষ এতযোঃপ্রতি ২ মাষা শৃঙ্গবিষ
হরিতাল, পূর্ব দ্বিগুণ শোধনান্তর করবীর রসে মর্দন চান-
কাকুতি বটি মাষক সান্নিপাত নাশকের হয় । গর্হেবধি
মারক লক্ষণ । দাহ, মোহ, শির, ও অঙ্গ কম্প, হিক্কা কাশ
সন্তাপ শ্রম ।

মহাজরাক্ষুশ বটিকা ।

পারী ২ মাষা গন্ধক মোহাঙ্গা জীরা এযাংপ্রতি ৪
মাষা শৃঙ্গবিষ ২ মাষা মরীচ কটফল দন্তিবীজ এযাংপ্রতি
১০ মাষা এই সকল শোধন পারে মৃৎচূর্ণ জনীর এবং আ-
দ্র ক রসে ভাবনা মরীচাকুতি বটিকা অনুপান আদার রস-
এই ঔষধ ভৃগুনেত্র সান্নিপাতিক এযং ভৃগুনেত্র জরকে দূরী-
করণ করে । ক্রমেণোত্তরোলক্ষণং ।

শোষণ লোচনদ্বয় ভক্ষ্ম স্রবণ শূন্য অধিক জর, মোহ,
প্রলাপ কম্প, ভ্রম, নিদ্রা মুহুমুহ পোনে পুন্য শীত, বার
বার মোহ, প্রলাপ ঐক্যাহিক দ্যাহিক ত্র্যাহিক চাতুর্থিক
ইত্যাদির বিষ মাক্ষ জর সকল । সিন্ধুশোষক রস ।

রসসিন্ধু গন্ধকঃ কালসর্প বিষ শৃঙ্গি বিষ, হরিতাল এযাং
প্রতি সমভাগ শোধন করিবেক পশ্চাৎ চূর্ণ করিয়া মৃৎ-
পাত্রে নিষিক্তাপত্ররসে ভাবনা ২ রতি প্রমাণ বটি অনুপান
লবঙ্গাদি চতুষ্টয় তণ্ডুলোদক ছাগশূক্রে পরাণ ।

রক্তাক্ষি সান্নিপাতিক নাশকেরং বটিকা । অশ্ল লক্ষণ
রক্তনিষ্ঠীবন মূচ্ছা জর মোহ তৃষ্ণা ভ্রম, বমন হিক্কা অতি-
সার জ্ঞান নাশ ব্যথা বোষণ রক্তের মণ্ডলাকুতি দেহেতে
চিহ্ন । প্রতাপলক্বেশ্বর রস । কস্তুরী কজ্জলী স্বর্ণ-
মাক্ষি, তাম্র, হরিতাল, দারুমোচ বিশ্বমাক্ষরস শৃঙ্গিবিষ
এযাংপ্রতি সমভাগ, শোধন করিয়া-চূর্ণে করিবেক ভাবনা
রোহিত মৎস্যপিত্ত করবীর মূল রস বামনহাটি মূলের রস

২ রতি প্রমাণ বটিকা । প্রলাপ সান্নিপাত নিরুন্তমোহ
মহৌষধি । প্রলাপস্থ লক্ষণ । প্রলাপ তাপ অতিশয় কম্প
প্রজ্ঞানাশ পাদ শোক কুপীড়া বৈকম্প প্রতিপাদন ।

অভর নৃসিংহ রস । হিঙ্গুল শৃঙ্গবিষ ত্রিকটু জীরা গো-
হাঙ্গা গন্ধক অদ্রভক্ষ্য পারা এষাং প্রতি যত অক্ষিপ্ত তত
শোধন করিয়া চুণে করিবে জয়ীরসে মর্দন মটরাকৃতি বটি
অনুপান জিরা মধু শীতাক্ষ সান্নিপাত নিহেয়েয়ং বটিকা
শীতাক্ষ লক্ষণ সুবনের ন্যায় শরীরের বর্ণ অথচ দীঘ অতি-
লার কম্প প্রলাপ অঙ্গ তাপ হিঙ্গা শ্বাস ভ্রম সর্পাক্ষ শীতল

নৃসিংহ কালানল বটিকা । কালসর্প বিষ, গন্ধক শঙ্খ
বিষ শৃঙ্গবিষ ত্রিকটু মোহাঙ্গা পারা তাম্র ভস্ম লৌহভস্ম
এষাং প্রতি সমভাগ শোধনানন্তর চুণে করিবে পরে পঞ্চ
পিত্ত ভাবনা । ধূস্তুরমূল রসে অর্দ্ধরতি প্রমাণ বটি বাঙ্কিবে
অনুপান শ্বেত আকন্দমূল রস দধিপথ্য তৈল হরিদ্রা ম-
র্দন স্নানক্রিয়া করাইবেন । অভিন্যাস সান্নিপাতিক নাশ-
কোহরমৌষধি অভিন্যাস লক্ষণং ত্রিদোষ মুখশোষ, বি-
কম্প নিদ্রা নষ্ট বাক্য চেতনা শূন্য অতিশ্বাস মন্দাগ্নি বল
হানি । মৃত সান্নিপাতে । চূড়ামাণ গুড়িকা পুরোজ্যা
গারাগুড়ি হরিতাল শঙ্খবিষ, গোমস্ত হিঙ্গুল ধূস্তুর বীজ
ত্রিকটু বেথম্যাবিষ ভূতে শিলাজটু কস্তুরী পারা গন্ধক স্বর্ণ
মাঙ্কি বিষতাড়ক বীজ এষাং প্রতি সমভাগ শোধন করিবে
পরে ভাবনা । নিষিক্তাপত্র রস আকন্দ মূল রস চিতামূল
রস নাগদানাপত্র রস করবীমূল রস লাজুলের মূল রস গল
ঘসপত্র রস এষাং প্রত্যেকে ১ বার রৌদ্রে পাক অতি সূক্ষ্ম
চুণ ভক্ষণ ২ রতি অনুপান ধাতু বিশেষ ।

অথ উলুন চিকিৎসা ।

দশমূল পিপুল নিকর, এষাং প্রতি ১।০ মাষা পাকার্থ
জল ১ সের শেষ ১ ছটাক পরীক্ষা চতুর্মুখ ।

ধাতু চতুর্মুখ, সুবর্ণভস্ম, তাম্রভস্ম লৌহভস্ম অদ্রভক্ষ্য

এবাং প্রতি সমভাগ চূর্ণয়িত্ব আদাররসে গুঞ্জা প্রমাণ বটি করিবেন ।

অথবা উলুনে চতুমুখ প্রয়োগ করিবেক ।

রসমানিক, গন্ধাজলি ফটকারি ৮ তোলা, তবকী হরিতাল ২৪ তোলা উভয় চূর্ণ করিয়া আলোকতর রসে ভাবনা দিয়া শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিব সেই চূর্ণ উর্দ্ধ কলেবর ছই অঞ্জুলি প্রমাণ করিয়া লৌহলাত্রে অভ্রের উপর রাখিবে, তদুপরি অভ্র আচ্ছাদন পরে লৌহ পাত্রোপরি লৌহপাত্র আচ্ছাদন, তাহাতে দূর করিয়া মৃত্তিকালেপ পরে অষ্ট প্রহর জাল দিলে সাক্ষ হইবে, ভক্ষণ ২ রতি প্রমাণ, এই ঔষধ সান্নিপাত্ত জর, কফাধিক উলুন অষ্টাদশ প্রকার বুষ্ঠ, বাত-রক্ত, এই সকলেতে যোগ করিবেন, বিশেষত উলুন ।

অথ হিজলেশ্বর, হিজল শঙ্খবিষ, সমভাগ শোধন বে-লের আটাতে মর্দন করিয়া শুষ্ক হইলে সমান ভাগ মরীচ দিয়া পুনঃমর্দন করিয়া মরীচাকৃতি বটি বান্ধিবেন অনুপান উলুনে চিনি মধু লবঙ্গ, সান্নিপাতে ত্রয়োদশাঙ্গ পাচন, কফ পিত্তেয় আতাররস মধু, শ্বাস কাসে পঞ্চকোল মধু ।

চতুর্দশাঙ্গ পাচন, দশমূল শুষ্ঠী চিরাতা, এবাং প্রতি ১১০ মাষা, পাক শেষ পূর্ববৎ, প্রক্ষেপ রসামিন্দুররস । কোষ্ঠ বন্ধে তেউড়ি চূর্ণ ।

রসমিন্দুররস, মীনে ৮ তোলা অস্য শোধন, সর্বপতৈল তক্র গোমূত্র, কাজি, কুলোথ কলায়ের ক্কাথ, প্রত্যেকে তিনবার, গন্ধক ১৬ তোলা, অস্য শোধন, সূত ১৬ তোলাতে গালাইরা ঝঞ্জে নিঃক্ষেপ করিবে পারা ২৪ তোলা অস্য শোধন, পক্ষপর্পটি ২৩ তোলা হরিদ্রাচূর্ণ ২৪ তোলা ইষ্টকচূর্ণ ২৪ তোলা, কাল ২ তোলা এই সকলে প্রত্যেকে ১ প্রহর মর্দন করিয়া কৈজলী করিবেক অস্য ভাবনা, মণ্ড কুঙ্কিমারস, ভৃঙ্গুরাজরস, সূতকুমারীরস, অপরাঞ্জিতা রস, তুলসীপত্র রস, সান্নিপাত্তের রস, সারঞ্জে রস, এবাং প্রত্যেকে

১ বার দিয়া শুক করিবে পরে বোতোলের গায় মৃত্তিকার দৃঢ় লেপন শুক তাহাতে কজ্জলী পুরিত করিবে, সীমার পাত খণ্ড করিয়া প্রথম রাখিবে, পরে সিন্দুরবর্ণ ২ অঙ্কুলি পুরু হাঁড়ির অর্দ্ধ ভাগ বালুকা পূর্ণ করিয়া তাহাতে বোতোল বসাইবে বোতোল মুখে ঢাকাদিয়া বোতোলের ২ অঙ্কুলী প্রমাণ জ্বাভত রাখিয়া বালিপূর্ণ করিবে পরে বোতোলের ঢাকাখুলে ২৪ প্রহর জাল দিলে সীমা খাপর হইবে ক্রমে ২ লৌহের গজে আঁটিবে, বিধুম হইলে ত্যাগ করিবেন, ২৪ প্রহর জাল দিলে বালি ক্রমবর্ণ হইবেক।

অথ দিনান্তরে উল্লনাধিকার, অষ্টাদশাঙ্গ পাচন, রস-সিন্দুর সহিত প্রয়োগ করিয়াছেন দর্পণ মতে হেমামৃত রস সিন্দুর ক্রাথ শোধিত সোণা পাত করিবেক শোধিত সীমাপাত করিবেক, শোধিত গন্ধক শোধিত পারা কজ্জলী করিবেক, এষাং ভাগ, সোণা ১ তোলা সীমা ১৫ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা পারা ১ তোলা, মৃত্তিকা লেপযুক্ত বোতলে পুরিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে, বোতল মুখে আগু উঠিলে গোণা শিষার পাত খাপরে ২৭ প্রহর পাক নিক্ত হয়, অনুপান ভূনিষাদি, অষ্টাদশাঙ্গ নানা প্রকার উল্লন, এবং সান্নিপাতিক জ্বর নষ্ট করে।

মুখা, অষ্টাদশাঙ্গ, মুখা জবপর্পটি বেণামূলে দেবদারু, শুষ্ঠী ত্রিকলা ছুরালভা নিম্ব, গুণ্ডারোহিনী তেউড়িমূল চি-রাতা আকনাদিমূল বাট্যালামমূল কটকী বৈজ্ঞানিক পিপুল এষাং প্রতি ২ রতি পাকশেষ পূর্ববৎ প্রক্ষেপ মধু ৪ মাষা পূর্ণ চন্দ্র, রসায়ণ ইহাতে উল্লন সান্নিপাত, পিত্তজ্বর মন্যা-স্তম্ভ উরুস্তম্ভ, উরু পৃষ্ঠ, শিরগ্রহ সকল রোগ দূর হয়, পূর্ণ চন্দ্র রসায়ন, প্রয়োজনদ্রব্য মূরগ ১ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা কাংশ ৩ তোলা কান্তিলৌহ ৪ তোলা, তাম্র ৫ তোলা, স্বর্ণ ৬ তোলা, অঙ্গ ৭ তোলা, হরিতাল ৮ তোলা, হিঙ্গুল ৯ তোলা, শঙ্খবিষ ১০ তোলা খাপর ১১ তোলা রাউ ১২

তোলা, সীমা ১৩ তোলা, গন্ধক ১৭ তোলা, পারা ১৫ তোলা
এই সকল চূর্ণ করিবেক সপ্তকুঞ্চিকা কজ্জলী, বোতোল পূ-
রিয়া বালুকা যন্ত্রে ৩২ প্রহর জাল দিবেন অনুপান বিশেষ
নানা প্রকার গুণ করিবেক কফ পিত্তে আদার রস মধু, স্বাস
কাসে পঞ্চকোল মধু ।

অথ জীর্ণ জ্বর চিকিৎসা ।

কফকীর্ণ জীর্ণ জ্বর দৃষ্কপথ্য অতি উপকারী হয়, কফ-
যুতে এবং নবজ্বরে দৃষ্কপথ্য অতি করিলে প্রাণ সংশয় হয়
নিদিক্ক্ষিকা পাচন, কণ্টিকারী গুণ্ড, শুষ্ঠী এষাং
প্রতি ৫৩ রতি জল ৪০ পল শেষ ১ পল অনুপান মধু ৪ রতি
রাত্রিভোগ জ্বরে পিপুল চূর্ণ ৪০ রতি ।

শালপানী চাকুল্যা কণ্টিকারী গোক্ষুরী ব্যাকুড় এষাং
প্রতি ৩২ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ পিপুল
চূর্ণ ৪০ রতি, পিপুল ৪০ রতি পুরাতন গুড় ৪০ রতি উভয়ে
অবলেহ দিবেন ।

অথ খাত্তী মোদক । আমলকী হরীতকী শুষ্ঠী পিপুল
এই সকলের মূক্ষ চূর্ণ যত গুলঞ্চের পাল তত একত্র জলে
পাক করিবেন চুল্লীহইতে অবতারণ করিয়া তাহাতে সকল
দ্রব্যের সমান চিনি দিয়া মর্দন করিবেন পারে মধু দিয়া
মোদক করিবেন, ২০ রতি পরিমাণ প্রত্যহ সেবন করিবেন
ইহাতে প্লীহা কাস অগ্নিমান্দ্যাদি নষ্ট করে ।

অথ ভাগ্যাদি পাচন । বাসমহাটি মুখ্য বৃড় শুষ্ঠী হরী-
তকী পিপুল দশমূল এষাং প্রতি ১০ রতি জল ৪ পল শেষ
১ পল প্রক্ষেপ মধু ৪০ রতি পিপুল চূর্ণ ৪০ রতি, ইহাতে
অগ্নির্য়জি হয় এবং জীর্ণ জ্বর বিষম জ্বর সান্নিপাতিক জ্বর
নিবারণ হয় ।

রাত্রিজ্বরের রহস্যবাক, বিলু সোণা গাভারি পারুল গণি-
য়ারি এই সকলের ছাল চিরাতা গুলঞ্চ শুষ্ঠী মুখ্য এষাং
প্রতি ১৭ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ পিপুল

চূর্নে ৪০ রতি ক্ষীরারীমূল লাজুনস্যাধূল রবিবারে অথবা অ-
ষ্টমী তিথিতে রক্ত সূত্রে বদ্ধ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলে
রাজিঙ্গুর নষ্ট হয় ।

দর্পণঃ ।

মুস্তকাদি পাচন । মুখা আমলকী গুলঞ্চ শুষ্ঠী কণ্ঠি-
কারি এযাংপ্রতি ৪ মাষা ।

ধান্যাদি পাচন, ধন্যা মুখা ত্রিফলা গুলঞ্চ পটোলপত্র
নিম্বহাল এযাংপ্রতি ২ মাষা পাকশেষ পূর্ববৎ প্রক্ষেপ
মধু শকের, রহৎ পঞ্চমূল ৪ মাষা পাক শেষ পূর্ববৎ প্র-
ক্ষেপ পিপুল চূর্নে ৪০ রতি ।

ভূনিষাদি চূর্নে, চিরাতা কটকী মুখা পটোলপত্র শ্বেত-
চন্দন পিপুল মূল জিরা শুষ্ঠী গুলঞ্চ বালা ধন্যা অভ্রভস্ম
লৌহভস্ম এলাইচ আকানা দি মূল সরিচ গুড়ত্বক তেজপত্র
জৈষ্ঠমধু এযাংপ্রতি সমভাগ চূর্ণ করিবে ভক্ষণ ৪ মাষা অ-
নুপান মধু এবং সেকালিকা পত্র রস, ইহাতে জীর্ণ জ্বর অ-
বশ্য নাশ করে এবং ঐক্যাহিক দ্ব্যাহিক ত্র্যাহিক চাত্ত্বিক বা-
তিক পৈতিক স্নৈমিক সান্নিপাতিকাদি জ্বর সকলকে নষ্ট
করে ।

জীনকাদি লৌহ চূর্নে ।

জিরা ত্রিফলা মুখা অভ্র নাগেশ্বর এলাইচ গুড়ত্বক ল-
বঙ্গ লৌহভস্ম এযাংপ্রতি সমান চূর্ণ করিবে ভক্ষণ ২ মাষা
অনুপান মধু শ্বেতকুলিথারস লৌহপাত্রে লৌহদণ্ডে মর্দন
করিয়া ভক্ষণ করিবে, ইহাতে জীর্ণ জ্বর ক্ষয়কাশ শিরঃশূল
পাশ্বশূল অরুচি অমুপিত্ত নষ্ট করে ।

অটাক ধন, গুগগুল নিম্বপত্র বচ কুড় হরীতকী শ্বেত
সরিয়া খব তণ্ডুল এযাংপ্রতি সমান চূর্ণ গব্যসূতে মর্দন ১
তোলা পরিমাণ বটি কুলকাঠের অগ্নি পূর্ণ সূরাতে ভাঙ্গিয়া
উলঙ্গ শরীরে কৃষ্ণবর্ণ কষ্মলাচ্ছাদন করিয়া ধূম লইবে ই-
হাতে জীর্ণ জ্বর নষ্ট করে ।

অথ মহেশ্বর মন্ত্র । নমো ভগবতে রুদ্রায় নমো নমো

হথিল প্রকাশিয় কপাল মালিনে জটিলায় নির্গন্ধিনে নখট
বিকট ধারিনে জ্বর ঐক্যহিক, দ্ব্যহিক ত্র্যহিক চাতুর্হিক, দি-
নজ্বর মক্ষ্যাজ্বর রাত্রিজ্বর মক্ষ্যেয়াং জ্বর্যাং উচ্ছাদয় উচ্ছা-
দয় আরোগ্য কর ভগবতে সর্বোদেবেতি স্বাহা, ইমং মন্ত্রং
পঞ্চবিংশতি বারান্ শৃণুয়াৎ ।

অথ ধাতু মোদক

ধাতুকী হরীতকী শুষ্ঠী গুলঞ্চের পান পিপুল এষাং
প্রতি ৪ তোলা চূর্ণ চিনি ৪ তোলা দিয়া মোদক পাক ক-
রিবেক ১ তোলা পরিমাণ বটি অনুপান জল ৪ মাষা ।

অক্ষায়ক তৈল, লাক্ষ্যা তুর্কামূল হরিদ্রা দারুহরিদ্রা
মঞ্জিষ্ঠা রাখালনসারমূল ব্যাকুড়বীজ সৈন্ধব বুড় রান্না জটা
মাংসী শতমূলী এষাং প্রতি ১২ মাষা চূর্ণ করিয়া বল্ক
দিবে সার্ষপতৈল ৪ সের মুছার্ধ মঞ্জিষ্ঠা ২ তোলা কাঞ্জি ৪
সের এই সকল জীর্ণজ্বর নষ্ট করে ।

অথ গ্ৰীহাশ্রিত জীর্ণজ্বর চিকিৎসা ।

ত্রিকাদি জ্বরক । চিতামূল সৈন্ধব ত্রিকটু হিজ জীরা
মুসকর যবক্ষার বনজমানী চিরাতা বিটলবল কৃষ্ণজীরা
এষাং প্রতি সমচুর্ণে করিবে জঘীর রসে মর্দন ভক্ষণ ২ মাষা
অনুপান জঘীর রস ।

তাত্রকুণ্ডী জ্বরক । মৃততাত্র মৃতঅত্র লৌহতম্র শুদ্ধ
জরপাল বীজ সমুদ্র ফেণা চিতামূল জীরা হিজ যবক্ষার সা-
চিক্ষার সৈন্ধব বিড়ঙ্গ নীলবাড়ি চিরাতা বিটলবল ফটিকরী
মুসকর এষাং চূর্ণ সমভাগ জঘীর রসে মর্দন ভক্ষণ ২ মাষা
অনুপান জঘীর রস, ইহাতে গ্ৰীহজ্বর শোথপাণ্ডু উদর-
রোগ গুল্ম শূল নষ্ট করে ॥

সর্বজ্বরহর লৌ । চিতারমূল ত্রিফলা ত্রিকটু বিড়ঙ্গ মুখা
হরীতকী পিপুলমূল বেণামূল দেবদারু চিরাতা গুলঞ্চ
রালা কটকী কণ্টিকারী মূল সাজনা বীজ বীরুছা জ্যেষ্ঠমধু
বুরুচি বীজ এষাং প্রতি সমভাগে চূর্ণ যত লৌহ তত একত্রে

মধু ঘৃত দিয়া মর্দন বদরাঙ্গি পরিমাণ বটি অনুপান কুলি-
খারস, ইহাতে বাতিক পৈতৃক শ্লেষ্মিক সান্নিপাতিক দ্ব-
ন্দজ বিষয় ঘোর খাত্তস্ত কল্প এই সকল জ্বর দাহ বমন
হিক্কা শ্বাস অরুচি কাস প্রীহা গুল্ম কুমিরোগ রক্তপিত্ত ম-
ন্দাগ্নি নষ্ট করে, ।

মান গুড়িকা । মানদাঁটা নুর্কামূল অভাবে অপাক গু-
ল্ম বাকস মূল সালপানি মূল চিতা মুস নৈক্কব শুষ্ঠী তা-
লসাঁড়া এষাং প্রতি ৮ তোলা একত্রুটিবে পাকার্থ গো-
মুত্র ১৬ সের ইহা ছাঁকিয়া গুড়ের ন্যায় পাক করিবে পরে
মধু ২৪ তোলা বিটলবণ সচল লবণ যবক্ষার এষাং প্রতি চুণে
২ তোলা তাহাতে দিবেন ভক্ষণ ৮ মাষা প্রক্ষেপ গোমুত্র
ইহাতে যক্লৎ প্রীহা পাণ্ডু অগ্নিমান্দ্য গহিনী নষ্ট করে ॥

মক্ষুণ গুড়িকা । স্বমূল আলকুসিগাছ ৪ সের পুরাতন
কাঞ্জি ১৬ সের ৪ সের ছেকে পাক গুড়ের ন্যায় তপরি
শুষ্ঠী যবক্ষার হিঙ্গ নৈক্কব বিটলবণ করকচ লবণ সচলল-
বণ স্বায়ন্তুর লবণ নমুদ্র ফণা মরীচ যমানী জীরা কৃষ্ণজীরা
সোহাগা চিতামূল চই আপাক্ষক্ষার তালসাঁড়াক্ষার বিরজ
পিপুল এলাইচ গুড় স্বক তেজপত্র এষাং প্রতি ১ তোলা
চুর্ণ দিবে মধু ১৬ তোলা প্রক্ষেপদিয়া উত্তারণ করিবেন
ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান আলকুসি রস, ইহাতে যক্লৎ গুল্ম
সকল প্রীহাজ্বর কাসজ্বর শোথরজ নষ্ট করে ।

ক্ষীর অক্ষারক তৈল । পিপুল পিপুলমূল চই চিতা-
মূল শুষ্ঠী তালিসপত্র মঞ্জিষ্ঠা দেবদারু এষাং প্রতি ২ তোলা
তিলতৈল অথবা সার্ষপ তৈল ৪ সের কাঞ্জি ৪ সের জয়ীর
রস ৪ সের তক্ষ ৮ সের জল ৪ সের এই সকল দ্রব্য তৈল
পাক ইহা নিম্নে ইহলে পাকমিদ্ধি ইহবেগন্ধদ্রব্য বীরজা
লখী কপূর ইহাতে বাতিক পৈতৃক দ্বন্দজ সান্নিপাতিক
সন্তত সন্তত হিরণ্ময় গদ্যীরাদি জীনজর প্রীহা পাণ্ডু কামনা
নাশ হয় ।

গুড় পিপুলী । বিড়ক ত্রিকটু কুড়বিট সৈন্ধব করকচ স-
কল স্বায়ত্তর হিঙ্গ যবক্ষার মাচিক্কার সমুদ্রকেনা চিতামূল
চিরাতা জীরা কৃষ্ণজীরা চঁই বংশলোচন তাম্রভষ্ম অদ্রভষ্ম
লৌহভষ্ম তিলক্ষার বুমুড়াঙ্কার লালমোচক্ষার আপাঙ্-
ক্ষার তেতুলক্ষার এষাংপ্রতি সমভাগে সূত পিপুল তত উ-
ভয়ের তুল্য পুরাতন গুড় চূর্ণেমিশ্রিত করিয়া মর্দন করিবে
ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান লেবুরস এই ঔষধ সেবন মাত্রে দা-
রুণ প্লীহা কামলা পাণ্ডুরোগ জীর্ণজ্বর নাশহর বিলু বালক
দিগের বিশেষ রূপে । যমানী জারক ।

বিট সৈন্ধব যবক্ষার মাচিক্কার ফট্কারী বনযমানী পি-
পুল কৃষ্ণজীরা এষাং প্রত্যেক ৮ তোলায় সূত যমানী তত
সকল চূর্ণ ৪ সের লেবুরসে গুলিয়া হাঁড়ির মধ্যে সরা ঢাকা
দিয়া রাখিবে ভক্ষণ একবিংশতি দিবস ১ তোলা পরিমাণ
জল, ইহাতে স্বাস কান কোটবদ্ধ প্লীহা উদরী বায়ু অগ্নি-
নান্দ্য বাতাজীর্ণ এ সকল নষ্ট করে । অষ্টমুত্তিরস ।

শোধিত পারা শোধিত গন্ধক শোধিত জয়পাল অভ্র
ভষ্ম তাম্রভষ্ম শোধিত গুগ্গুল লৌহভষ্ম কাংস্থভষ্ম এষাং
প্রতি ১ তোলা চিরাতা জীরা কৃষ্ণজীরা যমানী বিলযমানী
সোহাগা ত্রিকটু ত্রিকলা ত্রিনদ ত্রিজাতক এষাংপ্রতি ৭ মাষা
সকল সূক্ষ্মচূর্ণ করিবেক সূত চিনি এষাংপ্রতি ৪ তোলা
লৌহমগুর ৮ তোলা সকল একত্রে মর্দন করিবেক বটি ১
মাষা পরিমাণ অনুপান কেয়ূতের রস । ইহাতে জীর্ণজ্বর
অষ্টবিধ প্লীহা অষ্ট প্রকার জ্বর শোথ শূল স্বাস গুল্ম পাণ্ডু
নানা প্রকার কামলা রক্তপিত্ত হলীমক এই সকল রোগ
নষ্ট করে অগ্নি ও বল বৃদ্ধি হয় । *

মহাচিক্রক জবণ । চিতামূল তেউড়িমূল মানউটা দান্ত-
গাছ আলকুশিগাছ বুয়াড়িগাছ ঘাটমূল সোনাছাল তাল-
মোচ এষাংপ্রতি ১৬ তোলা পাকার্থ পুরাতনকাঞ্জি ১৬ সের

শেষ ৪ সের হরীতকী ১ সের পাকার্থ জল ৮ সের শেষ ২ সের লেবুরস ১ সের মৈন্দাব ২ সের এই ৮ সের একত্র করিয়া ইহাতে ত্রিটু ত্রিফলা ত্রিমদ ত্রিজাতক যবক্ষার মাচিক্ষার নাগেশ্বর জীরা হিঙ্গ রাশ্না গমুডফেনা মোহাণা জাতিকল আতইচ বিট মৈন্দাব করকচ স্বায়ত্তর সচল দস্তিবীজ মঞ্জিষ্ঠা লৌহিত্য তাম্রভষ্ম বুড় রসাজন যমানী শিলাজতু ডাক্ষা শঙ্খভষ্ম বিড়ঙ্গ এষাং প্রতি ১ তোলা চূর্ণ করিয়া দিবে ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান লেবুরস ইহাতে নানা প্রকার গ্ৰীহাজর উদরানয়নশোথ পাণ্ডু কামলা শ্বাস কাস অম্লশূল নষ্ট হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি হয়। মহাভাবক।

তুতে শঙ্খবিষ নিশাদল গোদন্ত এষাং প্রতি ২ তোলা মৈন্দাব বিটলবর্ণ ফট্কিরী এষাং প্রতি ৮ তোলা যবক্ষার ৩২ তোলা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া গজামৃতিকার কোপাতে পুরে বকযন্ত্রে পাক করিবে কাঁচের পাতে ঘর্ষ্য চুয়াইয়া পিড়িবে ভক্ষণ ২ মাষা অনুপান আদার রস এই ঔষধ সেবনে যক্ষ্ম গ্ৰীহ সাধ্যাসাধ্য জ্বর পঞ্চবিধ কাস এবং শ্বাস, অষ্ট প্রকার শূল শোথ উদরী পাণ্ডু এই সকল বিনষ্ট হয়।

জরকলীরাবটি। শোধিত পারা শোধিত গন্ধক শোধিত শৃঙ্গবিষ এষাং প্রতি ৮ মাষা হরিতাল পুটে তাম্রভষ্ম ১৬ মাষা তালক ১৬ মাষা সকল একত্র চূর্ণ করিয়া কাণ্ডিচ লেবুরসে ২ দিবস ভাবনা মটরাকৃতি বটি অনুপান লেবুরস

মেঘনাদ রস। রৌপ্যভষ্ম কাংস্থভষ্ম স্বর্ণভষ্ম এষাং প্রতি যত শুদ্ধ গন্ধক তত কাঁটানটেরসে মর্দন করিয়া যোড়াবিন্যাসে পুরিয়া মৃত্তিকা লেপনানন্তর গজপুটে ৪ প্রহর পাক করিবে ভক্ষণ ১ রতি অনুপান মাচিপানের রস এই ঔষধ সাধ্যাসাধ্য জ্বর গ্ৰীহ গুল্ম নাশ করে।

শীতভঞ্জন তৈল। তিল তৈল ৪ সের নালুকা মঞ্জিষ্ঠা-ধল্লোঃ প্রতি ৪ তোলা মুছার্থী ভীমরাজরস কেষুতোয় রস কুলিথাপত্র রস হিঙ্গারস এষাং প্রতি ১ সের কল্কার্থ ডাক্ষা

হারিদ্ৰা বিরুজা ত্রিকটু ত্রিকলা মুখা চিরাতা মেথি চিতামূল
বিড়ঙ্গ এলাইচ গুড়ত্বক তেজপত্র তেউড়িমূল এষাং প্রতি ২
তোলা এই সকল চূর্ণ করিয়া তৈলে পাক করিবেক ।

• জরকুলানুক লৌহ । জীরা কফল কাঁকড়াশূঙ্গি বুড় ক-
টকী ধন্যা কৃষ্ণজীরা ছুরালতা পিপুলমূল বেণামূল বালা
চিরাতা সজিনা আঠা রক্তচন্দন আকনাদিমূল ত্রিকলা বচ
জ্যেষ্ঠ মধু সৈন্ধব এলাইচ গুড়ত্বক তেজ 'ত্র নাগেশ্বর রহতী
বীজ । ত্র মদ তালিশপত্র যমানী ক্ষেত্রবমানী অত্রভস্ম বা-
সকছাল ভীমরাজমূল কড়িভস্ম এষাং প্রতি যত লৌহ মগুর
ভস্ম তত এ সকল চূর্ণ ভস্ম ৩ মাযা অনুপান যত মধু লৌহ
থলে লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দন করিয়া ঔষধ সেবন করিবে ই-
হাতে জীর্ণজ্বর প্রীহা পাণ্ডু কাস শ্বাস স্বরভেদ অরুচি তৃষ্ণা
দাহ শোথ ভাল হয় ।

অভিযাত এবং অভিচার জ্বরে স্নিগ্ধদ্রব্যাদি ও সন্দাঙ্গ
দ্রব্য দিবেন স্নান করাইবে না ইহাতে বিশেষ অভিচার জ্বর
স্বস্ত্যয়নাদি এবং গ্রহাদি দেবতাদিগের পূজা করাইবেন ।

ক্রোধজ্বর মৎপ্রসঙ্গাদি । এবং মনোহর বাক্য কহিবেক
কঠোর বাক্যাভ্যসর করিবেক না এবং কামজ্বরে এ প্রকার
মাধুর্য্যাদি ক্রিয়া করিবেক কঠোরক্রিয়া করিবে না । শোক
জ্বরে এবং ভয় জ্বরে যাহাতে রোগীর মন হর্ষযুক্ত হয় তাহা
করিবেন ।

ভৌতি জ্বরে ভৌতিক বিত্যাবদ্যক্তি দ্বারা চিকিৎসা করা-
ইবেন কিন্তু রোগীকে তাড়ন পীড়নাদি করিবে না যাহাতে
রোগীর মন হুস্থ থাকে তাহা করিবেন ।

• ঐকাহিক জ্বর চিকিৎসা ।

রাবিবারে জলম্পর্শনের পূর্বে আপাঙ্গেরমূল তুলিয়া মাত
খেই রক্তবর্ণ সূত্রে বন্ধন করিবে পরে রোগীর পৃষ্ঠে পাণা-
পর্ণ পূর্কক মন্ত্র পাঠ করিয়া বামহস্তে বাধিবেন ।

মন্ত্র । অঙ্গ বঙ্গ কলিক্বেষু মৌর্যক্টু মগধেষু চ । বারা-
ণশ্যং বদন্তং তন্নম্ময়সি রে জর ।

জর তর্পণ মন্ত্র । গঙ্গারী উত্তরে কূলে অপুত্রস্তাপসো-
মৃতঃ তস্মৈ তিলোদকং দত্বাং মুঞ্চ একাঙ্কিক জর তর্পণ
বিধি । অস্নাত জরের পালাদিবসে ক ক শব্দের পূর্ব প্র
ভূষে গাত্রোখান করিয়া এক ব্রহ্ম ও শূক্ষরিণীর জল অন্য
ব্যক্তিকে স্পর্শের পূর্বে বাম হস্ত দ্বারা নূতন ঘাটে উত্তো-
লন করিয়া দক্ষিণ হস্তে অশ্বখপত্রোপরি কুশ তিল যব
রক্তপুষ্প এবং উত্তোলিত জলদ্বারা পূর্বাশু হইয়া মন্ত্র পাঠ
পূর্বক একবার তর্পণ করিয়া ঝটিতি তথা হইতে গমন ক-
রিবে পশ্চাদ্ধর্শন করিবে না ।

সমুদ্রস্থোত্তরে তীরে দ্বিবিদোনাম বানর ।

জরনৈকাঙ্কিকং হস্তি লিখনং যঃ প্রপশ্যতি ॥

এই মন্ত্র অশ্বখপত্রে আলতায় লিখিয়া পালার দিনে
রোগীকে দেখাইবেক । চাতুর্থািক জর চিকিৎসা ।

গুণ্ডা আমলকী মুখা এষাংপ্রতি ৫৩ রতি জল ৪ পল
শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু পিপুল চূর্ণ ৪০ রতি বকুল পা-
তার রস নশ্ব করিলে পালাজর ভাল হয় ।

শিরিষপুষ্পের রস হরিদ্রা দারুহরিদ্রা মৃত একত্রে এই
চারি দ্রব্যের নশ্ব করিবে ব্রহ্মস্পতিবার রাত্রিতে চাঁপানটি-
য়ার মূল উত্তোলন করিয়া রক্তমূত্রদ্বারা কর্ণে বন্ধন ক রলে
পালাজর ভাল হয় । গুণ্ডুল এবং পেরামূল বস্ত্রখণ্ডে বন্ধন
করিয়া রোগীর গাত্র তাহার ধূম অবশ্য দিবে ।

সন্ততজর চিকিৎসা ।

ইন্দ্রবব পটোলপত্র কটকী এষাংপ্রতি ৫৭।।০ রতি জল
৪ পল শেষ ১ পল মধু পিপুল চূর্ণ ৪০ রতি ।

পটোলপত্র অনন্তমূল মুখা আকনাদি মূল কটকী
এষাংপ্রতি ২৬।।০ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ
মধু পিপুল চূর্ণ ৪০ রতি ।

গুণ্ণল নিম্বপত্র বচ কুড় হরীতকী সরিষা যব সূত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া রোগীর গাত্রে ধুস দিবে।

কম্পজর । মাজ্জার বিষ্ঠার ধুস রোগীর গাত্রে দিবেন এবং সুদর্শন চুণে ঔষধ প্রয়োগ করিবেন অতএব নানা প্রকার চিকিৎসা করিয়া যে জ্বর ত্যাগ না হয় সেই জ্বরেতে সুদর্শন চুণ মহৌষধ জানিবেন।

দর্পনং ।

আগন্তুক জ্বর চিকিৎসা ।

বাতপিত্ত কফ ক্রুর হইয়া যদি অকস্মাৎ ঘোর জ্বর হয় তাহার নাম দ্যাহিকাগন্তুক জ্বর চিরাতা জ্বর। চিনি এষাং প্রতি ৪ মাষা জল দিয়া পেয়ণ করিয়া মধুর সহিত পান করিবে।

ভৌতিকদ্যাহিক জ্বর।

স্বপ্পপঞ্চমূলী শুষ্ঠী চিরাতা গুলঞ্চ মুখা এষাং প্রতি ২ মাষা পাক শেষ পূর্ববৎ পিত্তাধিক্যে মধু ৪ মাষা কফাধিক্যে পিপ্পল চুণ।

অশ্ব মদ্রং ।

ব্যাস বশিষ্ঠ গৌতম এই তিন ঋষি তপ করি আসে আচম্বিতে দেখা কালপুরুষা নৌডঙ্কা হাতে রক্তসরা কল্মে নরমাংস তার তিন ঋষি বোলন্ত মার ২ পানি ঋষি বলে কি উপায় মারিব ওস্তো তিন ঋষি নাম যাঁহা শুনিবুঁ তাহার অঙ্গরেঁ না থবুঁ যেবে অঙ্গরে স্থিবুঁ তেবে ঈশ্বর দ্রোহি হইবুঁ সেই কথা মঙরি ছাড় পুরুষা ছাড় কার আজ্ঞায় ব্যাস বশিষ্ঠ গৌতম ঋষির আজ্ঞায় নাঞি অমুকার অঙ্গে নাঞি ৩। ১ কালিকলাই কয়োকান গড়্যা খপ্পর মুণ্ডমাল যে জানে কলাই কলিকা বাণে না রহেঁ পানে ছাড় কার আজ্ঞায় ব্যাস বশিষ্ঠ গৌতম ঋষির আজ্ঞায় নাঞি অমুকার অঙ্গে নাঞি ৩।

জীর্নদ্যাহিক জ্বর চিকিৎসা ।

কফ পিত্তযুক্ত এবং কফ কাস জ্বর হইতে উদর যে জ্বর গ্ৰীহা পাণ্ডু শোথ তাহার নাম জীর্নদ্যাহিক।

কারব্যাদি পাঁচন । কৃষ্ণজীরা কুড় গাবমূল তেউড়ি-
মূল শুষ্ঠী গুলঞ্চ দশমূল গন্ধশঠি কাকড়াশূঙ্গি ছুরালভা বা-
মনহাটি মূল শ্বেত পুনর্নবা এষাংপ্রতি ১ মাষা পাকার্থ
গোমূত্র ১ সের শেষ ১ ছটাক প্রক্ষেপ মধু ।

ত্র্যাহিকাগন্তুক জ্বর চিকিৎসা ।

ইহাতে দ্রাব্যিক অভিন্যাস ভয়ানক এই সকল জ্বর এবং
গ্ৰীহা শোথ পাণ্ডু নষ্ট হয় ।

কক বাত কাস শোথ সর্কাক বেদনা অরুচি বলহানি
ইহার নাম ত্র্যাহিকাগন্তুক ।

দশমূল প্রত্যেকে ২ মাষা পাক শেষ পূর্ববৎ প্রক্ষেপ
সজ্জিনারস ৪ মাষা আদারস ৪ মাষা ।

রহস্যবাক্স পাঁচন । রহৎ পঞ্চমূল শুষ্ঠী চিরাতা গুলঞ্চ
মুখা এষাংপ্রতি ২ মাষা পাক শেষ পূর্ববৎ প্রক্ষেপ জ্বর
মুরারী চূণ মধু ।

জ্বর মুরারী চূণ । শিকুট ত্রিকলা মুখা চিতামূল বি-
ড়ঙ্গ এলাইচ গুড়ত্বক তেজপত্র রক্তচন্দন পদ্মকান্ত নাগে-
শ্বর চিরাতা জীরা এষাংপ্রতি সমভাগ চূণ অনুপান মুখা
কালি রস মধু ইহাতে ত্র্যাহিক জ্বর নাশ হয় ।

চাতুর্ধিকাগন্তুক জ্বর চিকিৎসা ।

অস্ত্র লক্ষণং । জরাতিসারে শোথ অরুচি ভ্রম গ্ৰীহা
মন্দাগ্নি ।

জ্বরমুরারি বটি ।

শোধিত পারা শোধিত গন্ধক চিরাতা জীরা ত্রিকুট
ত্রিকলা ত্রিজাতক ত্রিমদ অভ্রভস্ম লৌহভস্ম এষাংপ্রতি
সমভাগ চূণ দ্বন্দ্ব যব পর্পটী রসে ১ মাষা পরিমাণ বটি
বান্ধিবেক অনুপান শ্বেত কুলেগাড়া রস এই ঔষধ চাতু-
র্ধিক জ্বর কাসতন্দ্রা অরুচিছর্দি পিপাসা দাঁহ নাশ করে ।

দশমূলদি অষ্টাদশাক্স পাঁচন । দশমূল গন্ধশঠি কা-
কড়াশূঙ্গি কুড় ছুরালভা ভাগীমূল কুড়াচবীজ পটোলপত্র
কটকী এষাংপ্রতি ১ মাষা পাক শেষ পূর্ববৎ প্রক্ষেপ জ্বর

মুরারি বটি । ইহাতে সান্নিপাতিক জ্বর কাস হৃদয় শ্বাস
হিকা বমি বিশেষতঃ অতিসারাগন্তক জ্বর ভাল হয় ।

মধু পাঠাদি পাচন । গন্ধশাঠি কুশম্বুল কণ্টিকারী কা-
কড়াশূঙ্গি দুর্লাভা গুলঞ্চ শুষ্ঠী আকনাদিমূল চিরাতা ক-
টকী এষাংপ্রতি ২ মাষা পাক শেষ পূর্ববৎ প্রক্ষেপ জ্বর-
মুরারী বটি ইহাতে আগন্তুক জ্বর বাতশ্লেষ্মা বিকার শ্বাস
কাস নষ্ট করে । বিষম জ্বর চিকৎসা ।

যুথা আমলকী গুলঞ্চ শুষ্ঠী কণ্টিকারী এষাংপ্রতি ৩২
রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু পিপুল চূর্ণ ৪০
রতি ।

ক্ষেতপাপড়া ২ তোলা পাক শেষ পূর্ববৎ প্রক্ষেপ মধু
৪০ রতি ।

সুযেদয়ের পূর্বে বাকসপত্র ছেচিয়া তাহার রস ২
তোলা একত্রে সেবন করাইবেন ।

গুলঞ্চের এবং সেকান্জিকা পত্রের রস পূর্কোক্ত প্রকারে
২ তোলা লইয়া ২ তোলা মধুর সহিত দিবন ।

অপ্প ভজ্জন কৃষ্ণজীরক চূর্ণ এবং পুরাতন গুড় একত্রে
লাড়ু করিয়া অধিক দিবন থাওয়াইবেন এই সকল যুক্তি-
যোগে বিষম জ্বর নষ্ট করে ।

এবং উক্ত লাড়ুতে শ্বেত জীরা ও অরিচ চূর্ণ দিলে ঐ
কাহিক জ্বর নাশ করে ।

সুদর্শন চূর্ণ । কৃষ্ণাগৌর চন্দন হরিদ্রা দেবদারু বচ
যুথা হরীতকী দুর্লাভা কাকড়াশূঙ্গি কণ্টিকারী শুষ্ঠী ভা-
দ্রম্ব্য ক্ষেতপাপড়া নিম্বছাল পিপুল বালাশুষ্ঠী কুড় পি-
পুল যক্ষামূস কুড়চীছাল জৈষ্ঠমধু সজিনাবীজ সিঁফি ইন্দ্র
যব মোরা সান্নিবচ দারুহরিদ্রা রক্তচন্দন পদ্মকান্ত শ্বেত-
বাট্যালা বেণামূল গুড়ত্বক পুরুপর্পটী শালপানী যমানী
আতইচ বেল শুষ্ঠী মরিচ তেজপত্র আমলকী চিতামূল
পটোলপত্র ধনিয়া বয়ড়া মরামাংসী গজাপপুল চাকুল্যা

বৃহতী গুলঞ্চ কটকী এবাং প্রতি সমভাগে মূত্র চূর্ণ যত চি
রাতার মূত্রচূর্ণ তত একত্রে মিশ্রিত করিয়া বাঁশের চোজের
ভিতর অথবা কাঁচপাত্রে অথবা মহিষের শৃঙ্গে রাখিবেন
প্রতি দিন ১০ রতি পরিমাণ চূর্ণ মুখে দিয়া জল দ্বারা গি-
লিয়া খাইবেন । ইহাতে সান্নিপাতিক ঐকান্তিক দ্যাহিক
সম্ভূত বিষমাজীর্ণ ধাতুহু ইত্যাদি অসামান্য জর নষ্ট হয় ।

অঙ্গার তৈল । তিলতৈল ৪ সের মুচ্ছার্থ মঞ্জিষ্ঠা ১৬
তোলা হরিদ্রা লোধ লালুকা মুখা হরীতকী আমলকী ব-
য়ড়া কেরারনামনা বালা এবাং প্রতি ৪ তোলা এবাং সকল
তৈল মুচ্ছার্থ এই সকল দ্রব্য জানিবেন । কল্কার্থ কাঁজি
চুর্মামূল লাহা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা রাখালসনার মূল
বৃহতী মৈন্ধব বুড় রান্না জটামাংসী শতমূলী এবাং প্রতি
৫ তোলা ৬। রতি এই তৈল মর্দনে জীর্ণ বিষম ধাতুহু
অস্থিগত এবাং মজ্জাগত ইত্যাদি জর সকল নষ্ট করে ।

ছপলাক্ষাদি তৈল । তিলতৈল ৪ সের পূর্বোক্ত মুচ্ছা
দ্রব্য কাঁজি ৪ সের কল্কার্থ লাক্ষা হরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা এবাং
প্রতি ২১ তোলা ২১।০ রতি ।

বৃহল্লাদি তৈল । তিলতৈল ৪ সের লাক্ষা ১৬ সের ২
মোন ৪৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ক্কাথ ১৬ সের লইবেন
অথবা ৮ সের লাক্ষা ১।০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ ১৬
সের লইবেন দধির মাত ১৬ সের কল্কার্থ গুলঞ্চ হরিদ্রা
বুর্ধাকুড় বেণুক কটকী জ্যোতম্বু রান্না রস্বগন্ধা দারুহরিদ্রা
মুখা রক্তচন্দন এবাং প্রতি ২ তোলা এই তৈল মর্দন করিলে
বায়ু উপশম বিষম জর মাতেই ভাল হয় চোয়ালিধরা রোগ
থাকেন না আর ছৎ শূল পৃষ্ঠশূল মেহ শরীর স্ফোটকাদি
নষ্ট হয় ।

দারুদি পাচন ।

দারুহরিদ্রা দেবদারু বুড়চবীজ মঞ্জিষ্ঠা আমালতা
পাঠামূল শঠি পিপুল বেণামূল চিরীতা গজপিপুল গজভা-
দালী পদ্মকাঁঠ কাকড়াগুড়ী ধন্যা শুষ্ঠী মুখা সরলকাঁঠ

সজিনাছাল বালা ককল হরীতকী কণ্টিকারী যব পপঁচী
দশমূল কটকী বিড়ঙ্গ গুলঞ্চ কুড় এষাংপ্রতি ১ মাষা পা-
কার্থ জল ১ সের শেষ ১ ছটাক প্রক্ষেপ মধু ইহাতে ধা-
তুস্ত বিষম ত্রিদোষ জনিত ঐক্যাহিক দ্যাহিক ত্র্যাহিক চাতু-
র্থিক কামজ শোকজ সন্তত এই সকল জ্বর নষ্ট হয় ।

এবং এই দ্রব্যাদি চূর্ণ কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া উষ্ণ থা-
কিতে মধুর সহিত পান করিবেন ।

সুদর্শন চূর্ণ । কালাকাড় মূল হরিদ্রা কটকী গুলঞ্চ
মুখা হরীতকী ধন্যা তুরালতা কাকড়াশূঙ্গ কণ্টিকারী মূল
রুক্ষজীরা কুড় কটকল ত্রিকটু ত্রিকলা গন্ধভাদালীমূল যব
পপঁচী নিম্বছাল পিপুল মূল বালা গন্ধশর্টা মুর্ঝামূল কুরচি
ছাল জ্যেষ্ঠমধু সজিনাছাল সুন্ধি সালুক ইন্দ্রযব বচ দারু-
হরিদ্রা রক্তচন্দন পদ্মকাষ্ঠ শ্বেতচন্দন বেণামূল গুড়ত্বক গে-
রিমাটি শালপানি চাকুল্যা মুগাইমূল বিরানচইমূল আতইচ
চিতামূল পাটোলপত্র এষাংপ্রতি সমভাগে যত তাহার অ-
র্দ্ধেক শুদ্ধ চিরাতা সকলচূর্ণ করিবে ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান
উষ্ণজল ইহাতে অষ্ট বিধ জ্বর এবং অসাম্য জ্বর ও নানা
দোশোদ্ভব বারিহ জ্বর ইত্যাদি দোষ সকল উপশম হয় ।

রহৎ সুদর্শন চূর্ণ । পূর্বোক্ত সুদর্শন চূর্ণের দ্রব্য স-
কল এবং তেউড়মূল চিঙ্গুড়মূল জীরা ইশরমূল পাঠামূল
হিঙ্গ বিড়ঙ্গ জায়ফল শুক্কাদিমিশ্র ধাতকীপুষ্প ভাগীমূল
বাকসমূল জটা মাংসী সরলকাষ্ঠ ক্ষুদ্র এলাইচ জয়িত্রী লৌ-
হতাম্র অত্রিতাম্র যমানী নাগেশ্বর তালিশপত্র রেণুক গঙ্গা-
মৃত্তিকা এষাং পূর্বোক্ত ভাগ ।

অশ্বগন্ধা তৈল । তিলতৈল ৪ সের অশ্বগন্ধাছাল ১৬
পাল পাঁকার্থ জল ১৬ সের শেষ ৪ সের শতমূলিরস ৪ সের
গবত্বক ১৬ সের লাহাজল ৪ সের জীবন্তি জ্যেষ্ঠমধু রাস্না
রক্তচন্দন গমানি আসানি মঞ্জিষ্ঠা ত্রিকলা জীরা রুক্ষজীরা
হরিদ্রা দারুহরিদ্রা কুড়মুখা বচ লোধকাষ্ঠ বিড়ঙ্গ শালপানি

এবাংপ্রতি ২ তোলা চূর্ণ করিয়া তৈলে দিবেন পাক নিচ্ছে
গন্ধদ্রব্য লখি কপূর বিরুজা ইহাতে জ্বীন ও ত্রিদোষ জর
বাত মুত্রদোষ শূল কামলা হলীমক বিষম জর এই সকল
নষ্ট করে এবং দেহ পুষ্ট হয়।

কিরাতাদি তৈল। কটু তৈল ১৬ সের চিরাতা ৩২
পল পাকার্থ জল ১১৪ সের শেষ ১৬ সের পুরাতন কাঞ্জি
১৬ সের দধিরমাত ১৬ সের লাহার জল ১৬ সের মুকায়ল
লাহা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা রাখালসসার মূল রাস্না
গজপিপুলী বালা ত্রিকটু গুড়ভ্রক শ্বেত আকন্দ শ্যামালতা
বাকসমূল ইন্দ্রযব মহাকাল কল এবাংপ্রতি ২ তোলা পে-
ষণ করিয়া দিবেন পূর্কোক্ত গন্ধদ্রব্য ইহাতে লিপ্তভুক্ত সাং-
ঘাতিক বিষম ধাতুহ এই সকল জর এবং পাণ্ডু কামলা
প্লীহা গ্রহণী অভিসার নাশ হয়।

জরভৈরব চূর্ণ। শুষ্ঠী গন্ধভাতুলী নিম্বছাল তুরালভা
হরীতকী মুখা বচ দেবদারু কণ্টিকারীমূল কাকড়াশৃঙ্গী শত
মূলী ক্ষেতপাপড়া পিপুল কুড় বালা শঠি মূর্গামূল পিপুল
হরিদ্রা দারুহরিদ্রা লোধছাল রক্তচন্দন ধাতুকী পুষ্প কুরচি
বীজ জৈয়ন্তমধু চিতামূল সজিনাছাল মহাবারি বচ তালিশ-
পত্র আতইচ কটুকী বাট্যালমূল পান্নকাষ্ঠ ক্ষেতযামনী
শালপানি মূল গুলঞ্চের পাল বেলগুঠা পঞ্চপট পটীমাটি
তেজপত্র গু-ভ্রক এলাইচ আমলা চাকুল্যা পাটোলপত্র
গন্ধক অভ্র লৌহ সমানী শিলাজতু এবাংপ্রতি যত শো-
ধিত চিরাতা চূর্ণ তত ভক্ষণ ৪ মাষা এই ঔষধ বিষম প্র-
ভূতি জর সকল প্লীহা নষ্ট করে ॥

চন্দনাদি লৌহ। রক্তচন্দন বালা পাঠামূল বেনামূল পি-
পুল হরীতকী শুষ্ঠী মূন্ধি শালুকমূল আমলা মুখা চিতা বি-
ড়ঙ্গ। এবাং সমুদারে চর্ব যত লৌহভস্ম তত সকল একত্র ক-
রিয়া যত মধুসারা এক মাষা পরিমাণ বাটি বাস্বিবে অন্ত

পান-মৃত মধু লৌহথলে লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দন, ইহাতে স-
কল বিষয় জ্বর ও ধাতুহ জ্বর দূরীকরণ হয় ॥

রহস্যাকাদি তৈল । তিল তৈল ৪ সের লাহাজল ৮ সের
গুলফা দারুহরিদ্রা যুগ্মায়ুল কুড়িরেন্দ্র কটকী জে, ৩ মধুরাস্না
অশ্বগন্ধায়ুল দেবদারু মুখা রক্তচন্দন এষাং প্রতি ২ তোলা
চূর্ণ করিয়া তৈলে দিবেন পাকনিদ্ধ গন্ধজব্য এই তৈল স-
কল বিষয় জ্বর নষ্ট করে ।

রহস্য জ্বর সংহারিণী চূর্ণ । ধন্যা ত্রিকটু হরীতকী বচ দেব
দারু তুরালভা কাকড়াশৃঙ্গ শুঠী হরিদ্রা দারুহরিদ্রা লোধ
ছাগ রক্তচন্দন শ্বেতচন্দন কুরুচীবীজ ও ছাল গন্ধশঠি বালা
জ্যৈষ্ঠমধু আতইচ যমানী বেলশুঠা এলাইচ গুড়ত্বক তেজ
পত্র নাগেশ্বর ত্রিকলা মুখা চিতা বিড়ঙ্গ গন্ধক পারা লৌ-
হভস্ম অভ্রভস্ম তালমূল শালপানিমূল গুলঞ্চের পাল চা-
তুল্যা পটোলপত্র গন্ধতাদালীমূল নিম্বছাল ক্ষেতপপড়া
শতমূলীচূর্ণ যুগ্মায়ুল পদ্মকান্ঠ সাজনাছাল পঞ্চপর্গটি মাটি
রাখালমসায়ল এই সকল চূর্ণ এবং এই সকলের ত্রিগুণ
শোধিত চিতাচূর্ণ । তক্ষণ ৪ মাষা অনুপান মধু তুলিখা রস
ইহাতে ধাতু বিষয় দন্দ্রজ কফকীর্ত্ত জীর্ণ সাধ্যাসাধ্য এই
সকল জ্বর পাণ্ডুপোথ উদরাময় নাশ হয় ॥

মহেশ্বরী চূর্ণ । লবঙ্গ আতইচ ত্রিকটু সৈন্দব হবুয তুরু-
বাফল ধন্যা কফল কুড় জয়িত্তী জীরা রসায়ন জায়ফল
ধাতকীপুষ্প তালিশপাত এলাইচ গুড়ত্বক তেজপাত বিট-
লবণ বেলশুঠা বনযামনী নাগেশ্বর যমানী যবক্ষার সমুদ্রফেনা
সোহাগা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা ইন্দ্রযব কটকী অম্রবেতস চি-
রাতা অশ্বগন্ধায়ুল মুখা চিতা তালমূল অভ্রভস্ম লৌহভস্ম
রক্তভস্ম সুবর্ণভস্ম এষাং সমচূর্ণ তক্ষণ ৪ মাষা অনুপান চিনি
মধু ইহাতে দ্বৌকালীন ঐকাহিক দ্ব্যাহিক চাতুর্ধিক মতত
মন্তিত এবং প্রবলরূপে ভোগ করিয়া নাড়ীতে স্থির থাকে
ও নাড়ী ইহাতে অপগত হয় আর গভীর মানিক পাকিক

ধাতুস্থ বিষম জীর্ণ আর প্রতি দিন এক সময়ে ভোগ করে ও ত্রিদোষজর দ্বোকালীম এবং মন্ধ্যা কি রজনী কি দি-
বাতে ভোগ করে এই সকল প্রকার জর আর গ্ৰীহা গুল্য
কামলা নষ্ট হয় ।

পিপুল্যাদি তৈল । তিলতৈল ৪ সের দধিরমাত ৪ সের
পুরাতন কাঞ্জি ৪ সের জয়ীর রস ৪ সের কলকার্থ পিপুলমূল
ধন্যা গজপিপুল মুখা মৈন্ধব ত্রিফলা যমানী বিলযমানী
রক্তচন্দন কফল কুড়োক্ষা শঠি গোরক চাকুল্যা বচমাল-
পানি এলাইচ ঔষধক তেজপাত চিতামূল নিমছাল মহা-
নিমছাল ব্যাকুড় কণ্টিকারি গলগুদত্তী চিরাতা দেবদারু
আলবুশি ক্ষেতপাপড়া হরিদ্রা দারুহরিদ্রা কটকী বীৰুজ
জ্যৈষ্ঠমধু এষাং প্রতি ২তোলা সকল চূর্ণ করিয়া তৈলেদিবে
১২ সের জল দিয়া পাক করিবেক সমাপ্ত হইলে গন্ধদ্রব্য
দিবেন । ইহাতে সকল প্রকার বিষম জর ধাতুস্থ গ্ৰীহা
শোথ জীর্ণ জর কামলা পাণ্ডুরক্তপিত্তজর কান শ্বাস কণ্ঠ
হলীমক নাশ হয় ।

কামাচার লৌহ । ত্রিকট ত্রিফলা ত্রিজাতক জীরা ২ প্র-
কার ধন্যা পাঠামূল পিপুলমূল দন্তীবীজ দাড়িমছাল গজ
পিপুল শতমূলী শুল্কা পটোলপাতা বেনামূল বচ কাণ্ডি-
লৌহভস্ম রক্তভস্ম মৈন্ধব অভ্রভস্ম পদ্মকাষ্ঠ রক্তচন্দন কটকী
চিঙ্গু ডম্বুলযমানী বিলযমানী যবক্ষার পানমোরি জ্যৈষ্ঠমধু
ভাঙ্গিসপাত চিরাতা বালা শঠী এষাং প্রতি সমভাগ চূর্ণ
সর্বভূল্য মণ্ডুভস্ম । লৌহদণ্ড দ্বারা লৌহপাতে সূত মধুর
সহিত মর্দন ভক্ষণ ২ মাষা অনুপান কেশুতোর রস পথ্য
তক্রময় । এই ঔষধ বিষমজর কামলা পাণ্ডু গ্ৰীহা শোথ
শূল গুল্ম কান শ্বাস অরুচি নাশ করে ।

মাহেশ্বরধূপ । গুগ্গল শ্বেতমরিচা নিমছাল যব লালুকা
বচ কুড় শঠি তলুল কার্পাসবীজ ছাগবিষ্ঠা মপখোলম আ-
মল্লার নেদাড়ি কল হস্তিদন্ত বিরানচঞ গোঘাসি গোপুচ্ছ

গোহুর গোশূক । এষাং প্রতি সন্নতাং চূর্ণ গব্য ঘূতে মর্দন
১ তোলা পরিমাণ বটি কুলকাঠের অগ্নিবৃক্ষ নরাতে দিয়া
কৃষ্ণবর্ণ কয়ল গায়ে আচ্ছাদন করিয়া ধূম লইবে এই প্রকার
সপ্ত দিবস লইতে হয় ইহাতে এককালীন দ্বিকালীন তৃতীয়
কালীন জ্বর নষ্ট করে ।

লাক্ষাদি তৈল । তিল তৈল ৪ সের দধিরমাত ১৬ সের
লাহার ক্কাথ ১৬ সের কক শুল্কা অশ্বগন্ধামূল হরিদ্রা দেব-
দারু কটকী রেণুক মুগমূল কুড় জ্যেষ্ঠমধু রক্তচন্দন মুখা
রায়। । এষাং প্রতি ১৬ মাষা সকল চূর্ণ করিয়া তৈলেদিবে
পাকসিদ্ধে গন্ধদ্রব্য দিবেক ।

জরনাগময়র চূর্ণ । জীরা রক্তচন্দন শ্বেতচন্দন ধন্যা বালা
রেণুক তালিশপত্র ত্রিজাতকলবঙ্গ নাগেশ্বর সরলকাষ্ঠ কুড়
কাকড়াশূকি কাকুলি ক্ষীরকাকুলি কৃষ্ণজীরা কপূর দেবদারু
দারুহরিদ্রা জাম্বকন জয়িত্রী ত্রিমদ বচ হিঙ্গ অভাবে আল-
কুনি ত্রিফলা ত্রিকট বেলশুঠা শিমূল আটা মেথি মোহাগা
যমানী বিলযমানী মৌরি কটকী উদ্ভয়ব বেণামূল গৃহধূন
আফিঙ্গ পায়ামূল অভ্রভস্ম লৌহভস্ম শুল্কা হরিদ্রা এষাং
প্রতি ৪ মাষা শুক চিরাতা শুক বিজয়া শুক শুষ্ঠী এষাং
প্রতি ৫ তোলা সকল সূক্ষ্ম চূর্ণ লক্ষণ ৪ মাষা অনুপান উষ্ণ
জল ইহাতে বৈষম্যজ্বর নানাপ্রকার অতিসারকামলাপাণ্ডু
কাম শ্বাস দাহ শীত ছর্দি অম্লপিত্ত শূল সংগ্রহগ্রহণী এই
সকল নষ্ট করে, এবং খাৎ ও কাম রুদ্ধ করে । আর বলবর্ণ
অগ্নি এই সকলকে প্রকাশ করে ।

বজ্রেশ্বর মদক । ধন্যা জয়িত্রী লবঙ্গ জীরা মোহাগা মুরা
মাংসী মুখা সূক্ষ্মমূল গুণ্ডফের পাল জাম্বকন ত্রিফলাত্রিকট
কেধুর পটোলপত্র পানমৌরি জটামাংসী চিমুডমল জ্যেষ্ঠ
মধু অভ্রভস্ম লৌহভস্ম চিতামূল এলাইচ গুড়দ্রক তেজপত্র
নাগেশ্বর ধাতুকীপুষ্প তাম্বুল মুগই বিরামচক্রী তালিশ

পাত রক্তচন্দন স্বেতচন্দন ডাঙ্কা বিড়ঙ্গ কাবাবচিনি কুড়
এবাংপ্রতিষষ্ঠ বঙ্গতম্র তত সকলের দ্বিগুণ চিনি দ্বিগুণ দ্রু-
চিনি দুষ্কের সমান শতমুলী রস এই সকল একত্রেপাক ক-
রিবে, বহুৱান্তি পরিমাণ বটি অনুপান কাঁচা দ্রু ইহাতে
ধাতুস্ত জ্বর সংগ্রহ গৃহীণী অমূল অলীণ অতি ক্ষীণমন্দগতি
দেহকাবতা মূত্রাঘাত মূত্ররুদ্ধ প্রমেহশোথ নানাপ্রকার
কাস নানা প্রকার শূলঅরুচি এই সকল নষ্ট করে আর বল
ও কামরূদ্ধি করে ।

অথ জ্বরান্তিসার চিকিৎসা ।

পৈপাতিকান্তিসারজ্বরে । চাকুল্যা পাট্যালা বেলশুটা মুজ্জি-
মূল ধন্যা এবাংপ্রতি ৩৩ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্র-
ক্ষেপ মধু ৪০ রতি দিয়া পান করাইবেন । পথ্য লাজমগ্ন ।

বাতিক জ্বরান্তি সারে । হ্রীবেবাদিপাচন । বালা আতইচ
বেলশুটা মুখা শুষ্ঠী ধন্যা এবাং প্রতি ২৮ রতি জল ৪ পল
শেষ ১ পল অনুপান টক দাড়িম্বের রস পথ্য যব চূর্ণ
মগ্ন ।

রক্তান্তিসারে । বেণার মূল বালা মুখা ধন্যা শুষ্ঠী বরাকান্তা
ধাতকীপুষ্প লে. ধছাল বেলশুটা এবাং প্রতি ১৮ রতিজল
শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ৪০ রতি পথ্য মসুর দূস ।

সান্নিপাতক জ্বরান্তিসারে । পঞ্চমূল্যাদি পাচন । সান্নি-
পানি চাকুল্যা কণ্টকারি গোক্ষুরি ব্যাকুড় বাটেলামূল
বেলশুটা গুলঞ্চ মুখা শুষ্ঠী আকনাদিমূল চিরীতা বালা
কুরুচিছাল ইন্দ্রযব এবাংপ্রতি ১০।০ রতিজল ৪ পল শেষ ১ পল
প্রক্ষেপ মধু ৪০ রতি ইহাতে পথ্য দিবেন না ।

অভ্রবটিকা । পারা ২ তোলা গন্ধক ২ তোলা উত্তরে ক-
জ্জলী অভ্রতম্র ২ তোলা শুষ্ঠী পিপুল মরীচ এবাংপ্রতি সন্ধ্যা
চূর্ণ ২ তোলা এই সকল একত্র করিয়া ভাবনা দিবেন, যথা
প্রথম, কেশুতোয়রস ভীমরাজরস নিবিদ্ধা পাত রস চিতা
পত্ররস স্বেতম্পর্শাদিতা পাতারস জরন্তীপত্র রস খুল-

কুঁড়িপত্র রস সাঁচিপানের রস। এই সকল প্রকার পত্র রসের ভাবনা পর ২ ক্রমে অষ্ট দিবসের সমাপন করিবে। পরে মরীচের মূত্রচূর্ব ২ তোলা মোহাগার খই ১ তোলা উহার সহিত মর্দন করিয়া গুঞ্জা পরিমান বটি করিবেন, অনুপানমধু কেন্দুরিয়ার রস, ইহাতে অধিক গমন স্ত্রীসকল নান্ন নাগর দোলাদিতে দোলা যে পর্যন্ত জরাতিসার রোগ হইতে মুক্ত না হয় সে পর্যন্ত এই সকল করিবে না।

দধি বটি। পারা গন্ধক বিষ হরিতাল স্বর্ষাক্ষি তুতে আকিঞ্চ এই সকল দ্রব্য সমভাগে যত গোদন্ত তত সকল দ্রব্য গুঞ্জ পারা গন্ধকে কজ্জলী তুলসী পাতার সৈ মর্দন করে নিষক্কাপত্র রসে সপ্ত বার এবং ভীমরাজ রসে সপ্তবার ভাবকা সর্বপাকার বটি ইহার এক বিংশতি বটিতে এক মাত্রা হয়, অনুপান পিপুল চূর্ব ৪০ রতি উষ্ণজল, ওষধ শ্বেতের পরক্কে নিজ্জল দধি খাওয়াইবেন। ইহাতে জরাতিসার নাশ হয়।

জরাতিসার বিশেষ পথ্য। সান্নিপাতিক ও গ্লোম্বাকে নিরাহার। পৈণ্ডিকে লাজমণ্ড। বাতিকে ঘব চূর্ব মণ্ড। রক্তাতিসারে মস্তুর যূব।

পিপুল্যাদি তৈল। কটু তৈল ৪ সের টাবালেবুর রস ৪ সের তক্র ৪ সের নিবিন্দাপত্র রস ৪ সের পিপুল পিপুলমূল চিতামূল গজপিপুল বিড়ঙ্গ সৈন্ধব জীরা অম্লবেতস যবক্ষার কুড় গাঠালা শুষ্ঠী তালিষ পত্র জ্যেষ্ঠমধু গুলঞ্চ শুষ্ঠী চাকুল্যা বাট্যালা নিম্বছাল বাকসমূল পুননবা গোক্ষুরি রাসা শোদাল দেবদারু মুখা এযাং প্রতি ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য ছেচিয়া দিবেন, চূর্ব দিবেন না, কারণ দিলে খুলিতে ধরিবেক, তৈল প্রথমে খুলিতে দিয়া মধ্যমরূপ জাল দিতে দিতে যখন ফেণা থাকিবে না তখন ঐ লেবুর রস অম্পে ২ দিবেন তৈলের সহিত কিঞ্চিৎ রস থাকিতে তক্র দিনে এই রূপ পর ২ দ্রব্যের কিঞ্চিৎ শেষ থাকিতে পর পর

দ্রব্য দিবেন কারণ দ্রব দ্রব্য দিবার এইকণ ব্যবস্থা এবং
জলাদি দ্রব দ্রব্যের পরস্পর সংযোগে তৈল গুণকারী হয়
নতুবা হয় না ।

অথ বিষমজ্বর রসায়ন । ত্রিপুর তৈরবরম, শুদ্ধ বিষ ২
মাষা সোহাগার খই ৪ মাষা গন্ধক ১ তোলা দস্তিবীজ ১
মাষা দস্তি মূলের রসে মর্দন করিয়া গুঞ্জা পরিমাণ বটি
করিবেন অনুপান কফাধিক্যে ত্রিকটু চূর্ণ ৪০ রতি ও মধু
কিয়া ত্রিকটু চূর্ণের পরিবর্তে আদার রস পিত্তাধিক্যে
শর্করা ।
নবজ্বরানুকূল ।

শুদ্ধরস ১ তোলা শুদ্ধ গন্ধক ২ তোলা শুদ্ধ হিঙ্গুল ৩
তোলা দস্তিমূলের রসে অষ্ট প্রহর মর্দন করিবেন, এক গুঞ্জা
পরিমাণ বটি তনুপান কফাধিক্য আদার রস মধু, পূর্বোক্ত
শীতভূজি রস প্রয়োগ করিবেন, কিন্তু মল বদ্ধ থাকিলে ন-
তুবা নহে ।
মহাজ্বরানুকূল ।

রসগন্ধক তাম্র হিঙ্গুল শুদ্ধ হরিতাল বঙ্গ লৌহ স্বর্ণনাক্ষি
শুদ্ধথাপর মনছাল অত্র গেরি সোহাগার খই দস্তিবীজ । স-
কল সমভাগ মূত্র চূর্ণ করিয়া ভাবনা দিবেন, পাতিলেবুর
রসে একবার সিদ্ধির কাথে ঐ তুলসীপত্র রসে ও ঐ পরে
খুলে মর্দন করিবেন গুঞ্জা পরিমাণ বটি অনুপান কফা-
ধিক্যে আদার রস মধু অথবা তুলসীপত্র রস কিয়া কেশু-
ভ্যের রস কি নিষিদ্ধাপত্র রস পিত্তাধিক্যে তর্জিত জীরক
চূর্ণ ১ রতি আর মধু ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং জ্বরাতিসার চিকিৎসা ।

দর্পণ ৭ ।

ধান্যশুষ্ঠী । ধন্যা শুষ্ঠী । এতয়োঃপ্রতি ৪ মাষা পেষণ
করিয়া উষ্ণ থাকিলে খাইবে, ইহাতে আমবাতে শ্লশ্মাজ্বর
শূল অতিসার নষ্ট করে এবং অগ্নি বৃদ্ধি হয় ।

দ্রীবেরাদি পাচন । বালা আতইচ মুখা বেলশুঠা শুষ্ঠী

ধন্যা; এষাংপ্রতি ৩ মাষা পাকশেষ জল, ১ সেরশেষ ১ ছ-
টাক, ইহার গুণ, শূল অতিসার রক্তাতিসার বাতশ্লেষা
জ্বর নষ্টকরে । হ্রীবেরাদি চূর্ণ ।

বাল্য আতইচ মুখ্য বেলগুটা ধন্যা কুলচিবীজ বরাক্রান্তা-
মূল ধাতকীপুষ্প মোচরস শুষ্ঠী, এষাংপ্রতি সমভাগ চূর্ণ,
ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান আতবতগুলোদক, ইহাতে অ-
রুচি পিচ্ছাম বিবর্জ দেহাদির বেদনা নষ্ট হয় ।

উবিরাদি পাচন । বেণারমূল বাল্য মুখ্য ধন্যা শুষ্ঠী
বরাক্রান্তামূল ধাতকীপুষ্প লোদছাল বেলগুটা, এষাংপ্রতি
২ মাষা পাকশেষ পূর্ববৎ প্রক্ষেপ মধু, ইহাতে অরুচি
পিচ্ছাম বিবর্জ দেহাদিবেদনা রক্তাতিসার বাতশ্লেষা জ্বর
নাশ হয় । নাগরাদি পাচন ।

চিরাতা মুখ্য গুলঞ্চ বাল্য ভদ্রমুখ্য রক্তচন্দন ধন্যা এষাং-
প্রতি ২ মাষা৫রতি পাকশেষ পূর্ববৎ প্রক্ষেপ মধু, ইহাতে
সোম অতিসার হ্রাস অন্তদাহ জ্বর ভাল হয় ।

মুখ্যাদি পাচন । মুখ্য আতইচ শুষ্ঠী কুড়চিবীজ হরীতকী
চিরাতা এষাংপ্রতি ৩ মাষা পাকশেষ পূর্ববৎ প্রক্ষেপ মধু,
ইহাতে সকল অতিসার হিকা সকল প্রকার শোথ ও জ্বর
দূর হয় । দশমূলাদি ।

পূৰ্ণোক্ত দশমূল প্রত্যেকে ২ মাষা প্রক্ষেপ শুষ্ঠী চূর্ণ
৪ মাষা ইহাতে জ্বর অতিসার শোথ গ্রহণী নাশ হয় ।

শুষ্ঠ্যাদি পাচন । শুষ্ঠী ধন্যা গুলঞ্চ ভদ্রমুখ্য বাল্য বেল-
গুটা রক্তচন্দন কুড়চিছাল, এষাংপ্রতি ২ মাষা পাকশেষ
পূর্ববৎ প্রক্ষেপ শুষ্ঠী মধু চিনি এষাংপ্রতি ২ মাষা ।

গুড়চ্যাদি পাচন । গুলঞ্চ আতইচ শুষ্ঠী ধন্যা বেলগুটা
মুখ্য বাল্য পাঠামূল চিরতা কুড়চিছাল রক্তচন্দন বেণামূল
পাককাষ্ঠ এষাংপ্রতি ৩ মাষা ৫রতি পাকশেষ পূর্ববৎ প্র-
ক্ষেপ মধু, ইহাতে জ্বরতিসার হ্রাস অরুচি পিপাসা
হৃদ্য দাহ এই সকল নষ্ট হয় ।

পাকমুলাদি পাচন । স্বর্ণ পাকমুলি রাটিয়ালমুল বেল
শুঠা ওষু মুখা শুঠী পাঠামুল চিরাতা বালা কুড়চিছাল
ইন্দ্রযব এষাং প্রাতি ১ রতি পাকশেষ পূর্ববৎ প্রক্ষেপ
শুঠী চূর্ণ, ইহাতে সর্কাতিসার জ্বর দোষ বমি শ্বাস কাস
জ্বর হয় ।

পায়সাди পাচন ।

ক্ষীর রক্তচক্ষন মুখা বেলশুঠা আকনাদি মুল দাড়িহ
ছাল ধন্যা আতইচ শুঠী খাতকী পুষ্প ইন্দ্রযব এষাং প্রাতি
২ মাষা পাকশেষ পূর্ববৎ প্রক্ষেপ মধু, ইহাতে অতিমার
জ্বর দাহ শূল রক্ত এই সকল নষ্ট হয় ।

ব্যোশাদি চূর্ণ । ত্রিকটু ইন্দ্রযব নিম্বছাল চিরাতা ভীম-
রা মুল চিতামুল কটকী আকনাদী মুল দারুহরিদ্রা আতইচ
এষাং প্রাতি সম চূর্ণ সকলের সমান কুড়চিমুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া
ভক্ষণ ৫ মাষা অনুপান আতবতগুলোদক অথবা মধুর
সহিত অবলেহ করিয়া ভক্ষণ, ইহাতে অতিমার জ্বরাতি-
সার কমলা গহিণী গুল্ম গীহা প্রমেহ পাণ্ডু শোথ কাস
নাশ হয় ।

গন্ধাধর বটি ।

জায়ফল আকিঙ্গ লবঙ্গ জীরা সোণাগা সকল শোধন ক-
রিয়া চূর্ণ করিবে পরে পোস্তকাথে মর্দন করিয়া মটরাকৃতি
বটি, ইহাতে আমরক্ত জ্বর দাহ শূল তৃষ্ণা অরুচি নাশ হয়

জাতিফলাঢা বটি । জায়ফল জীরা জয়িত্রী যমানী ত্রি-
কটু আতইচ ধন্যা আকিঙ্গ কটকী শ্বেতধুনা খদির অভ্র
ভষ্ম লৌহভষ্ম ত্রিকলা চতুর্জাত বেলশুঠা মুখা মোচরস মো-
হাগা গন্ধশঠী এষাং প্রাতি সম মূল্য চূর্ণ সিদ্ধিপত্র রসে ম-
র্দন, ১ মাষা পরিমাণ বটি অনুপান ছাগধ্বজ, এই ঔষধ সে-
ৱন মাত্র অম্লপিত্ত বমি দাহ পিচ্ছা শূল এই সকল রোগ
নাশ হয় ।

কনক সুন্দরধারক ।

শোধিত পারা শোধিত গন্ধক এতরোঃ প্রাতি ২ মাষা
হিঙ্গুল ৪ মাষা শোধিত কনক ধুস্তুর বীজ ৮ মাষা সকল
চূর্ণ করিবে পরে কুড়চিমুলের রসে গব্য ভাবনা দিয়া মট-

রাক্তি বটি বান্ধিবে, অনুপান ছাগদুগ্ধ, ইহাতে জ্বরাত্তি-
সার রক্তাতিসার অরুচি নষ্ট হয় ।

পাঠাদি চূর্ণ । আকনাদি মূল জীরা ধাতকীপুষ্প মুখা
আতইচ ধন্যা জায়ফল শুষ্ঠী মোহাণা বেলশুঠা কুড়চির
বীজ মোনছাল বালা লবঙ্গ মোচরস এষাংপ্রতি সম চূর্ণ,
তক্ষণ ৪ মাষা অনুপান কিঞ্চিৎ উষ্ণ জল আভ্যন্তর লো-
দক মধু ইহাতে আমজ্বর নানা দেশোদ্ভবাতিসার অরুচি
রক্ত দোষনাশ হয় ।

মাগরাতি চূর্ণ । শুষ্ঠী আতইচ মুখা ধাতকীপুষ্প কুড়চি
মূল ছাল ইন্দ্রযব বেলশুঠা আকনাদি কটুকী, এষাংপ্রতি
সম চূর্ণ কিঞ্চিৎ উষ্ণ তণ্ডুলোদক, এই ঔষধ জ্বরাত্তিসার
পৈতিক গ্রহিণী অশ শোথ অরুচি নানা প্রকার অতিসার
নাশ করে ।

কীরকল্যাণ গুড়িকা । চিঙ্গুল শৃঙ্গীবীষ লৌহভস্ম ধূস্তুর
বীজ স্বর্ষাবীষ মোহাণা এষাংপ্রতি ২ মাষা আকিঞ্চ ৬ মাষা
শোধিত করিয়া চূর্ণ করিবে বেগুনপত্র রসে ভাবনা পরে
ছাগদুগ্ধে মর্দন করিয়া তিন সরিয়া পরিমাণ বটি বান্ধি-
বেক, অনুপান ছাগদুগ্ধ সর্ষদা দুগ্ধ পথ্য করিবে লবণ
জল নিবেধ, ইহাতে ভয়ানক জ্বরাত্তিসার গ্রহিণী পাণ্ডু র-
ক্তাতিসার শোথ তৃষ্ণা অরুচি দাহ অগ্নিমান্দ্য অমূল্যপত্র
ফাস এই সকল রোগ নষ্ট করে ।

ইতি দর্পণে জ্বরাত্তিসার সমাপ্তঃ ।

অথাত্তিসার চিকিৎসা ।

এই জ্বরাত্তি সার রোগ অতি বসবান অতএব তদ্রূপান্ত
প্রমাণানুসারে জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ দ্বারা জরদেবতার সন্তোষ
নিমিত্তি অবশ্য বলি প্রদান করাইবেন কিন্তু এই জ্বরেই
বিধি এমনত নহে অন্যথ্য জ্বর মাঝেই বিধি জ্ঞানিবেন বি-
শেষ ভোড়ল তদ্রে জ্ঞাত হইবেন ।

মুত্তিবোধ । শুদ্ধি এক ধন্য। এই দুই অব্য চূর্ণ করিয়া
লাজ মণ্ডের সহিত খাওয়াইবেন ।

হুবেরাদি পাচন । বালা আতইচ বেলশুঠা মুখা শুষ্ঠী
ধন্যা এষাং প্রতি ২৩।০ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্র-
ক্ষেপ মধু ২০ রতি ও মোচরস ২০ রতি সূক্ষ্ম চূর্ণ দিবেন ।
রহৎ শুভচ্যাদি পাচন । গুলঞ্চ আতইচ বেলশুঠা শুষ্ঠী
ধন্যা মুখা বালা আকনাদি মূল চিরাতা কুড়িচিছাল রক্ত
চন্দন বেলামূল পদ্মকান্ত এষাং প্রতি ১২।০ রতি জল ৪ পল
শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ২০ রতি কুলঞ্চ চূর্ণ ২০ রতি ।

রহৎ হুবেরাদি পাচন । বালা আতইচ বেলশুঠা মুখা
ধন্যা কুড়িচিছাল বরাক্রান্তা ধাইফুল লোধ শুষ্ঠী এষাং
প্রতি ১৬ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ২০ রতি
মোচরস ২০ রতি ।

ব্যোশাদি চূর্ণ । শুষ্ঠী পিপুল মরীচ ইন্দ্রযব নিম্বছাল
চিরাতা ভীমরাজ চিতার মূল কটকী আকনাদি মূল দারু
হরিদ্রা আতইচ এষাং প্রতি ১ তোলা এই সকল অব্যে
সমভাগে সূক্ষ্ম চূর্ণ যত কুড়িচিছালের চূর্ণ তত একত্র করিয়া
অধিককাল পেষণ করিবে । অনুপান আতবতগুলের জল
ও মধু ।

শুষ্ঠী দশমূলী । বিলুছাল সোনাছাল গাভারিছাল পা-
কলছাল গনিয়ারি ছাল শালপানি চাকুলাদি কণ্টিকারী
গোক্ষুরী ব্যাকড়ি এষাং প্রতি সমভাগে সূক্ষ্ম চূর্ণ যত শুষ্ঠী
সূক্ষ্ম চূর্ণ তত পরে পূৰ্ববৎ পেষণ করিবেন ২০ রতি পারি-
মাণ চূর্ণ পূৰ্ব অনুপানে সেবন করিবেন ।

কনক মুন্দর । হিঙ্গুল মরীচ মোহাগার খই অভ্রবিষ
ধূতুরীজ গন্ধক পিপুল এই সকল অব্য সমভাগে সূক্ষ্ম চূর্ণ
করিয়া লিঙ্গপাতার রসে ৪ প্রহর খেলে মর্দন করিবেন ।
চলকাক্তি বটি অনুপান পূৰ্ববৎ এবৎ ইহার চূর্ণ ২০ রতি
দিবেন ।

অথ মশোনিচ জ্বরাতিসার চিকিৎসা ।

মহাদ্রবটিকা । রস ২ তোলা গন্ধক ২ তোলা অত্র ২ তোলা শুষ্ঠী পিপুল মরীচ এষাং প্রতি ২ তোলা এই সকল চূর্ণ করিয়া যথাক্রমে ভাবনা দিবেন, যথা । কেশুরিয়ার রস ভীমরাজ রস নিষিক্তা রস শ্বেত অপরাজিতা রস জয়ন্তী রস থুলকড়ি রস কাঁচা সিদ্ধির রস বস্তযুক্ত পানের রস এই সকল দ্রব্য এক এক ক্রমে দিন দিন দিবেন গুণ্ডা পরিমাণ বটি অনুপান আত্বতগুলের জল মধু । পথ্য দধি ।

কনক সুন্দর রস । হিঙ্গুল মরীচ গন্ধক পিপুল অত্র বিষ ধুস্তুর বীজ সিদ্ধি এই সকল দ্রব্য সমান চূর্ণ করিয়া সিদ্ধি পাতার রসে মর্দন ২ গুণ্ডা পরিমাণ বটি অনুপান পূর্ববৎ এই ঔষধ গ্রহণীতে ও আগন্তুক জ্বরে সেবন করান যার ।

ধান্যচতুষ্টয় । ধন্যা মুখা বালা বেলশুঠা, জল ৪ পল শেষ ১ পল ।

ধান্যপঞ্চক । ধন্যা শুষ্ঠী মুখা বালা বেলশুঠা, জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু । অতিসার পিপাসা ঘ্বে । মুখা ১ তোলা ৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১ সের থাকিত রোগীকে দিবেন অনুপান মধু ।

কঞ্চটাদি পাচন । কানছি ধারপত্র দাড়িমপত্র জয়পত্র বেলশুঠা বালা মুখা শুষ্ঠী পানিকল পত্র এষাং প্রতি ২ গুণ্ডা জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু । নাতিমূলের বেদনা নিবারক মুষ্টিযোগ । আমলকী কোমলছাল জলে উত্তম রূপ পেষণ করিয়া নাতির চতুর্দিকে মণ্ডলাকার প্রলেপ দিবেন পরে নাতিকূপ পূর্ব করিয়া নিজ্জল আদার রস দিবেন ॥

দ্বিতীয় প্রকার । অমুহাল কাঞ্জির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবেন কুড়চিছাল মুখা ইন্দ্রযব । এষাং প্রতি ৩৫ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ২০ রতি চিনি ২০

রাত। এবং বেলগুটা ২ তোলা ছাগল ৮ তোলা জল ৬২ তোলা। একত্রে সিদ্ধ করিয়া জল নিঃশেষ হইলে তাহাতে প্রক্ষেপ চিনি মোচরস ইন্দ্রযব চূর্ণ এযাং প্রতি ১০ রতি দিয়া খাওয়াইবেন।

কুটজ পুটপাক। অতিকৌমল কুড়চিছাল ২ তোলা আত-বতগুলের জলে কিঞ্চিৎ ছেঁচিয়া জ্বরপাত্রে কুশবন্ধ পুটলি করিবেক। এই পুটলি কন্দমে লেপন করিয়া ঘুটিয়ার অগ্নিতে দক্ষ করিবেক কিন্তু ঐ কুড়চিছাল সরস থাকিতে অগ্নি হইতে পুটলি উত্তোলন করিবেন তদন্তর ঐ ছাল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মধুরসহিত রোগীকে খাইতে দিবেন ইহাতে রক্তাতিসার নিবৃত্তি হয়।

রহৎকুট জাটক। কুড়চিছাল ১০ পল ৬৪ মের জলে সিদ্ধি করিয়া শেষ ১৩ মের যে থাকিবে তাহাকে পুনরার ঘন করিয়া সিদ্ধ করিবেন এবং তাহাতে মোচরস আকনাদি মূল বরাকান্তা আতইচমুখা বেলগুটা খাইকুন এযাং প্রতি ৮ তোলা চূর্ণ চুল্লী হইতে উত্তরিত উষ্ণ ঘন উষ্ণজলে দিয়া তাড়দ্বারায় মণ্ডার পাকের বীজ সারিবার মত করিয়া জুড়াইলে ১ তোলা পরিমাণ বটি করিবেন ঔষধ সেবনের পর বাণিজল কিঞ্চিৎ পান করিবেন ॥

কুটজাটক পাচন। কুড়চিছাল দাড়িম্ব কলেরছাল মুখা বেলহাল বালা লোধ রক্তচন্দন আকনাদি মূল এযাং প্রতি ২০ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ৬০ রতি।

আনন্দ তৈরব। হিজল বিষ গন্ধক আকিক শিমুলকার সরীচ সোহাগার খই পিপুল। এযাং প্রতি সমভাল মুল্লর রূপে জলদ্বারা ৪ গ্রহর খলে মর্দন করিবেক ২ রতি পরিমাণ বটি অনুপান জীরাভাজার চূর্ণ এই ঔষধ। ত্রিদোষাতিসার ও রক্তাতিসার নাশ করে। ইহাতে দধিগন্ধ্য।

জাতিফলাদি। জায়ফল সোহাগার খই অত্র ধুস্তুর বীজ এই চারি দ্রব্য পুতি অর্দ্ধতোলা আকিক ২ তোলা গন্ধভা-

দালীপাতার রসে ৪প্রহর খল করিয়া ২ রতি পরিমণ বটি করিবেন অনুপান আতবতগুলের জল ও মধু ।

ইতি সারকৌমুদাং রক্তাতিসার পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ ।

অথ দর্পণং ।

ধান্যপাক । ধন্যা শুষ্ঠী মুখা বালা বেলশুষ্ঠা এষাং প্রতি ৪মাষা পাক শেষ পূর্ববৎ প্রক্ষেপ শুষ্ঠী চূর্ণ ইহাতে অতিসার আমশুল নাশ হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি হয় ।

পথ্যাদি পাচন । তরাতকী দোদারু বচ যথা শুষ্ঠী আতইচ এষাং প্রতি ৩ মাষা পাক শেষ পূর্ববৎ প্রক্ষেপ শুষ্ঠী চূর্ণ ইহাতে আমাতিসার নষ্ট করে ।

কঙ্কাদি পাচন । কুড়াচবীজ কুড়াচিহ্নলের ছাল আত ইচ বেলশুষ্ঠা যথা ধন্যা এষাং প্রতি ৩ মাষা পাক শেষ পূর্ববৎ প্রক্ষেপ শুষ্ঠী চূর্ণ ইহাতে আমাতিসার নষ্ট করে । আর অগ্নি বৃদ্ধি হয় ।

পিত্তাতিসারে । ইহং যুটজাদি পাচন । কুড়াচিহ্নল ছাল দাড়িম্বছাল মুখা খাতকীপুষ্প বেলশুষ্ঠা বালা লোধ-ছাল রক্তচন্দন আকনাди যুল এষাং প্রতি ২ মাষা পাক শেষ পূর্ববৎ প্রক্ষেপ মধু ইহাতে আমাতিসার নাশ হয় ।
কঞ্চটাদি পাচন ।

কাচিড়ান দাড়িম্বছাল জামছাল পানিকলেরপাতা বেলশুষ্ঠা বালা যথা শুষ্ঠী এষাং প্রতি ২ মাষা পাক শেষ পূর্ববৎ প্রক্ষেপ শুষ্ঠী চূর্ণ ৪ মাষা ইহাতে বেগবতী নদীর ন্যায় যে অতিসার তাহাকেও নাশ করে ।

মোচরসাদিচূর্ণ । মোচরস যথা শুষ্ঠী আকনাদিহুল লে শুষ্ঠা খাতকীপুষ্প এষাং প্রতি সমভাগ মধুর সহিত অবলেহ করিয়া ভক্ষণ কারবে । অথবা অধিকারোক্ত মধু পাচনে এই চূর্ণ অনুপান জানিবেন ।

বিলাদ । বেলশুষ্ঠা ৮ মাষা পোষণ করিয়া এক পোরা

ছাগ দুগ্ধে নিষ্ক করিয়া মুন্ড বস্ত্রে ছাঁকিবে পরে সেই দুগ্ধে প্রক্ষেপ চিনি এবং মোচরস ইন্দ্রবর সমচূর্ণ ৪ মাষা ভক্ষণ করিবে। ইহাতে রক্তাতিসার নাশ হয়।

কুটজাদি। কুড়চিছাল ২ তোলা পাচনের ন্যায় পাক শেষ করিয়া তাহাতে আতইচ শুষ্ঠী উভয়োঃ প্রতি ৪ মাষা চূর্ণ দিয়া ভক্ষণ করিবে ইহাতে রক্তাতিসার নাশ হয়।

কুটজাস্টক। কাঁচা কুড়চিছাল ১০০ পল পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ১৬সের ইহাকে পুনর্বার ঘন করিবে পরে প্রক্ষেপ মোচরস পাঠামূল বরাক্রান্তামূল আতইচ মুখা বেল শুষ্ঠা খাতকীপুষ্প ধন্যা এষাংপ্রতি ৮ তোলা চূর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান ছাগদুগ্ধ অথবা আতবতপ্পুলোদক ইহাতে রক্ত লোহিত ইত্যাদি ভয়ানক অতিসার সকল আর নানা প্রকার গ্রহিণী ও মশোণিত অর্শরোগ এই সকল নষ্ট হয়।

সার্কধর। জায়ফল আকিঙ্গ এষাংপ্রতি সমভাগ পেষণ করিয়া ধূস্তুরফলে গুরে গোময় লেপন করিয়া দক্ষ করিবে মটরাকৃতি বটি অনুপান আমরক্তে ছাগদুগ্ধ সর্ষাতি সারে দাড়িমপাতের রস ইহাতে রক্তাতিসার ও সর্ষাতিসার নাশ হয়।

ধন্যাদি চূর্ণ। ধন্যা জিরা ত্রিকটু সিদ্ধিপাতা ত্রিকলা বিটলবল সৈন্ধব যবক্ষার কটকিরী মোচরস মুখা গুল্ফা চিতা এষাংপ্রতি সমভাগ চূর্ণ করিয়া ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান জল ইহাতে অতিসার অম্লপিণ্ড অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ কণ্ঠদাহ জ্বলাহ এই সকল রোগ নষ্ট হয়।

মুতরাজ বটিকা। পারা ১ মাষা গন্ধক ২ মাষা মোহাগা ২ মাষা শৃঙ্গবিষ ১ মাষা মরীচ ৫ মাষা আকিঙ্গ ৫ মাষা এই সকল শোধিত করিয়া চূর্ণ করিবে কুড়চি রসে পেষণ করিয়া মটরাকৃতি বটি অনুপান কেহুরিয়ার রস। এই ঔষধ সেবন মাত্রে নানা প্রকার অতিসার নাশ হয় আর পাণ্ডু শোধ কাম শ্বাস দূর হয় ও কাম এবং অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

দাড়ীঘাঘার । জয়িত্তী ইন্দ্রযব খাতকীপুষ্প বেলশুঠা
রালা আতইচ মোচরস মুখা লবঙ্গ জীরা জায়ফল মো-
হাগা এষাংপ্রতি ২ মাষা আফিঙ্গ ৩ মাষা শোধিত চূর্ণ ক-
রিবে দাড়ীঘপত্র রসে মর্দন পরে দাড়ীঘ ফলের মধ্যে পু-
রিয়া দক্ষকরিবে মটরারূতি বটি অনুপান ছাগদুগ্ধ, ই-
হাতে নানাবর্ণ অতিসার অনাথ্য গৃহিণী অরুচি অগ্নিমান্দ্য
অজীর্ণ শোথ নাশ হয় ।

লবঙ্গচতুঃসর্ম । লবঙ্গ জীরা জায়ফল মোহাগা শোধিত
করিয়া সমভাগে চূর্ণ করিবে ভক্ষণ ১ মাষা অনুপান ত-
ণ্ডুলোদক আমরজে ছাগদুগ্ধ, ইহাতে বিক্কা ছর্দি অতিসার
রক্তাতিসার নাশ হয় ।

লবঙ্গজীবক । লবঙ্গ আতইচ বেলশুঠা মুখা পাঠামূল মৈ-
ন্ধব রসাজন মোচরস আফিঙ্গ জীরা খাতকীপুষ্প সুবর্ণভস্ম
অভ্রভস্ম বঙ্গভস্ম লোধছাল ধন্যা শ্বেতধূনা খদির যবক্ষার
বুড়িচ মূল ইন্দ্রযব শুল্কা ত্রিকটু এলাইচ গুড়ভক্ষ তেজ-
পত্র নাগেশ্বর, এষাংপ্রতি সমভাগ চূর্ণ সকলের সমান
পোস্ত দানারকাথ, পাকার্থ জল অষ্টগুণ শেষ কাথ ঘন
করিবে তাহাতে চূর্ণ সকল দিয়া ১ মাষা পরিমাণ বটি ক-
রিবে অনুপান ছাগদুগ্ধ ইহাতে অসাধ্য অতিসার রক্তশূল
অজীর্ণ শোথ পাণ্ডুজ্বর নাশ হয় ।

মহাগন্ধক । গন্ধক পারা বিষপাতালবঙ্গ জয়িত্তী জায়-
ফল জীরা আফিঙ্গ মোহাগা এষাংপ্রতি সমচূর্ণ করিবে
পোস্তকাথে মর্দন জোড়া কিনুকে পুরিয়া যুক্তিকা লেপন
করিবে পরে সামান্য গজদুটে পাক পোস্তকাথে বটি বা-
ন্ধিয়ে অনুপান ছাগদুগ্ধ, ইহাতে নানাবর্ণ অতিসার গৃহিণী
শোথনাশ হয় । মোদক ।

ত্রিকটু ত্রিকলা কঁকড়াশুকী কুড় মৈন্ধব কটফল শুঠী
নাগেশ্বর বনযমানী মেথি ধন্য যমানী ভাঙ্গবীজ জীরা ক-

কজীরা তালিশিপাতা দুখা বচ এষাংপ্রতি ১ তোলা দু
শোধিত সিদ্ধিপাতা ১১ তোলা সকল চূর্ণ করিবে চিনি ১
সেরের সহিত মোদক পাক বদরাঙ্কি পরিমাণ বটি করি-
বেক, অনুপান দুগ্ধ জল, ইহাতে অম্লপিত্ত অজীর্ণ অগ্নি-
মান্দ্য অরুচি অসাধ্যাতিসার নানাবর্ণাতিসার গৃহিণী
শোথ পাণ্ডুজ্বর এই সকল রোগ দূর হয় ।

ইতি দপণের অতিসার চিকিৎসা সমাপ্তঃ ।

গৃহিণী চিকিৎসা ।

গৃহিণী রোগের কারণ অতিসার রোগ নিশেষ না হইয়া
ছুটিয়াব হয় তাহাতে অগ্নিমান্দ্য হইলে বায়ু দুগ্ধ-হইয়া
গৃহিণী রোগ জন্মে, অতএব ইহাতে তত্র অতি উপকারী
জানিবেন, কারণ তত্রদ্বারা দুগ্ধ বায়ু নাশ হইয়া অগ্নি প্রবল
হয় তাহা হইলেই গৃহিণী রোগের শান্ত্যুনা হয় ।

শুষ্ঠী আতইচ দুখা । এষাংপ্রতি ৫০ রতি জল ৪ পল
শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ৪ রতি ।

বেদাশ্ঠা সূক্ষ্মচূর্ণ ২ তোলা শুষ্ঠী চূর্ণ ২ মাষা পুরাতন
গুড় ১ তোলা মথিত করিয়া খাইবেন পরে ক্রিষ্ণং তত্র
পাথ্য করিবেন ।

মরীচ চূর্ণ ১ তোলা শুষ্ঠী চূর্ণ ২ তোলা কুড়চিছাল ৪
তোলা পুরাতন গুড় ১ তোলা মথিত করিয়া খাইবেন পরে
কিষ্ণং তত্র পাথ্য ।

কুটজাবলেহ । কুড়চিছাল ১০০ পল ৬৪সের জলে পাক
করিয়া শেষ ১৬সের থাকিবে তাহাতে ২০ পল চিনি দিয়া
পুনরায় গুড়ের ন্যায় পাক সমাপন করিয়া তাহাতে আ-
কনাদিমূল বরাক্রান্তা বেনশুষ্ঠা শুষ্ঠী ধাতকী পুষ্প দুখা দা-
ড়ি কলের ছাল আতইচ লোধ মোচরস রসাজন ধন্যা
বেণামূল বালা, এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া প্রত্যেকে ১
পুণ্ড চূর্ণ দিয়া নাড়িতে নাড়িতে লীভল হইলে ১ পল মধু

দিয়া অবলোহ করিবেন পরে শুষ্ক না হয় এমনত এক পাতে রাখিবেন প্রত্যহ ১ তোলা খাইবেন অনুপান বাসীজল, ইহাতে গৃহিণী মাতেই দূর হয় ।

গন্ধাধরচূর্ণ । বিলুচাল মোচরস আকনাদিমূল ধাতকীপুষ্প ধন্যা গন্ধতাদালীমূল শুষ্ঠী মুখা আতইচ আকিঙ্গ লৌধকাষ্ঠ দাড়িম্বকলের ছাল কুড়চিছাল পুরা গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমভাগে সূক্ষ্মচূর্ণ যুক্তিক্রমে পুরা গন্ধকে কজ্জলী সকল একত্র ২০ গুণ্য পরিমাণে প্রত্যেহ তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইবেন, ইহাতে সকল গৃহিণী ও জ্বর সকল নষ্ট হয় ।

গৃহিণী গজেন্দ্র ।

পুরা গন্ধক লৌহ দক্ষগন্ধ মোড়াগার খই হিঙ্গ শুষ্ঠী তালিশপাতা মুখা ধন্যা জীরা মৈন্ধবলবণ ধাতকীপুষ্প আতইচ শুষ্ঠী বল হরীতকী ভেলা তেজপাতা জারকল লবঙ্গ দারুচিনি এনাইচ বিলুচাল বালা বেলশুঠা মেথি মিস্কিপাতা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া ছাগরুকের সহিত খলে পেষণ পূর্বক ২ রতি পরিমাণ বটি করিবেন, অনুপান ছাগুক্ষ, এই ঔষধ স্মৃতিকাদিউদরাময় এবং গুল্মাদি নাশ করে ।

গৃহিণী রোগের গুরুপাক দ্রব্য মাতেই পথ্য নহে । পথ্য সূক্ষ্ম পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ছত্র মৎস্যের ঘৃততক্র পটোল ডুমুর মানকচ পলতা শুষ্ককুল পাতিলেবু কাঁচাতেতুল পুরাতন তেতুল ইতি ।

পাণিতত্ত্ব বটিকা । কৃষ্ণাভ্র শুদ্ধমণ্ডুর বিড়ঙ্গচূর্ণ এষাং প্রতি ৮ তোলা চাণ্ড শুষ্ঠী পিপুল মরীচ হরীতকী বয়ড়া আমলা কেশুরিয়ার মূল দলীমূল মুখা পিপুল মূল চিতামূল ভাটিমূল মান মূল বন্য ওল ব্রহ্মী মূল তেউড়ি মূল ছত্র-ড়িয়ারমূল পুনর্বামূল, এষাং প্রতি ২ তোলা গন্ধক ১ তোলা এই সকল দ্রব্য আদার রসে ৪ প্রহর মর্দন করিয়া ৪ প্রতি .

পরিমাণ বটি করিবেন, অনুপান আদার রস কিম্বা কাঁজি অথবা দধিরমাত পথ্য যথাক্রমে ।

মণ্ডুর প্রকার । কৰ্ম্মকারের দোকানে লৌহ পোড়া-ইতে কাঁকরের মত লৌহের মলা যদি ডেলার ন্যায় হয় তবে তাকে মণ্ডুর পুনঃ ১ পোড়াইয়া পুনঃ ২ গোয়ত্রে ডুবাইলে মণ্ডুর শুদ্ধ হয়, ইহাতে পুরাতন মণ্ডুর ইহাঙ্গে উৎকৃষ্ট হয় জানিবেন ।

নূপবল্লভ । জায়ফল লবঙ্গ যুখা দারুচিনি এসাইচ মো-হাগার খই হিঙ্গ জীরা যমানী শুষ্ঠী সৈন্ধব তেজপাতা লৌহঅত্র পারা গন্ধক তাম্র এবাংপ্রতি ১ পল মরীচ চূর্ণ ৩ পল ছাগরুক্ষে অথবা আমলকীর রসে ৪ প্রহর খলে মর্দন করিয়া ৪ গুঞ্জা পরিমাণ বটি অনুপান ছাগরুক্ষ কিম্বা পানের রস, এই ঔষধ দীর্ঘকাল সেবনে গৃহিনী ঘটিত সমস্ত রোগ নষ্ট হয়, পথ্য মৎস্যের যুব পুরাতন স্কন্ধ তন্তুলের অন্ন তত্র ।

মহাগন্ধক ।

পারা ১ তোলা গন্ধক ১ তোলা পর্পটি ২ তোলা জায়ফল ২ তোলা নিম্বপাতা আতবতন্তুলোদকে উত্তমরূপে খলে মর্দন করিয়া যুগ্ম ঝিনুকে পুরণ করিয়া পরে বাল্যকদলিপাতা বেটন দিয়া কোষ্ঠা দ্বারা বদ্ধ করিবে তাহাতে কর্দম লেপন করিয়া মুহু অগ্নিতে পাক করিবে বটি করিবার ন্যায় ইহলে উত্তারণ করিয়া ১ রতি পরিমাণ বটি করিবে অনুপান আতবতন্তুলোদক ও মধু এই ঔষধ সকলের উপকারী হয় বিশেষ বালকের অধিক ।

লবঙ্গ-চতুঃসোম । জীরা মোহাগার খই জায়ফল লবঙ্গ মোহাগার খই উত্তমরূপে করিবেন যে কাঁচা না থাকে কাঁচা থাকিলে বিপরীত হয় নিশ্চয় জানিবেন আর তিন প্রব্য খোলায় ভাজন করিয়া লইবেন ৪ প্রব্য সমানংশ লইয়া চূর্ণ একত্র করিলে চতুঃসোম হয়, অনুপান আতবত-

গুল্লোদক ও মধু ঔষধ ২০ রতি পরিমাণ সেবন করিবেন, ইহাতে গৃহিণী রোগ নিরুত্তি হয় ।

পঞ্চামৃত পর্পটি । শুদ্ধ গন্ধক ৮ তোলা শুদ্ধ পারা ৪ তোলা লৌহ ২ তোলা অত্র ১ তোলা তাম্র ২ মাষা, এই সকল দ্রব্য খলেঃপ্রহর মর্দন করিয়া পর্পটির ন্যায় করিলে ঔষধসিদ্ধি হয়, এই ঔষধস্থ পারা গন্ধক শোধনের বিধি, পারাশুদ্ধি অগ্রে স্বতকুমারির রসে শোধন তৎপরে জিফলার রসে শেষে চিতাম্বলের রস, গন্ধক শুদ্ধি, আমলাসার গন্ধক চূর্ণ করিয়া ভীমরাজের রসে এক ভাবনা দিয়া পরে ঐ গন্ধক গলাইয়া ভীমরাজের রসে নিঃক্ষেপ করিবেন ১ গুণ্য পরিমাণ বটি অনুপান মধু, এই ঔষধ নানা রোগের সহিত গৃহিণী রোগকে নষ্ট করে বালক যুবা রুদ্ধ সকলের উপকারী হয়, এবং যদি অতিশয় শোথ থাকে তবে রোগীকে লবণ জল দিবেন না, নিষ্কর্জল দুগ্ধ দিবেন আর রোগ বিশেষ প্রায় হইলে লবণ জল ক্রমে, মহাইবেন আর যদি শোথ গৃহিণী বিষম জ্বরাদি প্রভৃতি অত্যন্ত অসাধ্যরোগ রোগী তাদৃশ হয় তবে উক্ত পর্পটি উক্ত অনুপানে প্রথম দিবস ১ রতি দ্বিতীয় দিবস ২ রতি এই রূপ দিন প্রতি এক এক রাত্রি সপ্তাহ পর্যন্ত সেবন করাইবেন, কিম্বা পুনর্বার প্রথমক্রমে আরো এক সপ্তাহ সেবন করাইবেন, পথ্য কেবল নিষ্কর্জল দুগ্ধ এবং অন্ন, ইহাতে রোগী যদি রোগ হইতে মুক্ত না হয় তবে জানিবেন যে রোগীর আয়ুঃ শেষ হইয়াছে, আর মহাস্থ্যয়ন আরম্ভ করিবেন না মহাস্থ্যয়ন কালযুগে তোড়াল তন্ত্রমতে করিবেন ঋতি কলদায়ক হয় যদি সে মতে না করিতে পারে তবে মহাস্থ্যয়ন তুলসী প্রদান এবং তুর্গানাম তাহা ভক্তিমান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বারা করাইলেই সকল কার্য সিদ্ধি হয় জানিবেন, এবং বৈদ্য পূর্বদিন হবিষ্যাদী হইয়া শুদ্ধাচারেতে ঔষধ আরম্ভ করিবেন আর রোগীও স্বস্থ্যয়ন আরম্ভ করাইয়া

শুভাচারে ঔষধ সেবন করিবেন আর এই ঔষধ গৃহিণী অধিকারে লিখিত আছে বলিয়া যে কেবল গৃহিণী রোগ হইতে রোগীকে মুক্ত করে এমন নহে কুষ্ঠাদি মহারোগ হইতে রোগীকে মুক্ত করে পর্পটি করিবার প্রকরণ তৌলিত্তে এবং রসানিক্কু চিন্তামণি গ্রন্থ লিখিয়াছেন তদনুসারে পাক করিবেন এবং গৃহিণ্যাধিকারে লিখিতব্য আছে তাহা চুষ্টি করিয়া পাক করিবেন কিন্তু এই স্থানে গ্রন্থকার লিখেন মাই একারণ এই স্থানে লিখিতে পারিলাম না ।

বিজয় পর্পটি । পারা হীরাজারার অভাবে বৈকান্ত মণি মৌণা যুক্তা তাম্র রূপা অভ্র এবাংপ্রতি ১ তোলা গন্ধক ৭ তোলা এই সকল দ্রব্য ত্রিম্বং খলে মর্দন করিয়া রস গন্ধক কঙ্কণী পরে নকল দ্রব্য একত্র করিবেক তৎপরে দ্বাদশ গ্রহর খলে মর্দন করিয়া পর্পটি পাক করিবেন ইহাতে রোগ মায়েই বিমাণ হয়, আর পূৰ্বোক্ত পঞ্চামৃত পর্পটি ১ রতি সেবন প্রথম দিবসে পরে ক্রমে ২ সপ্তদিবসে এক এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করিবেন যে লিখিতে হইয়াছে তাহার ন্যায় বিজয় পর্পটি সেবন ১ খান্য পরিমাণে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ২ বৃদ্ধি করিবেন ।

পঞ্চামৃত লৌহ । লৌহ তাম্র অভ্র রস গন্ধক, এবাংপ্রতি ১ তোলা হরীতকী বয়ড়া আমলকী শুষ্ঠী পিপুল মরীচ মুখা বিভ্রূ চিতামূল পিপুলমূল চিরাতা দেবদারু হরিদ্রা দারুহরিদ্রা কুড় যমানী জীরা ককজীরা শঠিখন্যা চণ্ডি, এবাংপ্রতি ১ তোলা শুদ্ধ মণ্ডুর সকলের অর্ধেক সকল দ্রব্য সুক্ষ্মচূর্ণ করিবেন, নগন্ধকে কঙ্কণী পরে নিষ্কল মধু পাক করিয়া চুল্লী হইতে উত্তারণ করিবেন, পরে এই সকল দ্রব্যের সুক্ষ্মচূর্ণ ঐ মধুতে দিয়া কৰ্দ্ধমের ন্যায় হইলে ১০ রতি অনুমান, তক্ষণ অনুপান মধু, পথ্য মৎস্যের যুষ পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন তক্র, শুভদিনে সূর্যদেবতার পূজা

এবং ব্রহ্মস্মিতের পূজা শতানুসারে করিয়া ঔষধ সেবন আরম্ভ করিবেন ।

কণ্ঠটাবলেহ । কানছিড়া ১৬ সের তালমূল ১৬ পল পাকার্থ জল ১৬ সের শেষ ৪ সের ঐ শেষজলে ৮ পল চিনি দিয়া পুনরায় পাক করিবেন অবলেহের ন্যায় পাক হইলে তাহাতে বরাকান্তা ধাতকীপুষ্প আকনাদিমূল বেল শুষ্ঠা মুখা পিপুল ইন্দ্র যব আতাইচ যবক্ষার সচল লবণ রসাঞ্জন মোচরস এবাং প্রত্যেকে ২ তোলা সুক্ষচূর্ণ দিয়া সন্দেশের বীচ নাড়িবার মত তাড়ু দ্বারা নাড়িবেন পরে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ থাকিতে মধু ৪ পল ইহাতে দিয়া কন্দমের ন্যায় করিবেন ১০ রতি পরিমাণ রোগীকে সেবন করাইবেন অনুপান বাসি জল পথ্য পূর্বক ।

মমনমোদক । হরীতকী বরুড়া আমলকী শুষ্ঠী পিপুল মরীচ কাকড়াশুকী কুড় মৈত্ৰব ধন্যা শঠি তালিশপত্র কটকল নাগেশ্বর মেথি জীরা কৃষ্ণজীরা যষ্টিমধুর যমানী বন-যমানী এবাংপ্রতি ২ তোলা শুদ্ধ মবীজ সিদ্ধিপত্র ঐষৎ ভজ্জন করিয়া ৪০ তোলা এই সকল দ্রব্য সুক্ষচূর্ণ করিয়া সু-ক্ষবাস্ত্র চাঁকিবে পরে এই সকল দ্রব্য পাক হয় এমত অনুমান হইত চিনি মধু এই তিন দ্রব্য সমভাগে খলিতে পাক চড়াইবে পরে কিঞ্চিৎ পাক হইলে চুলা হইতে নামাইবে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ থাকিতে ঐ সুক্ষচূর্ণ সকল একত্র উহাতে দিয়া তাড়ু দ্বারা পূর্বের ন্যায় নাড়িবেন কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে দারুচিনি তেজপত্র বড় এলাইচবীজ কপূর এই সকল দ্রব্য সুক্ষচূর্ণ প্রত্যেক ২ তোলা ইহাতে দিয়া ১ তোলা অথবা ৪০ রতি পরিমাণ মোদক করিবেন পূর্বের অনুমানে সেবন করিবেন ইহাতে সংগ্রহস্থিণী আদি সকলগ্ৰহিণী নাশ হয় ।

সিদ্ধি শোধন চক্রেস-সহিত পাক করিলেই শুদ্ধ হয় ।

ব্রহ্ম শতাবরীমোদক । শতাবরী শুষ্কিকুম্মাণ্ড বাটাল্যা গোকুর চাকুল্যা গোকুরবীজ কুল্যাখাড়ারবীজ আলকুশীর

বীজ এষাংপ্রতি ৮ তোলা মূক্ষচূর্ণ সিদ্ধিপত্র মূক্ষচূর্ণ ৮পল
এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া ইহাতে শতাবরীর রস ভূমি-
বুয়াণ্ড রস এবং দুগ্ধ দিয়া মূক্ষণ করিবেন পরে ১।। সের
চিনি খোলায় পাক করিবেন ঐ পাকের সহিত ঐ মুক্তি
দ্রব্য দিবেন কিঞ্চিৎ বিলম্বে মোদকের উপযুক্ত পাক হইতে
কিঞ্চিৎ কৃষ্ণতিল চূর্ণ উহাতে দিয়া চুলা হইতে নামাইবেন
পরে শুষ্ঠী পিপুলমরীচ দারুচিনি তেজপাতা এলাইচ
নৈস্কব ধন্যা জরিজী জায়ফল বালা জীরা কৃষ্ণজীরা বন্দর
কুট মুখা মছরি পুরামাংসী তালিশপাতা নাগদানাপাতা
গাঠালা করীতকী শুল্কা চণ্ডি দেবদারু প্রিয়ঙ্গু লবঙ্গ শৈ
লজ কুড় বজ্রডুমুর কল অণ্ডরু এষাংপ্রতি ২ তোলা এই স-
কল দ্রব্য মূক্ষচূর্ণ ঐ পাকে দিয়া তাড়দ্বারা নাড়িতে ২ মো-
দকের যোগ্য হইলে তাহাতে ত্রিকটু চূর্ণ ও কিঞ্চিৎ ক-
পূর দিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে মোদক করিবেন ইহাতে
অসাধ্য গহ্বিনী ও বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

মহাকামেশ্বর মোদক। অত্র কুড় কটকল অশ্বগন্ধা গু-
লঞ্চ মেথি মোচরস ভূমিকুয়াণ্ড তালমূলী গোঙ্গুরী বীজ
শতমূলী কেণ্ডুরিয়া যমানী তালাকুরী ধন্যা গোরক্ষ চা-
বুল্যা তিল মছরি জায়ফল নৈস্কব বামনহাটী কাকড়াশুলী
শুষ্ঠী পিপুলমরীচ জীরা কৃষ্ণজীরা চিতামূল গুড়ভক তেজ
পত্র এলাইচ নাগেশ্বর পুননবাস্নন গজপিপুল জাফা শটি
বাসতমূল নিমূলমূল করীতকী বরড়া আমলকী আলবুশী-
বীজ এষাংপ্রতি ১ তোলা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণেতে যত
হইবে সিদ্ধিপত্র চূর্ণ তত লইবে সকলের সমান চিনি তা-
হাতে যত হইবে তাহার দ্বিগুণ চিনি পাক করিয়া চুলী হ-
ইতে উত্তারণ করিয়া পূর্কোক্ত চিনি এবং উক্ত চূর্ণ দ্রব্য স-
কল তাহাতে দিয়া পূর্কোক্ত প্রকারে তাড় দ্বারা মিশ্রিত
করিবেন পরে ১ তোলা কিয়া ২ তোলা পরিমাণে মোদক
করিয়া রোগীকে সেবন করাইবেন আর ভোজনের পূর্বে

ঔষধ সেবনের বিধি আছে এ ঔষধ যদি সফল না হয় তবে
ভোজনের পরেতে সেবনের বিধি আছে আর অন্যত্র গ্রন্থে
কহেন ইহং কামেশ্বর মোদক কটকলাদি সকল দ্রব্যেতে
যত ইহঁবে তাহার ষোড়শাংশের একাংশ অত্র দিবেন এবং
অত্রের অর্ধেক কজ্জলী আর যথালভমতে সূত ও মধু দিয়া
মোদক কর্তব্য আর স্রীলোকের এবং বালকের এই ঔষধ
করণের আবশ্যক নাই কেবল পুরুষের দুর্নমাদি গ্রাহণী
রোগে আবশ্যক আছে জ্ঞাত ইহঁবেন ।

লবঙ্গাদি চূর্ণ । লবঙ্গ আতইচ মুখা বেলশুঠা আকন্যাদি
মূল মোচরস জীরা ধাতকীপুষ্প লোধ ইন্দ্রযব বালা ধন্যা
শ্বেতধুনা কাকড়াশৃঙ্গী পিপুল বরাক্রান্তা যবক্ষার সৈন্ধব
রসাজন এই সকল সমভাগে মৃন্মূচূর্ণ একত্র করিয়া সেবন
২০ রতি অথবা ১০ রতি অনুপান তণ্ডুলোদক এই ঔষধ
বালক রক্ত আর স্রীলোকের অতিশয় উগাকারী জানিবেন
এবং এই ঔষধে আতইচ শোধন করিবেন, তাহার প্রকরণ
গোময়ের সহিত সিদ্ধ করিয়া শুষ্ক করিবে পরে চূর্ণ করিবে
জাতিকলাত্যা । শুদ্ধরস ৪ মাষা শুদ্ধ গন্ধক ৪ মাষা জায়-
কল মোচরস মুখা সোণাগার থই আতইচ জীরামরীচ
এবাংপ্রতি ৪ মাষা শৃঙ্গীবিষ ১ মাষা এই সকল দ্রব্য মৃন্মূ-
চূর্ণ করিয়া তাহাতে ভাবনা আম্রপত্র রস ৪ মাষা বংশপত্র
রস ৪ মাষা কেরিয়ার রস দাড়িমপাতার রস আকন্যা
পাতার রস ভীমরাজপাতার রস এই সকল প্রকার রস ঐ
একত্রিক চূর্ণ সকলেতে দিয়া ৪ প্রহর রৌদ্রে রাখিবেন এবং
৪ প্রহর শিশিরে রাখিবেন তাহার পর শ্বেত মর্দন করিয়া
৪ রতি পরিমাণ বটি করিবেন অনুপান আতপতণ্ডুলো-
দক ও মধু ইহঁতে দুঃসাধ্য গ্রাহণী রোগ নিরাস্ত হয় এবং
ওলাউঠা রোগ নাশ হয় ।

নারিকচূর্ণ । চিতামূল হরীতকী বরুড়া আমলকী শুষ্ঠী
পিপুল মরীচ বিড়ঙ্গ হরিদ্রা দারুহরিদ্রা ভেলা বমানী হিং

বিটলবণ মৈন্ধবলবণ মসুরলবণ সচললবণ পাঁজালবণ মূল
বচ কুড়মুখা গন্ধক অত্র ঘণ্টার শাচিকার মোহাগার খই
বনযমানী পারা গজপিপুল এই সকল দ্রব্য সমান চূর্ণ সমু-
দায়ে যত চূর্ণ হইবে তাহার সমান সিদ্ধিপত্রচূর্ণ সকল চূর্ণ
খলে মিশ্রিত করিয়া কাঁচের পাঁজে রাখিবেন সেবন ১০
রতি অনুপান তণ্ডুলোদক এবং মধু আর যমানী ও বন-
যমানীর পরিবর্তে জীরা এবং কৃষ্ণজীরা এই ঔষধ অতি
বীণ্যবান অতএব রোগীর বলাবল বিবেচনার মাতানু্যনা-
ধিক্য করিয়া দিবেন ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং সংগ্রহ গ্রন্থিন্যাধিকার সমাপ্তঃ ।

দর্পণঃ ।

নাগরাদি চূর্ণ । শুষ্ঠী আতইচ মুখা ধাতকীপুষ্প রসা-
ঞ্জন কুড়চিহ্ন ও ছাল ইন্দ্রযব বেলশঠা আকনাদিহুল
কটকী এষাং প্রতি সমচূর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান তণ্ডু-
লোদক ১ ছটাক মধু ৪ মাষা ইহাতে গ্রহণী রক্তদোষ
পিত্ত দুই অর্শশোথ গুহাশূল নাশ হয় ।

রুহঙ্কাটুকাদি চূর্ণ । ধাতকীপুষ্প আতইচ মুখা বরাক্রান্তা-
মূল বেলশঠা ইন্দ্রযব পাঠমূল জায়ফল লোধছাল বালা
ধন্যা জীরা বহেড়া মোচরস কৃষ্ণজীরা শ্বেতধূনা এষাং প্রতি
সকলচূর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান ছাগশ্কে উষ্ণ লইবে আর
মধু ২ মাষা ।

স্বপ্নধাতুকাদি চূর্ণ । ধাতকীপুষ্প বালা বেলশঠা ইন্দ্রযব
লোধ ধন্যা সমভাগে চূর্ণ অনুপান পুরীকোক্ত লবঙ্গাদি চূর্ণ
লবঙ্গ জীরা গন্ধক মৈন্ধব এলাইচ গুড়ত্বক তেজপত্র বনয-
মানী মুখা ত্রিকটু ত্রিফলা শুল্কা আকনাদি হুল চিরাতা
গোক্ষুরি জয়িতী জায়ফল দারুহারদ্রা বিড়ঙ্গ রক্তচন্দন দুর্গা-
হুল যবঙ্গার শুষ্ঠী মেথি মোহাগা কৃষ্ণজীরা এষাং প্রতি
সমচূর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান উষ্ণোদক ইহাতে আমবাত

যাত ভরানক গহিণী শূল বিশ্ৰুচিকা কামলা পাণ্ডু কঠোর
গীহা মন্দাগ্নি ঐ সকল নষ্ট করে ।

গহিণী গজেন্দ্রবীকা । শোধিত পাণা শোধিত অত্র গ-
ন্ধক লৌহভস্ম অত্রভস্ম বঙ্গভস্ম জাৎফল জয়িত্রী লবঙ্গ
চিতাগুল জীরা মুখা সৈন্ধব বেলশুঠা মেথি মোচরস ধা-
তকীপুষ্প শুলকা শুষ্ঠী শুভঙ্কর রক্তচন্দন আফিঙ্গ আতইচ
ধন্যা ইন্দ্রযব বরাক্রান্তা দাড়িম্বপুষ্প পাঠাগুল মোহাগা
কটকী শ্বেতধূনা উলাইচ পানমৌরি জটামাংসী লোধছাল
বালা রসাজন । এষাংপ্রতি সমচূৰণ বুড্‌চিছালের রসে ভা-
বনা পঞ্চগুণা পরিমাণ বটি অনুপান চাগন্ধ ইহাতে
নানা প্রকার গহিণী রক্তাতিসার ও নানা প্রকার অতিসার
শূল দাহনাশ হয় ।

জীরকাদি চূৰ্ণ । জীরা মোহাগা মুখা পাঠাগুল বেলশুঠা
ধন্যা বালা শুলকা দাড়িম্বছাল কটকী বরাক্রান্তামূল ধা-
তকী পুষ্প ত্রিভূত ত্রিজাতক মোচরস ইন্দ্রযব শুষ্ঠী গন্ধক
অত্রভস্ম শোধিত পাণা এষাংপ্রতি সমভাগে যত জাৎফল
তত সকল সূক্ষ্মচূৰ্ণ একত্র করিয়া ভস্মণ ৪ মাষা অনুপান
তৎকৃতলৌদক । এই ঔষধ সেবন মাঝে দুসাপা গহিণী নানা
প্রকার অতিসার ও রক্তাতিসার কামলা পাণ্ডু আগমান্য
নাশ হয় ।

রক্তজাতিফলাদি চূৰ্ণ । জাতিফল লবঙ্গ জীরা মোহাগা
ধন্যা শুষ্ঠী শ্বেতধূনা কেন্দু শঠি লোধছাল ইন্দ্রযব মুখা
বালা অত্রভস্ম ধাতকীপুষ্প বরাক্রান্তাগুল শতগুলি শুলকা
মোচরস খনির সৈন্ধব কুড় আতইচ রাখালমসামূল তাল-
হুলী কুড়চিমূল ছাল এষাংপ্রতি সমভাগ চূৰ্ণ করিবে ভস্মণ
৪ মাষা অনুপান মধু ইহাতে সকল রোগ নষ্ট হয় অতি
ভরানক গহিণী নানাবর্ণাতিসার শোথ জ্বর পৃথক সান্নি-
পাত বন্দলসান্নিপাত রক্তশূল নাশ হয় ।

স্বপ্নগবজাদি চূৰ্ণ । লবঙ্গ আতইচ মুখা বেলশুঠা পাঠা

মূল তালমূল জীরা ধাতকীপুষ্প লোধহাল ইন্দ্রযব বালা
ধন্যা শ্বেতধূনা কঁকড়াশক্তি পিপুল শুষ্ঠী বরাকাস্তামূল
মোচরস আফিক সৈন্ধব রসাজন এষাং প্রতি সমভাগ চূর্ণ
ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান ধাতু বিশেষ এই ঔষধ গৃহিণী অতি-
সার মন্দাগ্নি অরুচি শোথ নষ্ট হয় ।

মার্কণ্ডেয় চূর্ণ । শোধিত পারা শোধিত গন্ধক শোধিত
হিজল মোহাণা ত্রিকটু জায়কস লবঙ্গ তেজপত্র এলাইচ
বীজ মুখা চিতামূল গজপিপুল শুষ্ঠী বালা অভ্রতম্ব ধাত-
কীপুষ্প আতইচ সজিনা আটা তালমূল আফিক পলাশ
বীজ এষাং প্রতি সমচূর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান চিনিরজল
অতিসার ছাগদুগ্ধ ইহাতে সংগ্রহ গৃহিণী নাশ করে এবং
ধাতু ও বলরুদ্ধি করে আর অগ্নি বৃদ্ধি হয় ।

ধারাদ্রু চূর্ণ । শোধিত হিজল দেবদারু শুষ্ঠী বালা জায়
কস আতইচ লবঙ্গ পাঠামূল ধাতকীপুষ্প বেগুণী কেন্দু
শঠি খদিরপত্র মুখা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা ইন্দ্রযব পিপুল
এষাং প্রতি সম চূর্ণ সিদ্ধিপত্র রসে ভাবনা সপ্তবার দিবে
ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান জল ইহাতে গৃহিণী রোগ নিবারণ
হয় ।

বাল্যশঙ্কাসন মোদক ।

চিতামূল ত্রিকলা ত্রিকটু এলাইচ নাগেশ্বর জীরা বঙ্গ-
ভঙ্গ বেণুক মুখা বঁমানী বিল্বমানী সৈন্ধব মেথি কুত
ধন্যা শুল্কা মোহাণা এষাং প্রতি সম চূর্ণ শোধিতাঙ্গি-
পত্র চূর্ণ সকলের অর্দ্ধেক সর্ষপীপুণ চিনি মোদক ৮ মাষা
পারিমাণ ভক্ষণ প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে অনুপান
জল ইহাতে সংগ্রহ গৃহিণী জ্বরাসিতসার এবং সর্ষপীপুণ
অগ্নিমান্দ্য নষ্ট করে ।

জীৱকাদি মোদক । জীরা ত্রিকলা মুখা গুলঞ্চের পাল
অভ্রতম্ব নাগেশ্বর তেজপত্র গুড়দুগ্ধ এলাইচ লবঙ্গ দ্রুত-
পীপড়া বেগমূল ধন্যা বালা পিপুল শুষ্ঠী চিতামূল ।

এবাংপ্রতি সমভাগ সকলের সমান জীরা এই সকল চূর্ণ করিবে সকল চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি মোদক ৮ মাষা মৃত মধু দ্বারা বান্ধিবে অনুপান জল ইহাতে সৎগ্রহ গ্রহিণী ও জীব জ্বর নষ্ট করে আর বল এবং বর্ণ বৃদ্ধি করে ।

রহৎ লবঙ্গাদি মোদক । লবঙ্গ পিপুল শুষ্ঠী জীরা ম-
রীচ গজপিপুল রক্তচন্দন বালা জটা মাংসী সরলকার্ষী শৈ-
লঙ্গ নাশেশ্বর আতইচ কুষ্ঠ শ্বেতচন্দন বিরুজা শুল্ফা ত্রি-
ফলা ভুরঙ্গাকল ত্রালিশপত্র বৃশস্বল ত্রিজাতক ভূমিকু-
আণ্ড তালমূল পাঠামূল বরাঙ্কাস্তামূল লৌহভস্ম অত্রভস্ম জয়িত্রী
জায়ফল মুখা অগৌর কৃষ্ণজীরা শ্বেতধুনা মৈন্ধব রাস্না ধন্যা
পদ্মকার্ষী গাঠালা মূল পিপুলমূল হরিদ্রা বৎশলোচন ধা-
তুকীপুষ্প মোচরস খামলতা মছলফল ইন্দ্রযব কর্কস ।
এবাংপ্রতি সমভাগে যত তাহার চতুর্থ শের একাংশ জীরা
সর্বদ্বিগুণ শকরা মোদক ৮ মাষা পরিমাণ অনুপান ধাতু
বিশেষ ইহাতে নানাবর্ণ অতিসার সৎগ্রহ গ্রহিণী রক্তপিত্ত
শ্বেতপিত্ত বমি দাঁত অরুচি অগ্নিমান্দ্য অজীব বিয়মজ্বর
প্রক্ষেহ কামলা পাণ্ডু অম্লপিত্ত শূল ত্রিদোষজর গ্রহিণী
রক্তাতিসার শূল এই সকল নষ্ট করে ।

পঞ্চামৃত পর্পটি । শোধিত পান্না শোধিত গন্ধক অত্রভস্ম
লৌহভস্ম আকিঙ্গ এবাংপ্রতি সমভাগে পর্পটি করিবেন অ-
নুপান ধাতু বিশেষ ইহাতে সৎগ্রহ গ্রহিণী নাশ হয় ।

অকাল মৃত্যুহরণ বটিকা । হিঙ্গুল শৃঙ্গীবীষ স্বৰ্ণভস্ম লৌহ
ভস্ম হরিতালভস্ম বঙ্গভস্ম মোহাগা দারুমোচ আকিঙ্গজীরা
এই সকল দ্রব্য শোধিত করিয়া সমভাগে চূর্ণ করিয়া ভা-
বনা দিবেন ভাবনা যথা — বেণুপত্র রস ভীমরাজরস কেও
রিয়ার রস ছাগদুগ্ধে মর্দন অথবা কেবল ছাগদুগ্ধে ভাবনা
দিবেন যবাক্ষি পরিমাণ বটি অনুপান ছাগদুগ্ধে পথ্য দুগ্ধাম
ইহাতে অগ্নিমান্দ্য শোথ গুল্ম শূল সৎগ্রহ গ্রহিণী জ্বরাত-

সার কামলা পাণ্ডু এই সকল রোগ নষ্ট হয় এবং শক্তি ও বল বৃদ্ধি করে।

ইতি দর্পণে সংগ্রহ গৃহিণীধিকার সমাপ্তঃ ।

স্মৃতিকা গৃহিণী চিকিৎসা ।

চিহ্নামূলি চূর্ণ । ধন্যা বালা সোমরাজ জৈষ্ঠমধু সৈন্ধব পাণকাস্ত দেবদারু শঠি নাগেশ্বর এতাতক কাকড়াশূকী জটামণী ত্রিমদ হরিদ্রা দারুহরিদ্রা লতাকস্তুরী দারু-
চিনি অগৌর রেণু ক বিরুজা লালুকা রক্তচন্দন পানমৌরী
জীরা রক্তজীবা কাবুলি কপূর শুল্কা ত্রিক ॥ গোস্তয়ীজ
জীবন্তী জায়ফল মোহাগা বেলগুঠা দাড়িমছাল আফ্র
চিমুড়মূল মুক্তি মালুক লবঙ্গ পাঠামূল মোচরম জামবুশি
বিজয়াবীজ শ্বেতধূনা খদির মুখা এষাংপ্রতি সমদ্রা ভক্ষণ
৪ মাষা অনুপান জল ইহাতে স্মৃতিকাগৃহিণী শূল নানাবর্ণ
অতিমার সংগ্রহগৃহিণী শোথ অগ্নিসান্দ্য অরুচি এই সকল
নষ্ট করে।

গৃহিণীকণাট বটিকা ।

শোধিত পারা শোধিত গন্ধক শোধিত হরিতাল শো-
ধিত হিজল শোধিত শূক্ৰিষ অভ্রভস্ম লৌহভস্ম বঙ্গভস্ম
কাড়ভস্ম শোধিত মোহাগা জয়িত্রী জায়ফল লবঙ্গ জীরা খ
দির মোচরম ত্রিকটু ত্রিফলা এষাংপ্রতি যত আফ্র তত
সকল চূর্ণ করিবে পরে ভাবনা কাকড়াশূকী রস আকনাদি
মূলরস ধস্তুরামূল রস গন্ধতাদালী রস এষাং প্রত্যেকে
একবার ভাবনা দিবে মটরাকৃতি বটি অনুপান এলাইচের
খোলা ধন্যা শুষ্ঠী আমকেশি লবঙ্গ জায়ফল ইহাতে নানা
প্রকার স্মৃতিকাগৃহিণী ও বৃন্দজগৃহিণী সান্নিপাতগৃহিণী নষ্ট
হয় আর যমের বাঞ্জিত নাশজ্বরে ও বাহু দস্তাপ নাশ
করে এবং স্ত্রীলোকের সস্তানের চিরজীবিতা হয়েন।

নৃপবল্লভরস । হিজলমু পারা গগণগন্ধক অভ্রভস্ম তা-
লিশপত্র নৌহভস্ম সৈন্ধব মুখা ধন্যা ধাতকীপুষ্প বেলগুঠা

আতইচ শুষ্ঠী ত্রিকলা রক্তচন্দন শ্বেতচন্দন তেজপত্র জায়
ফল লবঙ্গ এলাইচ গুড়ক বাল্য মেথি ভাঙ্গবীজ চিতামূল
কড়িতম্ব মোহাগাতম্ব মোচরস পিপুলফুল হরীতকী চিড়-
ঙ্গমূল মরীচ পাঠামূল কেন্দু শঠি ইন্দ্রযব এবাংপ্রতি সম
ভাগ সকলের সমান আফিঙ্গ সকল শোধিত চূর্ণ করিবে
পোস্তুরসে মর্দন করিয়া ১ গুঞ্জা পরিমাণ বটি করিবে অনু
পান ধাতু বিশেষ এই ঔষধ সেবন মাড্রে দুস্তর স্মৃতিকা
নানাবর্ণ অতিসার সংগ্রহ গ্রহিণী অম্লপিত্ত গ্রহিণী শূল রক্ত
বেগ সাধ্যাসাধ্য জ্বর শোথ পাণ্ডু কামলা প্রীহা নাশ হয়
আর এই ঔষধ ক্ষীণেতে পুষ্টিকর হয় ও স্ত্রীলোকের স্তনে
দুগ্ধকর হয়।

বিল্বাদি চূর্ণ।

বেলশুঠা লবঙ্গ জীরা রেণুক সৈন্ধব চহুজাতী যমানী
শঠি ত্রিকলা শুল্কা মোরী মুখা ত্রিকটু হিজল ফুলহরীতকী
কঙ্কলী আফিঙ্গ জরিজী জায়ফল হরিদ্রা দারুহরিদ্রা বেণা-
মূল জটামাংসী শ্বেতচন্দন রক্তচন্দন জ্যেষ্ঠমধু ভষ্মরুকন
অত্রতম্ব মুখা মোহিতম্ব চিতামূল তালিশপত্র খদির পোস্ত
বীজ তালমূলী পাঠামূল মোচরন কেন্দু শঠি ইন্দ্রযব শ্বেত
ধুনা এবাংপ্রতি যত সিদ্ধিপত্র শুষ্ঠী তত সকলচূর্ণ করিবে
ভক্ষণ ২ মাষা অনুপান উষ্ণজল ইহাতে নানাপ্রকার স্মৃতিকা
নানাপ্রকার অজীর্ণ নানাপ্রকার অতিসার অম্লপিত্ত অগ্নি-
মান্দ্য সংগ্রহ গ্রহিণী অর্শ শোথ পাণ্ডু নাশ হয়।

নায়িকা চূর্ণ। চিতামূল ত্রিকলা ত্রিকটু বিড়ঙ্গ হরিদ্রা দারু
হরিদ্রা ভেলা যমানী হিজল বিটলবন সৈন্ধবলবণ মচললবণ
গ্রহধূম বচ কুড় মুখা অত্রতম্ব গন্ধক যবক্ষার সাচিক্ষার বন
যবানী পারল গজপিপুল মূল এবাংপ্রতি সমভাগে যত
শোধিত বিজয়াপত্র তত সকল চূর্ণ করিবে ভক্ষণ ৪ মাষা
অনুপান জল ইহাতে মন্দাগ্নি কাস প্রীহা পাণ্ডু প্রমেহ
শোথ বিষ্টভ্র সংগ্রহ গ্রহিণী নানাতিসার সর্ব প্রকার শূল

আমবাত গদ ছর্দি স্নাতকাকুল নষ্ট হয় ইহাতে পথ্য
কাঞ্জি দধি অমূল দুগ্ধ ।

স্নাতিকাক্ষ শরসায়ন । স্বর্ণভস্ম বস্মভস্ম পাণ্ডা গন্ধক জীরা
জ্বরিতাল হিঙ্গুল শুক্তিবিষ লৌহভস্ম ধুতুরাবীজ শঙ্খ বিষ
সোহাগা এষাংপ্রতি সমভাগ শোধন করিবে সকলের অ-
র্দ্ধেক আফিজ সকল চূর্ণ করিয়া ধুতুরামূলরসে পেষণ ক-
রিবে পরে গুগ্ধ করিয়া সরিষা পরিমাণ বটি বান্ধিবে ভক্ষণ
২ রতি অনুপান দুগ্ধ পথ্য দুগ্ধার্স উহাতে ভয়ানক স্নাতিকা
গর্ভস্নাতিকা প্রসূতা সংগ্রহ গৃহিণী জ্বরীতিসার অতিসার
শোথ অগ্নিমান্দ্য অমূল কাস শ্বাস নষ্ট হয় ।

ইতি দর্পণে স্নাতিকাক্ষিসার সমাপ্তঃ ।

গর্ভ স্নাতিকা ।

স্বহস্তবঙ্গাদি চূর্ণ । ধন্যা আতইচ ত্রিকটু সৈন্ধব হবুধ
কুড় কফস জীরা জয়ন্তী জায়কল ত্রিকলা সচললবণ বিট-
লবণ ধাতকীপুষ্প রসাজন ত্রিজাতক তালিশপত্র নাগেশ্বর
বেলশঠা পিপুলমূল বনযমানী মোচরস সোহাগা যবক্ষার
মুখা বালা কুড়চিবীজ কুড়চিছাল কটকী নাটাকল জটা-
মাংসী লেঙ্গুবীজ দাড়িম্ববীজ চিতামূল বিড়ঙ্গ কেন্দু শঠি
পাঠামূল অভ্রভস্ম লৌহভস্ম স্বর্ণভস্ম এষাংপ্রতি সমভাগে
যত, লবঙ্গ তত সকল চূর্ণ করিবে ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান
জল ইহাতে গর্ভিণীর স্নাতিকা নানাবর্ণ অতিসার অমূলপহি
অগ্নিমান্দ্য অরুচি অমূল কুক্ষিশূল জ্রীলোকের এই সকল
নষ্ট করে ।

মেথিমোদক ।

ত্রিকটু ত্রিকলা মুখা জীরা কৃষ্ণজীরা ধন্যা কফল কুড়
কাঁকড়াশূলী যমানী সৈন্ধব বচ তালিশপত্র নাগেশ্বর তেজ
পত্র গুড়মুক জায়কল এলাইচ এষাংপ্রতি সমভাগে যত
শোধিত মেথি তত সকল সমভাগে চূর্ণ করিবে পুস্তাতন
গুড়দ্বারা ৮ মাষা পরিমাণ মোদক বান্ধিবে ঔষধ সেবন

কেবল প্রাতঃকালে অনুপান দুগ্ধ দ্বারা করিলে আমবাত
নষ্ট করে আর সূত মধু অনুপানে ঔষধ সেবন করিলে
অগ্নিদীপ্তি করে গর্ভিণীর স্মৃতিকানষ্ট হয় এবং বল ও বর্ণ
বৃদ্ধি করে আর গর্ভে সন্তান রক্ষা হয় ।

মদনমোদক । ত্রিকটু ত্রিফলা কঁকড়াশূঙ্গী কুড় নৈস্ক্রব
ধন্যা শঠি তালিশা এক কফল নাগেশ্বর বনষমানী যমানী
যষ্টিমধু মেথি জীরা কৃষ্ণজীরা ত্রিজাতক ত্রিমদ এষাংপ্রতি
সমভাগে যত শোধিত বিজয়াপত্র তত সকল চূর্ণ করিবে
সকলের দ্বিগুণ চিনি মোদক ৮ মাষা পরিমাণে বান্ধিবেন
ইহার পূর্বে কপূর এলাইচ গুড়ত্বক তেজপাতা এষাংপ্রতি
১ তোলা চূর্ণ দিবেন স্নিগ্ধভাণ্ডে মোদক রাখিবেন ঔষধ
সেবন এক সন্ধ্যা অথবা দুই সন্ধ্যা অনুপান জল । ইহাতে
গর্ভিণীর স্মৃতিকা নাশ হয় এবং সর্ষ রোগ নাশক ইহাতে
জানিবেন আর অগ্নিমান্দ্য কাস সকল প্রকার শূল এই স-
কল রোগের নিঃশেষ হয় এবং এই ঔষধ সেবন করিলে
বৃদ্ধ যুবাব ন্যায় হয় ।

স্বপ্নমেথিমোদক । ত্রিকটু ত্রিফলা কঁকড়াশূঙ্গী ধন্যা
জয়িত্রী নৈস্ক্রব তালিশাপত্র নাগেশ্বর কুড় কটকল এলাইচ
গুড়ত্বক তেজপাতা এষাংপ্রতি যত শোধিত মেথি তত স-
কল চূর্ণ করিবে সকলের সমান চিনি সূত মধু দিয়া মোদক
পাকাইবে ৮ মাষা পরিমাণ সেবন একসন্ধ্যা অথবা দুই
সন্ধ্যা অনুপান ঔষধ দুগ্ধ ইহাতে অতিসার স্মৃতিকা গৃহিণী
মন্দাগ্নিজ্বর শূল এদোষ অমূপিত্ত এই সকল নাশ হয় এবং
এই ঔষধ ক্ষীণেতে পুষ্টি কর হয় ।

স্ত্রীলোকের গর্ভ ইহিয়া যদি দ্বাদশমাস পর্য্যন্ত প্রতি-
মাসে গর্ভে বেদনা এবং স্মৃতিকা হয় তাহার নিবারক ঔষধ
প্রথম মানাবধি ক্রমে লিখিতেছি ।

১ পদ্মকান্থ রক্তচন্দন চণ্ডি জ্যেষ্ঠমধু সুন্ধি শালুক
এষাংপ্রতি ২ মাষা দুগ্ধে পোষণ করিয়া চিনি মধু প্রক্ষেপ

দিয়া সেবন করাইবে এই যুক্তিযোগে প্রথম মাসের গর্ভ বেদনা শূল অম্ল কামলা স্মৃতিকা অগিমান্য নাশ করে ।

২ থুলকুঁজিরমূল দুক্ষে পেষণ করিয়া অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া খাইবে ইহাতে দ্বিতীয় মাসের গর্ভ বেদনা এবং প্রথম মাসোক্ত ঔষধ নিবারিত ব্যাধি সকলের নাশ হয় ।

৩ অম্লমূলের ছাল কথবেলের ছাল এই দুয়ের রস চিনি মধু দুকের সহিত উষ্ণ করিয়া খাইবে ইহাতে তিন মাসের গর্ভবেদনা নাশ হয় আর পূর্কোক্ত রোগ নিরুত্তি হয় ।

৪ ইক্ষুরস নারিকেলোদক একত্র করিয়া উষ্ণ করিয়া পরে পান করিবে ইহাতে ত্তরোগ নাশ হয় ।

৫ পদ্মমূল সবীজকদলী দুক্ষে পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে সেবন করিবে ইহাতে পূর্কোক্ত রোগ বিনাশ হয় ।

৬ তালমূল পদ্মমূল চন্দন দুক্ষে পেষণ করিয়া খাইবে এই যুক্তিযোগে বষ্ঠ মাসীয় গর্ভরোগ নিঃশেষ হয় ।

৭ এরণ্ডমূল রস ভূমিকুশ্মাণ্ডমূল রস এই দুই প্রকার রস একত্র পান করিলে সপ্তম মাসীয় গর্ভরোগ নিরুত্তি হয় এবং মজল হয় ।

৮ কেরুক রস মধু চিনির সহিত পান করিলে গর্ভরোগ নিরুত্তি হইয়া সুখ প্রাপ্তি হয় ।

৯ অনন্তমূল বৃদ্ধি । দারুক রসে পেষণ করিয়া সেবন করিলে নবম মাসীয় গর্ভরোগ নষ্ট হয় ।

১০ দাড়িম্ব একলা সূত দুক্ষশকরা একত্র পেষণ করিয়া খাইলে দশম মাসীয় গর্ভরোগ বিনাশ হয় ।

১১ অশ্বগন্ধামূল ভকের সহিত পান করিলে একাদশ মাসীয় গর্ভরোগ বিমুক্ত হইয়া সুপ্রসবা হয়েন ।

১২ সূতের সহিত চম্পক মিশ্রিত করিয়া গব্য দুকের সমভাগে পান করিলে সুপ্রসবা হয়েন এবং গর্ভরোগ না-
জেই থাকে না ।

ইতি দপণে গ্রহিণ্যাধিকার চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অশাধিকার।

অশরোগ মলদ্বারে তিন প্রকার বলি হয়, অন্তবেলি মধ্য বলি বাহ্যবলি তাহার মধ্যে যাহার বাহ্যবলি হইয়া থাকে তাহার প্রলেপ, গঁঠে হরিদ্রা সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া সেই চূর্ণে মনসালিজের আঠা দিয়া মলদ্বারে প্রলেপ দিবে এবং মলদ্বারে অগ্নির তাপ দিবেন এক সপ্তাহ কিম্বা দুই সপ্তাহ এই প্রকার চিকিৎসা করিলে নিঃশেষ রোগ হইতে মুক্ত হইবেন, অশরোগের পথ্য, নবনীত সূত কৃষ্ণতিল পানীকলের আটার রুটি পুরাতন সূক্ষ্ম তণ্ডুলের অন্ন ক্ষুদ্র মৎস্যের বুঘ তরকারি ওল শানকচু মুলা পটোল ডুম্বুর তরু ইত্যাদি পথ্য জানিবেন তণ্ডুল মটরাদি ভজ্জন এবং পচা মস্য কদাচ খাইবেন না ইহাতে অত্যন্ত রোগ বৃদ্ধি হয় জানিবেন।

ঘোষালকল সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া পুঁ-টুলি করিবেন পরে বলিতে লাগে এই প্রকারে মলদ্বারে ঘর্ষণ করিবেন।

পুনর্বার ঐ ঘোষাল সূক্ষ্ম চূর্ণ কিঞ্চিৎ গুড় দিয়া বস্ত্রে খণ্ডে মাখাইয়া বাতি করিবে সেই বাতি মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া রাখিবে তাহাতে তিন প্রকার বলির প্রতিকার হয়।

নফটকীর মূলের ছাল ঘোল দিয়া অথবা কাঞ্জি দিয়া পেষণ করিয়া মলদ্বারে প্রলেপ দিলেন, এবং নফটকীর মূলের ছাল আর বিটলরণ তরুদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে প্রতিকার হয়, এবং পূর্বোক্ত দ্রব্যে বনযমানী পেষণ করিয়াও প্রলেপ দিবেন।

আর নফটকীর মূলের ছাল সূক্ষ্ম চূর্ণ হরীতকী সূক্ষ্ম চূর্ণ গুড় দিয়া খাইবেন, অথবা কেবল হরীতকী চূর্ণ গুড় দিয়া খাইবেন এবং বলিতে প্রলেপ দিবেন।

প্রাণদাগুড়িকা। শুষ্ঠী ৩ পল মরীচ ৪ পল পিপ্পল ২

পল চণ্ডি ১ পল তালিণপাতা ১ পল নাগেশ্বর ৪ তোলা
 পিপুলমূল ২ পল তেজপাতা ১ তোলা গুজরাটি এলাইচ-
 বীজ ২ তোলা দারুচিনি ১ তোলা বেণামূল ২ তোলা পুরাতন
 গুড় ৩ পল, যদি পিত্তাধিক্য থাকে তবে শুষ্ঠী স্থানে হরী-
 তকী দিবেন, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিবে তাহাতে যত হ-
 ইবে তাহার চতুর্গুণ চিনি পাক করিয়া চুলা হইতে নামা-
 ইয়া তাহাতে ঐ চূর্ণ দিয়া তাড়ু দ্বারা নাড়িতে ২ যখন
 কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিবে তখন ২০ রতি পরিমাণ গুড়িকা বা-
 জিবে, এই ঔষধ প্রাতঃকালে সেবন করিয়া কিঞ্চিৎ কাল
 বিলম্বে বাসি শীতল জল পান করিবে, ইহাতে অশ সংযুক্ত
 শ্রীহা পাণ্ডু শ্বাস এই রোগ নিরূপ্ত হয় ।

শূরনমোদক । মরীচ ২ পল শুষ্ঠী ২ পল চিতামূল ৪
 পল, বনজগুল ৪ পল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ যত হইবে তা-
 হার সমান পুরাতন গুড় এই সকল দ্রব্য একত্রে পাক ক-
 রিয়া চুলা হইতে নামাইয়া তাড়ু দ্বারায় বীজ মারিবার মত
 করিয়া ১ তোলা পরিমাণ মোদক করিবেন ।

বাহুসালগুড়িকা । তেউড়ি চণ্ডি দন্তি গোক্ষুরী চিতা-
 মূল রাখালসার মূল মুখা শুষ্ঠী বিড়ঙ্গ হরীতকী এযাংপ্রতি
 ১ পল ভেলা ৮ পল বিভীতকী ৬ পল বনজগুল ১৬ পল
 পাকার্থ জল ১২৮ সের শেষ ৩২ সের পুরাতন গুড় ১২২ পল
 পাকের নিয়ম, ১২৮ সের জল পাকপাত্রে চড়াইয়া তা-
 হাতে তেউড়ি প্রভৃতি ঔষোদশ দ্রব্য দিয়া পাক করিলে
 যখন ৩২ সের জল থাকিবে তখন ঐ জলকে ছাঁকিয়া তা-
 হাতে ঐ পুরাতন গুড় দিয়া পুনরায় গুড়বৎ করিবে পাক
 সিদ্ধি হইলে তাহাতে তেউড়ি চূর্ণ ২ পল বন্যগুল চূর্ণ ২ পল
 চিতামূল চূর্ণ ২ পল এলাইচ বীজ চূর্ণ ৬ পল দারুচিনি চূর্ণ
 ৬ পল মরীচ চূর্ণ ৬ পল নাগেশ্বর চূর্ণ ৬ পল এই সকল
 চূর্ণ একত্রে দিয়া তাড়ু দিয়া নাড়িতে ২ সার গুড়ের মত
 হইলে প্রত্যহ ১ তোলা অনুপান প্রাতঃকালে খানিবেন,

ইহাং নানা প্রকার অর্শ এবং গ্ৰীহা অগ্রমাস কড়া গুল্ল
নামান্য শূল এই সকল রোগ নষ্ট হয় ।

ভেলা শোধন । গোময়ের জলে সিদ্ধ করিয়া নির্মাল
জলে ধোত করিবেন, পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ভেলা ভা-
ঙ্গিয়া তাহার আঠা লইবেন ।

কুটজাবলেহ । কুড়চিছাল ১০ পল পাকার্থ জল ৬৪
সের শেষ ৮সের পুরাতন গুড় ৩০ পল সূত ৮ পল প্রক্ষেপ
বচ শুষ্ঠী পিপুল মরীচ বিড়ঙ্গ হরীতকী বয়ড়া আমলকী
ইন্দ্রযব চিতামূল রসাঞ্জন ভেলা আতইচ বেলশুঠা এইসকল
দ্রব্য চূর্ণ করিয়া প্রত্যেক ১ পল লইবেন, আর মধু ৮পল,
পাকের প্রকার পাকপাত্রে ৪৩ সের জল দিয়া তাহাতে ১০০
পল কুড়চিছাল ছেঁচিয়া দিবেন পাক শেষ হইলে ৮ সের
শেষ জল ছাঁকিয়া লইবেন ঐ ৮সের জল আর পুরাতন গুড়
৩০ পল এবং ৮ পল সূত একত্রে পাক করিবেন, পরে য-
খন অবলেহ ন্যায় হইবে তখন বচ প্রভৃতি দ্রব্যের চূর্ণ তা-
হাতে দিয়া তাড়ুর দ্বারা নাড়িতে ২ শীতল হইলে মধু ৮
পল তাহাতে দিয়া অবলেহ যোগ্য হইলে শুষ্ক না হয় এ-
মত এক পাত্রে রাখিবেন প্রত্যহ ১ তোলা পরিমাণে
সেবন করিবেন ।

চন্দ্রপ্রভাব বটিকা । বিড়ঙ্গ চিতামূল শুষ্ঠী পিপুল মরীচ
হরীতকী বয়ড়া আমলকী দেবদারু চণ্ডি চিরাতা পিপুল
মূল মুখা শঠী বচ শুষ্ক স্বর্ণমাক্ষিক সৈন্ধব সচল যবক্ষার
মাচিক্ষার হরিদ্রা দারুহরিদ্রা ধন্যা গজপিপুল আতইচ,
এষাং প্রতি ২ তোলা শুষ্ক গুগ্গুল ২ পল চিনি ৪ পল বংশ-
লোচন তেউড়ি দন্তি দারুচিনি তেজপাতা এলাইচ বীজ,
এষাং প্রতি ১ পল এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া ৮ প্রহর
জল দ্বারা খলে মর্দন করিয়া ৪ গুল্ল পরিমাণ বটি করিবেন
অনুপান পুরাতন গুড় ২০ রতি এবং বন্যগুল সূক্ষ্মচূর্ণ ২০ রতি
পাণ্ডা সূক্ষ্ম পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন মৎস্যের বুধ তরু, এবং

কোন মতে এই ঔষধিতে কজ্জলী ১ পল দিতে হয় লিখি-
রাছেন, ইহাতে অশরোগ নিরূপিত হয় ।

দর্পণং ।

পিত্ত দ্বারা রক্ত দুট হইয়া নাসিকা দন্ত গুহ নথ লিঙ্গ
এই পঞ্চ স্থান হইতে নিগত হইয়া পঞ্চ প্রকার অশ হয় ।

ইহার মন্ত্র । শাকর কোরে শঙ্কর চরিতা যে জানন্তি
ঈচহ চরিতা, তারক অঞ্জে না হয় আরিশা, ছুতিছুতাং
ইমাং বিছাং চতুঃগ্রামে যোন প্রকাশন্তি রম্য ব্রহ্মহত্যা
পাতকা ভবন্তি, বিছা ন সিদ্ধন্তি অগস্ত্যমুনি ব্রহ্মহত্যা পা-
তকী ভবন্তি অমুকার অঞ্জে হারিশা নাই, অকল কলিকা ২
ইহ কলিকা যে জানন্তি যে শুনন্তি তাকর অঞ্জে তাকর বংশে
না হয় হারিশা লিঙ্গই রিমিবি সবি অমুকার অঞ্জে, নাসিকা
হারিশা দন্ত হারিশা গুহ হারিশা শুক্র হারিশা লিঙ্গ হা-
রিশা ছুতিছুতাং বিছাং চতুঃগ্রামে যোন প্রকাশন্তি সত্য
সত্য ব্রহ্মহত্যা পাতকা ভবন্তি, কালি কালি কাত্যারনী বত-
রম হঃস্বহা পানিছন্দ পানিবন্দ পানি যে উপজিল ধরল
যোকদ্ধ একনালে করে সহজ নালে পুরে কার আজ্ঞাশিঙ্গা
যোগা গোরঞ্জে আরজ্ঞার অমুকার অঞ্জে হারিশা নাই ।

সমশকরা চূর্ণ । শুষ্ঠী পিপুল ৫ তোলা মরীচ ৫ তোলা
নাগেশ্বর ৪ তোলা তেজপাতা ৩ তোলা গুড়ত্বক ২ তোলা
এলাইচ বীজ ১ তোলা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ যত চিনি তত
সকল একত্রে মর্দিত করিয়া তাণ্ডে রাখিবে, ভক্ষণ ৮ মাষা
অনুপান উষ্ণ জল, ইহাতে গুহ অশ কাম স্থান এই সকল
নষ্ট করে ।

প্রাণদাগুড়িকা । শুষ্ঠী চূর্ণ ৩ পল মরীচ ১ পল পিপুল
২ পল চণ্ডি ১ পল তালিশপাতা ১ পল নাগেশ্বর ২ কৰ্ষ
পিপুলমূল ২ পল পিপুলপাতা চূর্ণ ১ তোলা এলাইচ বীজ
১ কৰ্ষ গুড়ত্বক ১ তোলা বেণারমূল ১ তোলা, এই সকল দ্রব্য
সুক্ষ্ম চূর্ণ করিবে, পুরাতন গুড় ৩ পল সকল একত্রে ম-

দিত করিয়া বদরি পরিমাণ বটি বান্ধিবে অনুপান শুষ্ঠী
হরীতকী ছেঁচিয়া জলে ভিজাইবে, সেই জলে এবং ভোজ-
নাশ্তে ও ভোজনের পর ঐ জল পান করিবেন, পিত্ত অর্শে
অনুপান চিনির জল এবং ভোজনের পূর্বে ও পরে চিনির
জল পান করিবেন, এই ঔষধ সকল প্রকার অশি ও বাত
পিত্ত কফ জন্য যে যে নানা প্রকার অর্শ মুত্রচ্ছু বাতরোগ
গলগ্রহ বিষমজ্বর মন্দাগ্নি পাণ্ডু কৃমি হৃদ্রোগ গুল্ম শূল
ছর্দি অতিমার কামলা কাস শ্বাস এই সকল রোগের না-
শক হয় ।

স্বপ্ন শূরণমোদক । মরীচ ২তোলা শুষ্ঠী ৪তোলা চি-
তামূল ৩তোলা বনযগুল চূর্ণ ৮ তোলা, এই সকল দ্রব্যের
চূর্ণ অর্দ্ধসের পুরাতন গুড়ের সহিত মর্দন করিয়া ৮ মাযা
পরিমাণে মোদক করিবে অনুপান ওলমিদ্ধ জল এক
মন্ত্রা অথবা দ্বিমন্ত্রা এই ঔষধ সেবন কর্তব্য ইহাতে নানা
প্রকার অশ্মশূল গোদ গুল্ম শ্লীপদ এই সকল রোগ নষ্ট করে

রুহং শূরণমোদক । বন্যগুল চূর্ণ ৩২ তোলা চিতামূল
১৬ তোলা শুষ্ঠী ৮তোলা ভূনিকুম্মাণ্ড চূর্ণ ৩২তোলা গুড়-
ত্বক ৪ তোলা এলাইচ বীজ ৪ তোলা কপূর ১ তোলা এই
সকল দ্রব্য মর্দন কারণ পুরাতন গুড় ৬ সের একত্রে মর্দিত
করিয়া ৮মাযা পরিমাণ মোদক করিবে অনুপান পুরাতন
বিরিকলাইয়ের ঘূষ, ইহাতে অশ্ম শ্লীপদ হিক্কা শ্বাস কাস
ইত্যাদি রোগ সকল অপনয় হয় ।

অশ্বজ্বটিকা । ত্রিকটু ত্রিকলা ত্রিজাতক ধূস্তুরাবীজ
রাম্ম লবঙ্গ জায়ফল জীরা মোহাগা শুল্কা হালিম আফিজ
কড়িভস্ম শঙ্খভস্ম কজ্জলী ইন্দ্রযব বিটলবগ মৈন্ধব, এযাং
প্রতি সমভাগ চূর্ণ করিয়া ভাবনা দিবেন যথা কুড়চিহ্নল
ছালের রস ৩দিবস দিবেন কুঁচিলামূল ছালের রস ২ দিন
দিবেন পরে মর্দন করিয়া ওরতি পরিমাণে বটি বান্ধিবেন
অনুপান কেশুরিয়ার রস, ইহাতে নানা প্রকার অশ্ম গৃহিণী

শূল অম্লপিত্ত অগ্নিমান্দ্য সৎগ্রহ গ্রহিণী এই সকল রোগ নাশ হয়।

প্রলেপ। চিতারমূল হরিদ্রা, পেষণ করিয়া ৩ দিন প্রলেপ দিবেম।

মেদিমূল ছাল শুষ্ঠী পেষণ করিয়া ৪ দিন প্রলেপ দিবেন।

পাকার্থ প্রলেপ। তিল তণ্ডুল কাঁচা হরিদ্রা পাচা কলা সত্ত্ব দধি দ্বারায় পেষণ করিয়া ৪ দিন প্রলেপ দিবেন, পাকিলে মুক্ত হইবে।

কুড়চি অবলেহ। কুড়চিছাল ১০০ পল পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ৮ সের বস্ত্রে ছাঁকিয়া পুনর্বার ঘন করিয়া পাক করিলে, পরে ভেলা শুষ্ঠ বিড়ঙ্ক ত্রিকটু ত্রিকলা রসাজন চিতারমূল ইন্দ্রযব বচ আতাইচ বেলশুষ্ঠা, এষাং প্রত্যেকে ৮ তোলা চূর্ণ ইহাতে দিবে চিনি ৩০ সের মধু ১ সের সূত ১ সের একত্রে পাক করিবে ভক্ষণ ১ তোলা দুই সন্ধ্যা সেবন করিবে, অনুপান আমরজে ছাগদুগ্ধ অশৌ জল ইহাতে গুহ শূল আমরক্ত শোথ এই সকল রোগ নষ্ট হয়।

মুক্তিযোগ। সত্ত্বজাত নবনীত তিল তণ্ডুল, একএ পেষণ করিয়া খাইবে।

মুক্তিযোগ। নাগেশ্বর পুষ্প চূর্ণ সত্ত্ব নবনীত চিনি একএ মর্দন করিয়া খাইবেন।

মুক্তিযোগ। নাগেশ্বর চূর্ণ সত্ত্ব নবনীত চিনি তিল তণ্ডুল পেষণ করিয়া ঘোলের সহিত গুলিয়া খাইবেন।

পায়সাদি পাচন। বরাক্রান্তামূল সূদিমূল মোচরস মুখা লোধছাল তিল তণ্ডুল রক্তচন্দন এয়াংপ্রতি ৫মাষা এই সকল দ্রব্য ছেঁচিয়া বস্ত্রে পুটলি করিয়া দোলা বস্ত্রে পাক করিবে পাকার্থ ছাগদুগ্ধ অর্দ্ধসের জল ১ সের শেষ ১ পোয়া প্রক্ষেপ চিনি।

অশহারি সূত। সূত ৪ সের ছাগদুগ্ধ ১৬ সের তণ্ডুলো

দক ৪ সের বেণামূল জল ৪ সের কেশুরিয়ার রস ৪ সের ডু-
ম্বুর জল ৪ সের কল্ক লৌহমণ্ডুর রক্তচন্দন পদ্মকাষ্ঠ না-
গেশ্বর বয়ড়া বরাকান্তা মূল মোচরস মুখা বালা বেলগুঠা
পাঠামূল তালমূলী খাতকীপুষ্প রসাজন এষাংপ্রতি ৮
তোলা চূর্ণ চিনি ১ সের মধু ১ সের ভক্ষণ ১ তোলা অনুপান
দুগ্ধ ইহাতে অর্শ বিম্প দাহ ক্ষীণতা কণিশূল গুহ্মশূল এই
সকল রোগ নষ্ট হয় আর অগ্নিরুদ্ধি কাষ্ট্যশুষ্টি ও কামরুদ্ধি
হয়।

মুষ্টিযোগ।

বয়ড়ার মাঁশ শ্বেত পুনর্নবা মূল শুষ্ঠী চিনি এষাংপ্রতি
২ মাষা পেষণ করিয়া খাইবে।

অর্শাদিলৌহ।। কাঁচা কদলীরক্ষের রস ৪ সের দাড়িম
পাতার রস ৪ সের কাঁচা পানীফল ৪ সের গিমুলছালের
রস ৪ সের ছাগদুগ্ধ ২ সের চিনি ২ সের এই সকল দ্রব্য বস্ত্রে
ছাঁকিয়া ঘন করিয়া পাক করিবে পরে লৌহভস্ম তালমূলী
ত্রিফলা শ্বেত পুনর্নবা মূল জায়ফল জয়ন্তী তালমাখলা এলা
ইচ বীজ এষাংপ্রতি ২ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া ঔষধ করি
বেন ভক্ষণ ১ তোলা অনুপান কেশুরতোয়র রস ও অশোক
পত্র রস একত্র করিয়া লইবেন ইহাতে অর্শ প্রমেহ গুহ্মদাহ
অতিসার এই সকল রোগ নষ্ট হয়।

অগ্নিনাক্ষ্য চিকিৎসা।

হিঙ্গঅষ্টক। শুষ্ঠী পিপুল মরীচ বনযমানী সৈন্ধব
জীরা কৃষ্ণজীরা হিঙ্গ। এষাংপ্রতি সমভাগ মুগ্ধচূর্ণ করিয়া
মুগ্ধ বস্ত্রে ছাঁকিয়া পাতিলেবুর রসে চারি প্রহর মর্দন ক-
রিয়া ৪রতি পরিমাণ বটি প্রত্যহ প্রাতঃকালে পাতিলেবুর
রসে মর্দন করিয়া সেবন করিবেন। ইহাতে অজীর্ণ রোগ
নাগ হয়, পথ্য পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন হৃদ্র মৎস্যের ঘৃষ।
কিন্তু হিঙ্গ শোধন করিয়া দিবেন, শোধন যথা, মূলতানি
হিঙ্গ হুতে ভাজিয়া লইবেন।

অগ্নিমুখ চূর্ণ হৃৎক হিঙ্গ ১ তোলা বচ ২ তোলা পিপুল
৩ তোলা শুষ্ঠী ৪ তোলা যমানী ৫ তোলা হরীতকী ৬ তোলা
চিতামূল ৭ তোলা কুড় ৮ তোলা এই সকল দ্রব্য মৃদ্ধচূর্ণ
করিয়া ১০ রতি অনুমানে প্রত্যহ সেবন করিবেন সেবনের
কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে নিঃস্রব তেঁতুলপাতার রস আদহটাক
অনুপান পথ্য পাতিলেবুর রস ও চিনি একত্র করিয়া খা-
ইবেন আর পুরাতন তন্তুলের অন্ন প্রভৃতি লঘুপাক দ্রব্য ।
পাতিলেবুর রসে হিঙ্গ মর্দন করিয়া লইবেন ।

ধান্য শুষ্ঠী পাচন । ধন্য ১ তোলা শুষ্ঠী ১ তোলা
জল ৪ পল শেষ প্রক্ষেপ মধু মরীচ চূর্ণ ৪০ রতি ।

তৃষ্টিবোগ । যব মৃদ্ধচূর্ণ ঘোলে পাক করিয়া মোরার
চূর্ণ ২ । ৪ রতি তাহাতে দিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ খাইলে অঙ্গীর
ও জ্বর নাশ হয় ।

মেথি মোদক । শুষ্ঠী পিপুল মরীচ হরীতকী বহেড়া
আমলকী মুখা জীবক ঋষভক ধন্যা কটকল কুড় কঁকড়া-
শর্দি যমানী সৈন্ধব বচ নাগেশ্বরকুল তেজপাতা গুড়ত্বক
এলাইচ অত্র রক্তচন্দন মুর্খা লবঙ্গ তালিশপাতা বিড়ঙ্গ ক-
পূর এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ যত হইবে ঈষৎ ভাজা
মেথিচূর্ণ তত পুনর্বার মেথির সহিত যত হইবে তাহার দ্বি-
গুণ পুরাতনগুড় পাকের প্রকার, গুড়পাক পাত্রে চড়াইয়া
মোদকের উপযুক্ত পাক হইলে চুলা হইতে নামাইবেন,
পরে ঐ চূর্ণ সকল উহাতে দিয়া তাড়ু দ্বারায় নাড়িতে
মোদক পাকাইবার মত হইলে ১ তোলা পরিমাণে লাড়ু
পাকাইবেন সেবন প্রাতঃকালে ইহাতে অঙ্গীর নষ্ট হয়,
এবং অগ্নি বৃদ্ধি হয় পথ্যতন্ত্র ক্ষুদ্র মৎস্যের যব মৃদ্ধ পুরাতন
তন্তুলের অন্ন জলপানীয় চিনি মিহরির পান্য মরীচ চূ-
র্ণের সহিত অথবা পাতিলেবুর রস সহিত ।

ছতাসন রস । শোধিত গন্ধক ১ তোলা শোধিত পারা
১ তোলা মোহাগার খই ১ তোলা শুদ্ধবিষ ৩ তোলা মরীচ

৮ তোলা । রস গন্ধকে কজ্জলী পাতিলেবুর রসে ৮ প্রহর
থলে মর্দন করিয়া ১ গুণ্ডা পরিমাণ বটি করিবেন অনুপান
চিনি ২০ রতি আর মরীচের গুঁড়া ২০ রতি পথ্য পূর্ববৎ ।

রামবান্ রস । রস গন্ধক বিষ লবঙ্গ এষাং প্রতি ১ তোলা
মরীচ ২ তোলা জায়ফল অর্দ্ধ তোলা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ
কাঁচাতেতুলের রসের সহিত থলে ৪ প্রহর মর্দন করিবেন ১
গুণ্ডা পরিমাণ বটি অনুপান পাতিলেবুর রস ও চিনি অ-
থবা মুখার রস ও মরীচের গুঁড়া পথ্য পূর্ববৎ ।

অগ্নি কুমার রস । মোহাগার খই রস গন্ধক এষাং প্রতি
১ তোলা বিষ কড়িভস্ম শঙ্খভস্ম এষাং প্রতি ৩ তোলা মরীচ
৮ তোলা এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিবে
পরে পাতিলেবুর রসে ৪ প্রহর থলে মর্দন করিয়া ১ রতি
পরিমাণ বটি করিবেন অনুপান পাতিলেবুর রস । ইহাতে
অগ্নি প্রবল হইয়া অজীর্ণ দূর করে ।

কড়িভস্ম প্রকার । শুক্রবর্ণ গেঠেকড়ি পাতিলেবুর রসের
সহিত অনলে সিদ্ধ করিলেই শোধন হয় ।

মহাশঙ্খ বটি । মৈকবলবণ বিটলবণ সামরলবণ সচল
লবণ পাঙ্গালবণ হিঙ্গ শঙ্খভস্ম তেতুলের ছাল ভস্ম শুষ্ঠী
পিপুল মরীচ রসগন্ধক বিষ । এষাং প্রতি ১ তোলা এই স-
কল দ্রব্য সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া আপাঙ্গপত্রের রসে এক ভাবনা
দিয়া পরে চিতারমূলের রস দিয়া এক ভাবনা তৎপরে
গোড়ালেবুর রসে ভাবনা ৪ রতি প্রমাণ বটি অনুপান গোড়া
লেবুর রস এই ঔষধ ভোজনের পর সেবন করিলে অজীর্ণ
রোগ মিঃশেষ হয় ভোজনের পূর্বে সেবন করিলে অম্লপিত্ত
রোগ জন্মে পথ্য পূর্ববৎ ।

বৃহন্মহাশঙ্খ । লবঙ্গ চিতামূল শুষ্ঠী জয়পাল মোহা-
গার খই বীজ ভাড়কমূল এষাং প্রতি ২ তোলা এই সকল
দ্রব্য সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া দত্তিরসে চতুর্দশবার ভাবনা পরে গো-
ড়ালের রসে ৩ ভাবনা বীজভাড়ক রসে পঞ্চ ভাবনা এই

সংকল ভাবনা দিয়া তাহার পর রসগন্ধক মিঠা বিষ এষাং প্রতি ২ তোলা কিন্তু রসগন্ধকে কজ্জলী করিয়া দিবেন আর বিষ শোধন পূৰ্ব্বক চূর্ণ করিয়া দিবেন তৎপরে দস্তুরস এবং আদার রস দুই রস মিলিত করিয়া ভাবনা দিবেন অথবা চিতামুলের রসে ভাবনা দিবেন তদনন্তর খল করিয়া ১ গুণ্য পরিমাণ বটি করিবেন অনুপান মুখাররস নিৰ্জ্জল ও মরীচ চূর্ণ। ক্লিষাদি রস।

পারা ১ পল গন্ধক ২ পল তাম্র ৪ তোলা এই তিন দ্রব্য কজ্জলীর মত করিয়া লৌহপাত্রে পর্পটির মত পাক করিয়া ১০০ পল পাতিলেবুর রসে লৌহপাত্রে পাক করিয়া পাতিলেবুর রস শুষ্ক হইলে পিপুল চণ্ডি চিতামূল এই তিন দ্রব্য সমভাগে লইয়া তাহার ৮ গুণ জল দিয়া তার চতুর্থাংশের একাংশ থাকিলে সেই ক্রাথে ঐ পর্পটি ৭ ও বার ভাবনা দিবেন তাহার পরে বন্যগুলের রসে ৫ ভাবনা দিবেন তৎপরে ৩৪ তোলা মোহাগার খই মূক্ষচূর্ণ আর ১৭ তোলা বিটলবর্ণ তাহাতে দিবেন ইহাতে যত হইবেক তাহার সমান মরীচের মূক্ষচূর্ণ তাহাতে দিবেন তৎপরে তাহাতে কুলখ্য কালাইয়ের জলে ৭ বার ভাবনা দিবেন শেষে খলে মর্দন করিবেন ১ রতি পরিমাণ বটি প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিয়া কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে শিশিরে দেওয়া ছোলায় জল অনুপান করিবেন।

স্বপ্নশঙ্খবটি। বিষ ২ তোলা কড়িভস্ম ৬ তোলা মরীচ ১ তোলা জল দিয়া ৪ প্রহর খলে মর্দন করিয়া ৪ রতি পরিমাণ বটি করিবেন অনুপান পাতিলেবুর রস এবং ঔষধ সেবনের পরে কিঞ্চিৎ লেবুররস পান করিবেন।

দর্পণং।

হিঙ্গু অষ্টক। ত্রিকটু বনযমানী সৈন্ধব জীরা হৃৎজীরা হিঙ্গু এষাং প্রতি সমান চূর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান উষ্ণ জল ইহাতে মন্দাগ্নি অনুশূল নষ্ট করে।

যুষ্টিযোগ । হরীতকী ৬ মাষা শুষ্ঠী ৬ মাষা চিনি ৬ মাষা পেষণ করিয়া সেবন করিবেন ইহা কক জন্য মন্দাগ্নিতে জ্ঞানিবেন ।

বাতাজীর্ণ । হরীতকী ৪ মাষা পুরাতন গুড় ৪ মাষা সৈন্ধবলবণ ৪ মাষা ।

পিত্তাজীর্ণ । হরীতকী ৪ মাষা সৈন্ধব ৪ মাষা চিনি ৪ মাষা পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিবে ।

সৈন্ধবাদি । সৈন্ধব হরীতকী পিপুল যথা চিত্তায়ন এষাংপ্রতি সমচূর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান উষ্ণজল ইহাতে অতিশয় অনল দীপ্তি হয় ।

অনল যথ চূর্ণ । হিঙ্গ ১ তোলা বচ ২ তোলা পিপুল ৩ তোলা শুষ্ঠী ৪ তোলা যমানী ৫ তোলা এই সকল চূর্ণ করিয়া ৮ মাষা পরিমান ভক্ষণ করিবে অনুপান বাতে উষ্ণ জল পিণ্ডে দধিরমাত ইহাতে অজীর্ণ প্লীহা উদরী অর্শশূল গুল্ম এই সকল রোগ নষ্ট হয় ও অগ্নি বৃদ্ধি করে ।

বৈশানর চূর্ণ । ত্রিকটু এলাইচ হিঙ্গ বামনহাটীগূল বিটলবণ যবক্ষার পাঠায়ন যাশিনী তেতুল কাচলিতম্ব কৃষ্ণ জীরা চণ্ডি চিত্তায়ন গজপিপুল গুড়ত্বক কটকী গাঠ্যানা শ্বেত বাট্যালায়ন এষাংপ্রতি সমচূর্ণ করিবেক ভক্ষণ ৮ মাষা অনুপান উষ্ণ সূত ইহাতে নানাপ্রকার অজীর্ণ নাশ হয় কিন্তু এই ঔষধ দ্বিসন্ধ্যা সেবন কর্তব্য ।

দাবানল চূর্ণ । জায়কল জয়িত্রী শম্বতম্ব কটকিরী মোহাগাতম্ব এষাংপ্রতি ১ তোলা যবক্ষার ৫ তোলা পঞ্চলবণ প্রত্যেকে ১ তোলা পঞ্চভস্ম প্রত্যেকে ১ তোলা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সুক্ষ্ম বস্ত্রে ছাকিয়া পরে মর্দন করিয়া একত্রে রাখিবে অনুপান লেবুর রস ইহাতে আমবাত অম্লপিত্ত শূল মন্দাগ্নি গাঁহণী প্লীহা গুল্ম এই সকল রোগ নষ্ট করে ।

অজীর্ণ কণ্টক ।

শ্বেত আকন্দফুল কনকচাপাফুল খাইফুল নাগেশ্বরফুল

গাঞ্জাকুল ত্রিকলা জায়কল অম্মাবতস সার্চিকার যবকার
মোহাগা শঙ্খতম্য কড়িতম্য শুষ্ঠী ত্রিজাতক মরীচ জৈষ্ঠ-
মধু এষাংপ্রতি সমচূর্ণ করিয়া ভাবনা বিজয়া পত্ররস ভঙ্গণ
৪ মাষা অনুপান জল ইহাতে সকল প্রকার মন্দাগ্নি নষ্ট
হয়, আর শরীরের শোভা হয় ।

ভূজবিপাক বটি । লবঙ্গ ত্রিকলা ত্রিকট যমানী বিল
যমানী জীরা কৃষ্ণজীরা ত্রিজাতক ত্রিমদ শোধিত হিঙ্গল
জায়কল মোহাগা অদ্রভম্য নাগেশ্বর বঙ্গতম্য কড়িতম্য আ-
র্কক এষাংপ্রতি সমচূর্ণ সিদ্ধিপাতার ঝসে মর্দন করিয়া
১ মাষা পরিমাণ বটি বান্ধিবে জল অনুপানে সেবন করি-
বেন ইহাতে অম্মপিত্ত শূল অজীর্ণ গাহণী গুল্ম এই সকল
রোগ ভাল করে ।

মহোষধি রস ।

শোধিত পারা শোধিত গন্ধক শোধিত শৃঙ্গবিষ লৌহ
তম্য অদ্রভম্য মোহাগা জীরা ত্রিকটু জায়কল শঙ্খতম্য ল-
বঙ্গ কড়িতম্য এষাংপ্রতি সমচূর্ণ কারবে পারে সেই চূর্ণ স-
কল দধিতে মর্দন করিয়া মুদ্রা পরিমাণ বটি করিবেন অনু-
পান অগ্নিমান্দ্য পাণের রস গ্রহণী রোগে লবঙ্গ জায়-
কল অম্মাপত্তে পানমোরী কপূর জল ইহাতে অগ্নিমন্দা
অম্ম অজীর্ণ গাহণী নাশ হয় ।

কামাগ্নিসান্দিপান মোদক । ত্রিকটু ত্রিকলা কুড় ককল
কাঁকড়া শৃঙ্গ ইন্দ্রযব বিভঙ্গ ধন্যা মুখা পানমোরী জীরা
কৃষ্ণজীরা চিতা ভক কপূর বনযমানী লবঙ্গ চণ্ডি নাগেশ্বর
বচ বাকসমূল বেগুণামূল ছাল চিতামূল জায়কল যমানী
কটিকিরী বামনহাটি মূল অদ্রভম্য শঠি বালা সৈন্ধব বিট-
লবণ হিঙ্গ, এষাংপ্রতি ২ তোলা লৌহতম্য ৪ তোলা সকলের
অন্ধেক তেউড়ি চূর্ণ শুষ্ঠী ১ সের সকলের সমান চিনি ম-
দক পাকার্থ দুধ ২ সের জল ২ সের ২ তোলা পরিমাণ
মোদক পাকাইবেন অনুপান জল দুই স্রজ্যা ওষধ সেবন

করিবেন, ইহাতে চতুর্বিধ শূল নষ্ট করে আর কাম ও অগ্নি বৃদ্ধি করে ।

কামেশ্বর মোদক । বরাক্রান্তো মূল মরীচ অভ্রতন্ম ক-
কল কৃষ্ণজীরা অশ্বগন্ধা মূল গুলঞ্চের পাল মেধি মোচরস
ভূমিকুন্ডাণ্ড চূর্ণ কেশুর গোক্ষুরী বীজকুন্ডাণ্ড শস্ত বিচাকলা
শতমূলী বনযমানী পুরাতন বিরিকলাই তিল তণ্ডুল ধন্যা
জ্যেষ্ঠমধু নাগেশ্বর বাট্যালামূল লৌহভস্ম চিতামূল জায়-
ফল সৈন্ধব বাগমহাটিমূল রাখাল কঁকুড়মূল কঁকড়াশৃঙ্গি
ত্রিকট জীরা কৃষ্ণজীরা যমানী চতুঃজাত শ্বেত সেয়াকুলমূল
গজপিপুল ড্রাক্সা সোনাছাল বাসকমূল তালমূল ত্রিকলা
পানিকল, এবাংপ্রতি সমচূর্ণে যত শোধিত বিজরাপাতা
চূর্ণ তত এই সমুদায়ে যত তত চিনি মোদক পাক করিবে
কর্ষ পরিমাণ বটি অনুপান দুগ্ধ, ইহাতে অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য
কাম শ্বাস অতিসার গ্রহিণী প্রমেহ অম্ল ইত্যাদি নানা
রোগ নষ্ট করে আর রক্ত যুবার ন্যায় হয় ও রক্তের কাম
বৃদ্ধি করে আর কৃশাস্থ শূল হয় ।

ইতি অগ্নিমান্দ্যাদিকার সমাপ্তঃ ।

বিশৃটিকা চিকিৎসা । যে রোগীর কেবল বমন হয় তা-
হার রোগ সাধ্য, যাহার কেবল রোচন হয় তাহার রোগ
জাপ্য এবং যে রোগীর বমন ও ভেদ এক কালীন হয় তা-
হার রোগ অসাধ্য, আর যদি ইহাতে জ্বর তৃষ্ণা অরুচি
হৃদী কাম শ্বাস কটিগ্রহ অঙ্গদাহ ঘ্বেদ এই সকল থাকে
জ্বরাতিসার করিয়া বলা যায়, আর এই বিশৃটিকা পীড়াকে
অত্যন্ত ভয়ানক জানিবেন, ইনি যন্মের জ্যেষ্ঠ ভগ্নী অতএব
এই পীড়া যাহার পূর্বকপে হয় তাহার মৃত্যু হয় ॥

যড়ঙ্গ চূর্ণ । পদ্মবীজ পদ্মকান্ঠ পদ্মমূল বেণামূল যবত-
ণ্ডুল, এবাংপ্রতি সমভাগ চূর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান জল
ইহাতে বিশৃটিকা রোগ নষ্ট হয় ।

রহস্যবাক চূর্ণ। ত্রিষকুআণ্ড তালমূলি শুষ্ঠী বদরি অষ্টি
শস্য শতমূলি জায়কল জীরা রক্তচন্দন চিনি, এষাং প্রতি
সমচূর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান লাজমগু, বিশুচিকা নাশ-
কোহয়ং চূর্ণঃ।

হেমামৃত চূর্ণ। কনকচাঁপা ফুল যুখা রক্তচন্দন ত্রিকুট
ধাত্রী পিয়ালবীজ আলকুশি বদরি অষ্টিশস্য ত্রিগুগন্ধ, এষাং
প্রতি সমচূর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান বাসিজল।

জীরকাদি ষটি। মোহাগা শুষ্ঠী জায়কল লবঙ্গ, এই
সকল দ্রব্যের সমান শোধিত আকর, দাড়িমপাতা রসে
মর্দন করিয়া বটি বাঙ্কিবে অনুপান ধাতুবিশেষ, ইহাতে
সকল বিশুচিকা নষ্ট হয়।

অবিপাদিক চূর্ণ। ত্রিকটু ত্রিকলা যুখা বিড়ঙ্গ এলাইচ
তেজপত্র গুড়ত্বক যমানী, এষাং প্রতি যত কাঁচালবঙ্গ তত
এই সকলের তুল্য তেউড়ি চূর্ণ পুনর্যার এই সকলের যত
চিনি তত সকল একত্রে মর্দন করিয়া এক ভাগে রাখিবে
ভক্ষণ ৮ মাষা অনুপান জল এই ঔষধ ভোজনাদি অথবা
ভোজনান্তে সেবন করিবে পথ্য নারিকেলোদক এবং দধি
ইহাতে অম্লপিত্ত মলমূত্রের বদ্ধতা অগ্নিনিমান্দ্য সর্বা
প্রকার বিশুচিকা শূল এই সকল রোগ নষ্ট হয় এবং বল ও
দেহ পুষ্টি করে।

ইতি বিশুচিকা চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

অথ সালসার বিলম্বি চিকিৎসা।

রহস্যশুষ্ঠী খণ্ড। শোধিত শুষ্ঠীচূর্ণ ১ সের চিনি ৪ সের
গব্যমৃত ১৬ তোলা দ্বক্ষ ৮ সের, এই সকল দ্রব্য ঘনীভূত
পাক হইলে, ধাত্রী ধন্যা যুখা বনযমানী পিপুল বংশলো-
চন ত্রিজাবক রুক্ষজীরা হরীতকী অম্লবেতস মরীচ লাগে-
খর, এষাং প্রতি ৪১০ তোলা মূক্ষচূর্ণ ১ সের শুষ্ঠী চূর্ণের
সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহাতে দিবে পরে ২৪ তোলা মধু-

দিয়া তাড়ু দ্বারায় উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে, ভক্ষণ ৮ মাষা অনুপান প্রাতঃকালে দুগ্ধ সায়হ্নে জল, ইহাতে অম্ল-লপিত শূল আমবাত হৃদ্যাহ কণ্ঠদাহ ছর্দি দাহ নানা বর্ণ অতিসার অঙ্গীর্ণ গ্রহিণী এই সকল রোগ নষ্ট হয় আর খাতু রুদ্বি ও কাশ রুদ্বি হয় ।

মুষ্টিযোগ । তেলাকুচা মূল মরীচ ১ টি চিনি ১ তোলা কাঁচা ছুঙ্কের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিবেন । ইহাতে সালসার রোগ নষ্ট হয় ।

অথবা লেবু লবণের সহিত যোগ করিয়া প্রত্যহ ভক্ষণ করিবে, সপ্তাহ ভক্ষণ করিলে উক্ত রোগ নিবারণ হয় ।

নারিকেল লবণ । নারিকেল জল ৪ তোলা সৈন্ধব ৪ তোলা খোরাশনি বচ ৪ তোলা, এই সকল দ্রব্য নারিকেল জলে পেষণ করিয়া নারিকেলের ভিতর পুরিয়া পরে মৃ-ত্তিকা লেপন করিয়া গজপুটে পাক করিবে এক প্রহর পাক করিলেই ঔষধ হইবে, ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান জল, ইহাতে বিলম্বি রোগ নিরুত্তি হয় ।

ভাস্কর লবণ । ধন্য বনযমানী খরাশনি যমানী ত্রিজা-তক নাগেশ্বর লবঙ্গ মোরি, এষাংপ্রতি ১ তোলা অম্ল বে-তস ত্রিকলা পিপুল রুক্ষজীরা মরীচ শুণ্ঠী জীরা শুল্কা এষাংপ্রতি ২ তোলা বিটলবণ সৈন্ধবলবণ করকচলবণ সচ-ললবণ সস্তারিণী লবণ, এষাংপ্রতি ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য মূল্লচূর্ণ করিয়া লেবুর রসে পেষণ করিয়া ঐ রসে সা-তবার ভাবনা দিবে কিন্তু এক দিবসে নহে সপ্ত দিবসে দি-বেন, ইহাতে সালসার বিলম্বি অম্লপিত্ত ত্বণাম শূল হৃদ্যাহ কণ্ঠদাহ ধূমোক্ষার অরুচি অনলমান্দ্য ছর্দি উদরাধ্মান, এই সকল রোগ নাশ হয় ।

বলভদ্রযুত । গব্যযুত ৪ সের সৈন্ধবলবণ অর্দ্ধসের শুণ্ঠী চূর্ণ অর্দ্ধসের কল্কার্থ হরীতকীর ক্কাথ হরীতকী ১২।। পল জল ৬৪ সের শেষ ৪ সের যুতেতে, দিয়া মন্দাগিতে পাক

করিবে বিজ্ঞান হইলে পাকসিদ্ধি, ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান
দ্রব, ইহাতে সালসার বিলম্ব শুদ্ধ শূল অম্লপিত্ত অরুচি
অগ্নিমান্দ্য নষ্ট করে ।

সৌভাগ্য শুষ্ঠী খণ্ড । শোধিত শুষ্ঠী চূর্ণ ১ সের চিনি
১ সের মধু ১ পোরা মৃত ১ পোয়া দ্রব ৪ সের শতমূলি রস
৪ সের ধাতিক্ত ৪ সের, এই সকল দ্রব্য পাক করিয়া ঘন
হইলে তাহাতে মেথি মোরি চাঁঞ ধাতকীপুষ্প ধন্যা মুখা
যমানী পিপুল ত্রিজাতক কৃষ্ণজীরা বনযমানী খারাশনি
যমানী মরীচ নাগেশ্বর জায়ফল জয়িত্রী জ্যেষ্ঠমধু, এষাং
প্রতি ২ তোলা দিবে, ভক্ষণ দ্বিসন্ধ্যা ৮ মাষা পরিমাণে
অনুপান উষ্ণ জল অথবা দ্রব, ইহাতে অম্লপিত্ত শূল
পরিমাণ শূল সালসার দোষের ধুমোক্ষার বিলম্ব অনল-
মান্দ্য বমি মুচ্ছা অরুচি সংগ্রহ গ্রহণী স্মৃতিকা এই সকল
পীড়া নাশ হয় ।

শতাবরি মোদক শতমূলি ৪ সের চিনি ২ সের গব্য
দ্রব ৪ সের ত্রিফলার কাথ ৪ সের এই সকল দ্রব্য একত্র
পাক করিয়া পরে ধন্যা ত্রিকটু মুখা ত্রিজাতক সৈন্ধব জায়-
ফল জয়িত্রী বালা জীরা কৃষ্ণজীরা কঁকড়াশুঁঙ্গ বিক্রজা
মুরামাংসী মোরি হরীতকী শুল্কা তালিশপাতা চাঁঞ
দেবদারু প্রিয়ঙ্গু লবঙ্গ শৈলজ রক্তচন্দন এষাং প্রতি ২
তোলা সূক্ষ্মচূর্ণ ইহাতে দিবেন পরে তাড়ু দ্বারায়নাড়িতে ২
মিশ্রিত হইলে ১ তোলা পরিমাণ মোদক করিবেন, অনু-
পান শতমূলি রস কঁচাংক, ইহাতে সকল শূল সংগ্রহ
গ্রহণী নানাবর্ণ অতিমার অজির্ণ স্মৃতিকা হৃদাহ কণ্ঠদাহ
শিরোদাহ সন্ধাঙ্গ দাহ জঠরদাহ অরুচি এই সকল রোগ
নষ্ট হয় আর ধাতু রুদ্ধি বল রুদ্ধি ও অগ্নি হয় ।

লবঙ্গাদি বটি । লবঙ্গ জীরা ত্রিকটু কপূর কৃষ্ণজীরা
বনযমানী যমানী শুল্কা শঠী হরীতকী বহেড়া ধাতিক্ত
ধন্যা সৈন্ধব ফটিকারী জায়ফল জয়িত্রী, এষাং প্রতি সমভাগ

বিজ্ঞান, রসে মর্দন করিয়া বদরাস্থি পরিমাণ বটি করিবে অনুপান জল ।

শুষ্ঠামৃত চূর্ণ । ধন্যা ত্রিফলা ত্রিকটু যমানী বিলযমানী জীরা কৃষ্ণজীরা আমুক্যি যবক্ষার চিতামূল ফটিকারি ইমর মূল শুল্কা সোমরাজ পঞ্চসবণ, এষাংপ্রতি ২ তোলা শুষ্ঠী ১ সের সকল চূর্ণ করিবে ভক্ষণ ৮ মাষা অনুপান উষ্ণ দ্বন্ধ ইহাতে সালসার বিলম্বি বা অম্ললিপিত এবং শূল মংগ্রহ গহিণী ক্রমি অর্শশোথ অনলমান্দ্য অজীর্ণ ছর্দি তৃষ্ণা দাহ ইত্যাদি রোগ নাশ হয় ।

সালসাচহারি মোদক । শুষ্ঠী মেথি জীরা যমানী এষাংপ্রতি ১৬ তোলা গব্যদ্বন্ধ ১ সের, চিনি ১ সের শুল্কা চিতামূল পিপুলমূল কৃষ্ণজীরা ধন্যা মোরি জটামাংগী ত্রিফলা বিলযমানী যমানী কর্কল কুড় কাঁকড়াশূঙ্গ বিড়ঙ্গ ত্রিজাকত কপূর লবঙ্গ ত্রিকটু লৌহভস্ম অভ্রভস্ম গুলঞ্চের পাল বালা মুখা জায়ফল শঠি জম্বীতী সৈন্ধব তালিশপাতা লোধছাল রক্তছন্দন, এষাংপ্রতি ৪ মাষা সকল চূর্ণ করিবে পাকার্থ শতমূলি রস ১ সের দ্বন্ধ ১ সের চিনির সহিত ১ তোলা পরিমাণ মোদক বান্ধিবে অনুপান ১ দ্বন্ধ কিম্বা উষ্ণোদক, ইহাতে সালসার বিলম্বি মংগ্রহ গহিণী নানা প্রকার শূল অনলমান্দ্য এই সকল রোগ দূর হয় ।

কামাগ্নি সন্দিপনমোদক । ত্রিকটু ত্রিফলা কুড় কর্কল কাঁকড়াশূঙ্গ ইন্দ্রযব বিড়ঙ্গ ধন্যা মুখা মোরি জীরা কৃষ্ণজীরা ত্রিজাকত বনযমানী লবঙ্গ চণ্ডি নাগেশ্বর বচ বাকস মূল বেণুণামূল চিতামূল জায়ফল ফটিকারি বামনহাটিমূল বরাক্রান্তামূল যমানী অভ্রভস্ম শঠি বালা সৈন্ধব বিটলবণ হিঙ্গ, এষাংপ্রতি ২ তোলা লৌহভস্ম ৪ তোলা তেউড়ি চূর্ণ সকলের অর্ধেক শুষ্ঠী চূর্ণ ১ সের এই সকলের দ্বিগুণ চিনি পাক করিয়া ২ তোলা পরিমাণ মোদক করিবে অনুপান ১ দ্বন্ধ জল ভক্ষণ দিনক্ৰিয়া, ইহাতে চতুর্বেদ অজীর্ণ

অষ্টবিধ শূল সালসার বিলম্বি কোষ্ঠবদ্ধ গুল্মজ আধ্বাণ
পাণ্ডু অম্পিত্ত এই সকল রোগ নাশ হয়, আর দেহকাঙ্ক্ষি
ও বল রক্ষি হয়, এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে ঘৃত
মাংসাদি গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করাইবেন।

মূত্রাপিথগু। ধন্যা ত্রিকলা ত্রিকটু কুলথ কলাই
জীরা কৃষ্ণজীরা ত্রিজাতক বিমদ এষাং প্রতি ২ তোলা এই
সকল দ্রব্য প্রত্যেকে মূক্ষচূর্ণ, পিপুল চূর্ণ, ১ সের গব্য ঘৃত
৪ সের চিনি ৪ সের শতমূলির রস ২ সের গব্য ঝু ২ সের
ঘৃতাদি দ্রব্য ঘনীভূত পাক হইলে পূঙ্খোক্ত দ্রব্যের চূর্ণ স-
কল ইহাতে দিয়া তাড়ুদ্বারায় নাড়িতে ২ ঔষধের মত হ-
ইলে উহাতে ১ সের মধু দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া
ঘৃত ভাগে ঔষধ রাখিবেন ভক্ষণ ১ তোলা অনুপান-কপূর
জল জথবা দুগ্ধ কিম্বা কে ল জল, ইহাতে সালসার বিলম্বি
কুনি কণ্ডু ত্রিদোষ শূল অম্পিত্ত অরুচি বমি কাস শ্বাস
এই সকল রোগ নষ্ট হয়।

মূত্রাপিথগু। সালিশুবাক ১ সের শুষ্ঠী ১ সের পা-
কার্ণ জল ৪ সের পাকের দ্বারায় জল শুষ্ক হইলে এই দ্রব্য
চূর্ণ করিবে পরে ত্রিকটু ত্রিকলা ধন্যা চতুঃজাত শ্বেতচন্দন
রক্তচন্দন পেরালবীজ রায়া জীরা জায়ফল জয়ত্রী বংশ-
লোনচ লৌহতাম্র জটামাংসী লবঙ্গ মৌরি বঙ্গতাম্র কফল
অত্রতাম্র পদ্মকাষ্ঠ পানিকল মুখা লোধছাল জৈয়ষ্ঠমধু
শতমূলি এষাং প্রতি ২ তোলা চূর্ণ চিনি সকলের দ্বিগুণ
চিনি আর দুগ্ধ ইক্ষুরস জল প্রত্যেকে ১ সের পাকশেষ
হইলে ২ তোলা পরিমাণ মোদক বান্ধিবেন অনুপান প্রা-
তঃকালে কাঁচা দুগ্ধ সারহুে নারিকেল জল ইহাতে সালসার
বিলম্বি আমবাত অম্পিত্ত অম্লশূল এই সকল রোগ নষ্ট
হয় এবং এই ঔষধ সেবনে অগ্নি বৃদ্ধি বল ও দেহপুষ্টি হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং সালসার বিলম্বি চিকিৎসা

কুমি চিকিৎসা ।

হরীতকী বয়ড়া আমলকী গুলঞ্চ বাসকছাল কটকী চিরাতা নিম্বছাল এষাংপ্রতি ২ মাষা ২০ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ বিড়ঙ্গ চূর্ণ ২০ রতি মধু ২০ রতি দিয়া সেবন করিবেন ইহাতে কুমি রোগ নাশ হয় ।

মুষ্টিযোগ । পালিতাপত্র রস ২ তোলা তাহাতে মধু ৪০ রতি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন কুমি নাশ হয় ।

মুষ্টিযোগ । কেঁউয়লের রস ২ তোলায় মধু ৪০ রতি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিবেন ।

মুষ্টিযোগ । শাঞ্চিরস ২ তোলা উষ্ণ করিয়া তাহাতে মধু ৪০ রতি অনুপান থাইবেন ।

বিড়ঙ্গচূর্ণ ২ তোলা মধুতে গুলিয়া থাইবেন ।

মুষ্টিযোগ । তিতলাউ বীজ ২ তোলা তক্রের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিবেন ।

বিড়ঙ্গঘৃত । হরীতকী আমলকী বয়ড়া বিড়ঙ্গ এষাং প্রতি ১৬ পল পিপুল মূল চণ্ডি চিতামূল শুষ্ঠী এষাংপ্রতি ৩ পল ২ তোলা ৬ মাষা বেলছাল মোলাছাল গাভ্রিছাল পাঁকুলছাল গণিয়ারিছাল মালপানি চাকুল্যা কণ্টকারি গোকুরি ব্যাকুড় । এষাংপ্রতি ১ তোলা ৬ মাষা জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের ঘৃত ৩২ পল কল্কার্থ সৈন্ধব ১৬ পল পাক সিদ্ধি হইলে ৮ পল চিনি প্রক্ষেপ ঘৃত পাকের প্রকার ঐ শেষ ক্কাথ বস্ত্রে ছাকিয়া পাক পাत्रে চড়াইবেন তাহাতে উক্ত পরিমাণ ঘৃত ও সৈন্ধব দিবেন, পরে ঘৃত নির্জল হইলে তাহাতে ৮ পল চিনি দিয়া পুনরকার কিঞ্চিৎকাল পাকের দ্বারায় ঘৃত নির্জল হইলেই পাক সিদ্ধি জানিবেন সেবন অর্দ্ধতোলা পরিমাণ ভোজনের পূর্বে ইহাতে শরীরে কুমি থাকিতে পারে না ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং কুমি অধিকার সমাপ্তঃ ।

দর্পণ ৭। মুষ্টিযোগ। খঙ্কুর পত্ররস লবণ প্রক্ষেপ দিয়া খাইবেন। মস্তকাদি পাচন।

মুখা। মুষিকপত্র ত্রিফলা দেবদারু সজিনামূল এবাং-
প্রতি ৩ মাষা পাকার্থ জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ বি-
উজ্বীজ পলাশবীজ চূর্ণ উভয়োঃ প্রতি পরিমাণ ৪ মাষা
ইহাতে চিরজাত কৃমি নাশ হয় ॥

লাক্ষাদি চূর্ণ। লাহা ভেলা বেলশুঠা শ্বেত অপরাঞ্জিতা
মূল বিনুকভস্ম অঙ্কুরনফল ও অঙ্কুরনফল বিড়ঙ্গ ধূনা গুণ্-
গুল এবাং প্রতি সমচূর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান উষ্ণজল।
ইহাতে কৃমি নাশ হয়।

বিড়ঙ্গাদি অটক। পলাশবীজ যমানী বনযমানী ত্রি-
ফলা এবাং সমভাগে যত তাহার অর্ধেক বিড়ঙ্গ বীজ এই
সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া উষ্ণজলে সেবন করিবেন।

পিপুলাদি চূর্ণ। পিপুল পিপুলমূল সৈন্ধব কৃষ্ণজীরা
বচ চিতামূল তালিশপত্র নাগেশ্বর এবাং প্রতি ১৬ তোলা
মচল লবণ ৫ তোলা মরীচ সোমরাজ শুষ্ঠী এবাং প্রতি ৮
তোলা দাড়িমছাল চূর্ণ অর্ধসের অমৃতেন চূর্ণ ১ পোয়া
এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া এক পাত্রে রাখিবেন
ভক্ষণ ৮ মাষা অনুপান উষ্ণজল ইহাতে কৃমি অর্শ গুল্ম
গ্রহণী তগন্দর আমশূল পাণ্ডু এই সকল নাশ হয়।

বিড়ঙ্গ ঘৃত। গব্যস্থত ৪ সের ত্রিফলা ১২ সের দশমূল
২ পল জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের এই সকল দ্রব্য ঘৃতে
দিয়া এবং ১ সের সৈন্ধব দিয়া পাক করিবে ভক্ষণ ৮ মাষা
অনুপান চিনি ৪ মাষা ইহাতে কৃমি শূল নষ্ট করে।

ধুস্তুরাদি তৈল। শাধপ তৈল ৪ সের ধুস্তুরাপত্র রস
১৬ সের কল্ক ধুস্তুরবীজ চূর্ণ ১ সের তৈলের সহিত একত্রে
পাক করিবে নিষ্কল হইলে পাক সিদ্ধ হয়। কিঞ্চিৎ উষ্ণ
করিবেন এই তৈল মর্দন মাত্রেই কৃমিনাশ হয়।

ইতি দর্পণে কৃমি অধিকার সমাপ্তঃ।

পাণ্ডু কামলা হলীমকাধিকার ।

কনজিকাদি পাঁচন । হরীতকী আমলকী বয়ড়া গুলঞ্চ বাসকছাল । এষাংপ্রতি ২০ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ৪ মাষা ।

নবাস লৌহ । শুষ্ঠী পিপুল মরীচ হরীতকী বয়ড়া আমলকী মুখা বিড়ঙ্গ চিতামূল এষাংপ্রতি ১ তোলা লৌহ জীরা ১ তোলা গুণ্ডা পরিমাণ বটি অনুপান মধু ।

অঞ্জন । ক্ষয়স্মিয়ার পাতার রস অঞ্জন করিয়া চক্ষে দিবেন ইহাতে পাণ্ডুরোগ জন্য চক্ষের বৈবৰ্ণতা নষ্ট করে অঞ্জন হরিদ্রা গৌরী আমলকী এই তিন দ্রব্য মুল্ল চূর্ণ করিয়া অঞ্জন করিবেন, ইহাতে চক্ষের বৈবৰ্ণতা নষ্ট হয় নশা । কাকরোলমূলের রস নশু করিবেন, অথবা ঘোষাল ফলের ঘ্রাণ লইবেন ।

পাণ্ডু কামলা হলীমক এই তিন রোগের বিশেষ নিদান নিরূপণ রহৎ এত্বে আছে কিন্তু এই তিন রোগের প্রতিকার ভিন্ন২ চিকিৎসানা জানিলেও এক প্রকার চিকিৎসায় তিন প্রকার রোগেই শান্তি হয়, কারণ তিনেতেই এক একেতেই তিন অতএব পরস্পরের ঔষধ পরস্পরে যোগ করিলেই পরস্পর রোগ নিরুত্তি হয় ।

পুনর্নবা মগুর । পুনর্নবা মূল তেউড়িমূল শুষ্ঠী পিপুল মরীচ বিড়ঙ্গ দেবদারু চিতামূল কুড় হরীতকী বয়ড়া আমলকী হরিদ্রা দারুহরিদ্রা দস্তিমূল চণ্ডি ইন্দ্রযব কটকী পিপুল মূল মুখা এষাংপ্রতি ২ তোলা মগুর ৮ তোলা গোমূত্র ১০ সের পাকের প্রকার । এক পাত্রে গোমূত্র চড়াইয়া তাহাতে পুনর্নবাদি দ্রব্য সকল মুল্ল চূর্ণ করিয়া ও বস্ত্রে ছাঁকিয়া দিবেন এবং মগুরও তাহাতে দিবেন পরে পাক করিতে ২ যখন তাল পাকিয়া উঠিবে তখন চুলা হইতে নামাইবেন, ঔষধধূনার মত হইলে মন্দ হয় জানিবেন ১

তোলা অথবা অর্দ্ধতোলা ইহাতে পাণ্ডু উদরী শোথ শূল
অশ গুল্ম ইত্যাদি রোগ নাশ হয় ।

বজ্রবট মগুর । পিপুলমূল ও চণ্ডি চিতা শুষ্ঠী মরীচ
দেবদারু হরীতকী বয়ড়া আমলকী বিড়ঙ্গ মুখা এই সকল
দ্রব্য সমুদায়ে ৩০ তোলা মগুর ৬০ তোলা পুনর্নবা মগুরের
ন্যায় পাক করিবেন সেবনাদি পূর্ববৎ ।

ত্রিকত্রয়াদি লৌহ । শুদ্ধ মগুর ১ পল শব্যঘৃত ১ পল
চিনি ১ পল মধু ১ পল শুষ্ঠী পিপুল মরীচ হরীতকী আ
মলকী বয়ড়া মুখা বিড়ঙ্গ চিতামূল কাষ্ঠিলৌহ, এষাং প্রতি
১ তোলা পাকের প্রকার ঘৃতচিনি মগুর লৌহ পাকপাত্রে
চড়াইয়া চিনির পাক কিঞ্চিৎ শক্ত হইলে চুল্লী হইতে
নামাইয়া শুষ্ঠ্যাদি দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ তাহাতে দিবে পরে মধু
দিবেন তৎপরে তাদু দ্বারায় নাড়িতে ২ সন্দেশের পাকের
ন্যায় কিঞ্চিৎ শক্ত হইলেই ঔষধ সিদ্ধি হয় সেবন ১০ রতি
অনুপান মধু ৪০ রতি পথ্য লঘুপাক দ্রব্য ।

শোথ শাঙ্গীল তৈল । তৈল ১৬ সের বিলুছাল মোণা-
ছাল গাভারছাল পারুলছাল গণিয়ারিছাল সালপানী
চামুল্যা কণ্টকারী গোক্ষুরী ব্যাকুড়ী পিপুলমূল পুনর্নবা
মূল এষাং প্রতি ২৭ তোলা পাকার্থ জল ৩২ সের শেষ ক্রাথ
৮ সের গোমুত্র ১৬ সের শুষ্কমূলা গুলঞ্চ শুষ্ঠী পটোলপত্র
পুনর্নবা নিম্বমূল বহলামূল বেণামূল সজিনামূল
হরীতকী পিপুল শঠি বয়ড়া কুড় মুখা রাস্না বিড়ঙ্গ চণ্ডি
হরিজা দারুহরিজা ধন্যা যবক্ষার নাচিকার সমুদ্রফেনা
তেজপত্র দেবদারু কৃষ্ণজীরা গজপিপুল বেলশুঠা এষাং-
প্রতি ৪ তোলা তৈল পাকের প্রকার । পাকপাত্রে তৈল
চড়াইয়া তাহাতে উক্ত কএক প্রকার ক্রাথ এবং গোমুত্র
১৬ সের আর শুষ্কমূলাদি দ্রব্য সকল ছেকিয়া দিয়া পাক
করিবেন ।

পাণ্ডুদন রস ।

রসজক জম্বপালবীল গুণ্ণুল এষাং প্রতি ১ তোলা

জল দিয়া চারি প্রহর খলে মর্দন করিয়া গুঞ্জা পরিমাণ বটি করিবেন অনুপান নিষ্ফালের রস মধু ।

পুনর্নবা তৈল । পুনর্নবা ১০ পল কটু তৈল ৪ সের জল ৬৪ সের হরীতকী বরড়া আমলকী শুষ্ঠী দেবদারু রেণুকা কুড় পুনর্নবা যমানী রুক্মজীরা এলাইচ দারুচিনি পদ্মকাষ্ঠ তেজপত্র নাগেশ্বর শুল্কা শুষ্কমূল মজিষ্ঠা লোধ রান্না মুখা চণ্ডি বাল্য পিপুলমূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা পাকের প্রকার তৈল হুচ্ছনা করিয়া পুনর্নবার কাথ এবং উক্ত দ্রব্যাদি দিয়া পাক করিবেন নিষ্ফল হইলেই পাক সিদ্ধি ইহাতে পাণ্ডু কামলা ঘটিত শোথ নষ্ট হয় ।

প্রাণবল্লভ রস । রসগন্ধক কড়িতম্ব লৌহ তুতে হিঙ্গ হরীতকী বরড়া আমলকী মনসামিজের মূল যবক্ষার তাম্র জয়পাল মোহাগার খই তেউড়িমূল এই সকল দ্রব্য সম-ভাগে জয়পালবীজ পূর্বোক্ত ক্রমে শোধন করিবেন পরে সকল দ্রব্য ছাগন্ধ দিয়া খলে অষ্ট প্রহর মর্দন করিবেন ২ রাত পরিমাণ বটি অনুপান মধু প্রাতঃকালে সেবন ক-রব্য ইহাতে পাণ্ডু কামলা হলীমক কামলা ঘটিত প্লীহা উদরি এই সকল রোগ নাশ হয় ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং পাণ্ডু কামলা হলীমকাদি

সমাপ্তঃ ।

দর্পণং ।

পুনর্নবা পাচন । শ্বেত পুনর্নবা নিষ্ফাল পটোলপত্র শুষ্ঠী চিরাতা গুলঞ্চ দেবদারু হরীতকী এষাং প্রতি ২ মাষা পাকার্থ জল ১ সের শেষ ১ ছটাক প্রক্ষেপ যবক্ষার ২ মাষা ইহাতে শোথ উদরি কাস শূল শ্বাস পাণ্ডুজ্বর এই সকল রোগ নষ্ট করে ।

পালুবজ্র বটি ।

লৌহমণ্ড ৮ সের চূর্ণ করিবে পাকার্থ গোমূত্র ৭ সের যশীভূত হইলে পঞ্চকোল মরীচ দেবদারু ত্রিফলা বিড়ঙ্গ

মুখা এষাংপ্রতি ২৪ তোলা সকল চূর্ণ করিয়া উহাতে দিয়া মর্দন করিয়া ৮ মাষা পরিমাণ বটি করিবেন অনুপান কেণ্ডুভ্যররস পথ্য ষোল । ইহাতে পাণ্ডু মন্দাধি অরুচি অশ কামলা শোথ উরুস্তম্ভ হলীমক কুমি গ্ৰীহা উদরী গল রোল, এই সকল রোগ উপশম হয় ।

নবাম লৌহ । ত্রিকটু ত্রিকলা মুখা চিড়ঙ্গ চিতামূল এষাংপ্রতি সমভাগে যত লৌহ মগ্নু রত্নম্ যত সকল একত্র চূর্ণ করিবে তক্ষণ ৪ মাষা অনুপান যুত মধু লৌহদণ্ডে দ্বারা মর্দন ইহাতে কুমি অশজ্বর মন্দাধি অরুচি পাণ্ডু কামলা এই সকল রোগ নষ্ট করে ।

শোথারি মগ্নুর । পুননেবা হরীতকী বয়ড়া আমলকী শুষ্ঠী পিপুল মরীচি বিড়ঙ্গ দেবদারু চিতামূল হরিদ্রা দারু হরিদ্রা দন্তীমূল চঞ ইন্দ্রযব পিপুলমূল মুখা এই সকল দ্রব্য সমভাগে যত তাহার দ্বিগুণ লৌহমগ্নুর সকলের অষ্ট গুণ গোমুত্র দ্বারা পাক করিয়া স্নিগ্ধ পাত্রে রাখিবে । অনুপান কুলেখাড়ার রস । ইহাতে পাণ্ডুর শোথ উদরাজান শূল অশ কুমি গুল্ম কামলা কাস জ্বর অরুচি এই সকল রোগ নষ্ট হয় ।

পঞ্চামৃত পপটি । শোধিত পারা শোধিত গন্ধক তাম্র ভস্ম অভ্রভস্ম গুগগুল এষাংপ্রতি ১ তোলা জয়পাল বীজ ৫ মাষা সকল মর্দন করিয়া যুত দ্বারা পপটি করিবেন ৫ রতি পরিমাণ সেবন অনুপান কুলেখাড়ার রস । ইহাতে শোথ পাণ্ডু জীর্ণ জ্বর গ্ৰীহা অপনয় হয় ।

ত্রিকজাদি লৌহ । লৌহমগ্নুর তস্ম গব্য যুত চিনি মধু এষাংপ্রতি ৮ তোলা কান্তিলৌহ ভস্ম ত্রিকটু ত্রিকলা ত্রিমদ এষাংপ্রতি ১ তোলা সকল চূর্ণ করিয়া লৌহপাত্রে লৌহদণ্ডে মর্দন রৌদ্রে ও শিশিরে এক দিবস রাখিবে তক্ষণ ৪ মাষা অনুপান দুগ্ধ ভোজনের সহিত ঔষধ তিনবার সেবন করিবেন ইহাতে কামলা পাণ্ডু হলীমক অমূলপিত শূল পরি-

গামাশূল পঞ্চবিধ কাস জ্বর গ্ৰীহা অগ্নিমান্দ্য অজীৰ শোথ
এই সকল নাশ হয় ।

পুনর্নবা তৈল । পুনর্নবা ১২।।০ সের পাঁকার্জ জল ৩৪
সের শেষ ১৬ সের কটু তৈল ৪ সের কল্ক মজ্জিষ্ঠা ত্রিকলা
ত্রিকটু কুড় কঁকড়াশুঙ্গি ধন্যা ককল শঠী দেবদারু প্রিয়ঙ্গু
কৃষ্ণজীরা যমানী লোধছাল ত্রিজাতক নাগেশ্বর বচ চণ্ডি
চিতাঘল পিপুলমূল গুল্ফা মুখা পুরাতন মূল্য মুরামাংসী
রাস্না পিছটিপোক গজপিপুল বীজ তাড়ুকমূল মালপানী
মূল চিরাতা বালা রক্তচন্দন কটকী এষাংপ্রতি ২ তোলা
সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তৈলে দিয়া পাক করিবে, ইহাতে
সকল প্রকার শোথ কাসলা পাণ্ডু হলীমুক জ্বর কাস শ্বাস
এই সকল নষ্ট করে এবং ধাতু ও বল বৃদ্ধি করে ।

উদরারি বটি । যমানী বিলযমানী কৃষ্ণজীরা জয়পাল
এষাংপ্রতি সমভাগ মনসাঙ্কীরে মর্দন করিয়া ওরতি পরি-
মাণ বটি বান্ধিবেন অনুপান উষ্ণজল, ইহায়ে সকল উদরি
রোগ নাশ হয় ।

ধাতু উদরারি । তাম্রভস্ম কাংস্থ ভস্ম কজ্জলী জয়পাল
এষাংপ্রতি সমচূর্ণ তেউড়িমূল রসে ৩ দিবসে ৩বার ভাবনা
২ রতি পরিমাণ বটি অনুপান ত্রিকলার জল, ইহাতে কো-
ষ্ঠোদরি নাশ হয় ।

ইতি দর্পণে পাণ্ডু কমলাধিকার সমাপ্তঃ ।

অথ হলীমুক চিকিৎসা ।

হলীমুক রোগে তত্র পথ্য অবগ্য কর্তব্য ।

অগ্নি মুখ মগুর । লৌহমগুর ভস্ম ১ সের পাঁকার্জ গো-
মুত্র ৮ সের, পঞ্চকোল দেবদারু সৈন্ধব সাচিকার মোহাগা
ত্রিকটু ত্রিকলা ত্রিমদ বালা এষাংপ্রতি ৪ তোলা চূর্ণ ক-
রিবে, পাকের প্রকার গোমুত্রের সহিত মগুর পাক করিয়া
যন হইতে তাহাতে এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ দিয়া মর্দন ক-

রিয়া ৮ মাষা পরিমাণ বটি অনুপান কুলেখাড়ার রস ওষধ সেবন দুই সন্ধ্যা করিবে ।

অমৃতারব মগুর । গুলঞ্চের পাল দস্তিযুল চূর্ণ ভেউড়িযুল চূর্ণ তাম্রভস্ম শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক কান্তিলৌহভস্ম এষাংপ্রতি সমভাগ যত তাহার দ্বিগুণ মগুর, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া কেণ্ডুভেতুর রসে ভাবনা ৭ দিন দিবেন ৪ মাষা পরিমাণ বটি অনুপান পুরাতন গুড় পুনর্নবা ক্কাথ দশমূল ক্কাথ, ইহাতে হলীমুক শোথ কামলা পাণ্ডু জ্বর এই সকল রোগ নাশ হয় । শুষ্কমূল্যাংদি তৈল ।

তিলতৈল ৪ সের মুচ্ছার্থ ৮ তোলা মজ্জিষ্ঠা পুরাতন শুষ্কমূলা নিষিক্তা এষাংপ্রতি ১ পোয়া পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের কল্ক পুরাতনমূলা ত্রিকটু শ্বেতপুনর্নবায়ুল কুড় চিছাল রান্না মজ্জিনাছাল চিরাতা বাসকমূল ধুতুরী বীজ রক্তচন্দন মুখা শ্বেতসরিয়া লোধছাল শ্যামালতা কুড় কফল ধন্যা প্রিয়ঙ্গু হব্ব বচ এষাংপ্রতি ২ তোলা চূর্ণ তৈলে দিয়া পাক করিবে, এই তৈল মর্দনে পাণ্ডু শোথ কামলা হলীমুক কফ কাম জ্বর দাহ এই সকল পীড়া নাশ হয়, এবং বল ও দেহ পুষ্টি হয় ।

পঞ্চামৃতাদি লৌহ । লৌহভস্ম অভ্রভস্ম তাম্রভস্ম স্বর্ণভস্ম শোধিত গন্ধক পাঁচা ত্রিকটু ত্রিফলা ত্রিমদী যাতক নাগেশ্বর জীরা কৃষ্ণজীরা শঠী দেবদারু যমানী হরিদ্রা দারুহরিদ্রা পিপুলমূল বংশলোচন লবঙ্গ জয়িত্রী জায়ফল পালাশ বীজ কুড় কফল জ্যেষ্ঠমধু দারুচিনি বেণামূল শ্বেতচন্দন জটামাংসী শুল্ক মৈন্ধব চণ্ডিকাকড়াশৃঙ্গী চিকুড়মূল বামনহাটিমূল এষাংপ্রতি সমভাগে যত লৌহ মগুর ভস্ম তত সকল চূর্ণ করিবে মগুর পাকার্থ গোমূত্র ৪ সের শ্বেত পুনর্নবা ২ সের পাকার্থ জল ১৬ সের শেষ ৪ সের পরে ক্কাথ ঘনীভূত হইলে তাহাতে চূর্ণ সকল এবং মধুযুত দিয়া মর্দন করিবে শুষ্ক ৪ মাষা অনুপান কুলিখাড়ার রস ইহাতে

শোথ পাণ্ডু উদরি কামলা গ্ৰীহা গুল্ম হলীমক কফ জীর্ণ-
জ্বর মন্দাধি এই সকল রোগ নষ্ট করে, এবং বল বর্ধ ও
দেহ পুষ্টি হয় ।

তক্রামৃত । শুষ্ক শ্বেত পুনর্ববা যত যবক্ষার চূর্ণ তত,
এই দুই ভ্রূষ ভস্ম করিবে ভস্মতুল্য ত্রিকটু ত্রিকলা ত্রিমদ
সর্ব তুল্য লৌহ মগুর এই সকল একত্র করিয়া কেশুভ্যের
রসে ভাবনা দিবে, ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান তক্র, পথ্যতক্র
মুদ্র পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন মৎস্যের ঘৃষ, এই ঔষধ সেবন
করিলে ৪৫ দিন স্নান করিবেন না, এবং লবণ জল খাইবে
না হরিদ্রা তৈল মাখিবে; ইহাতে পাণ্ডু শোথ হলীমক কা-
মলা এই সকল রোগ নিবারণ করে ।

বারিশৌষিক চূর্ণ । ত্রিকটু ত্রিকলা বরাকান্তা মূল এলা-
ইচ গুড়ত্বক তেজপত্র নাগেশ্বর মৈন্ধব, এষাং প্রতি সমভাগে
তত মরীচ যবক্ষার তত সকল চূর্ণ করিয়া ৪ মাষা ভক্ষণ
করিবে অনুপান শুষ্ক মূলা পুনর্ববা ক্কাথ, ইহাতে উদরি
শোথ কামলা পাণ্ডু গ্ৰীহা গুল্ম জ্বর দাহ হলীমুক এই স-
কল রোগ নষ্ট করে ॥

তক্র মগুর । লবঙ্গ কঁকড়াশুঙ্গ দেবদারু চিরাতা চণ্ডি
চিতামূল ত্রিকটু ত্রিকলা মুখা কুড়কফল কালমেঘ, এষাং-
প্রতি ২ মাষা আফিঙ্গ ৬ মাষা সকলের তুল্য লৌহ মগুর
ভস্ম লৌহ-তুল্য ভাজ বীজ, সকল চূর্ণ করিয়া কেশুভ্যের
রসে মর্দন করিবে বদারাইহ পরিমাণ বটি, অনুপান কেশু-
ভ্যের রস ও যবক্ষার ২ মাষা গুলিয়া খাইবে, পথ্য নির্জল
তক্র লবণ জল খাইতে নিষেধ ক্রমে ৪২ দিন এই রূপ ব্যা-
হার করিবে, এবং তৈল হরিদ্রা মাখিবে আর দশ দিবস
অন্তরে এক এক দিবস স্নান করিবে, ইহাতে পাণ্ডু কফ
কাম অজীর্ণ অতিমার গ্রহীণী বিকার কামলা এই সকল
রোগ নাশ হয় ।

বৈভনাথ রস । শোধিত পারা ১৫ তোলা গন্ধক পঞ্চপ-

পঁচি হরিদ্রা চূর্ণ গৃহধুম ইষ্টক চূর্ণ এষাংপ্রতি ১ তোলা ভাবনা, ভীমরাজরস জয়ন্তী রস শ্বেত অপরাঞ্জিতা রস বেগুণা পত্র রস এষাংপ্রত্যেকে ১ বার শোধিত হরিতাল বঙ্গভস্ম শোধিত শৃঙ্গবিষ খাপুর ভস্ম শোধিত স্বর্ণমাক্ষি কাঙ্কি-লৌহ ভস্ম শোধিত শিলাজতু শোধিত আফিঙ্গ এষাংপ্রতি ৪ মাষা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ভাবনা দিবে, ধূস্তুরার মূল রস আদার রস উভয় প্রতি তিন বার একত্রে পিণ্ড করিয়া মহাষ্টমীতে জাগাইবে বিজয়াদশমীতে সর্বপ পরিমাণ বটি বান্ধিবে সেবন এক সন্ধ্যা একবিংশতি বটি অনুপান কর্জ্জলি ৪ মাষাপিপুলচূর্ণ ৪ মাষা উষ্ণোদক অর্দ্ধপোয়া পথ্য জীবিত মৎস্যের যুষ পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন নিচ্ছল দধি স্নান দ্বিসন্ধ্যা কাঁচা জল ও লবণ ব্যবহার এই প্রকার ক্রম এক মাস করিবে, ইহাতে সকল প্রকার শোথ গ্রাহণী পাণ্ডু কামলা নানা প্রকার বিষম জ্বর সমস্ত হলীম্বক অন্ত্যধি রোগ নিবারণ করে ।

কম্পতরু রসায়ণ । পারা গন্ধক হিঙ্গুল শঙ্খবিষ শিলাজতু আফিঙ্গ পিপুল গরুল লৌহভস্ম অত্রভস্ম বঙ্গভস্ম তাম্র ভস্ম স্বর্ণভস্ম রৌপ্যভস্ম কাংষ্ঠভস্ম হরিতালভস্ম গোদন্তা সে হাগা খাপুর ভস্ম, এষাংপ্রতি সমভাগে চূর্ণ করিয়া ভাবনা বেগুণমূল রস ধূস্তুরামূল রস শ্বেতআকন্দ রস এষাংপ্রতি ৩ দিবস খণ্ডে শুষ্ক করিয়া মহাষ্টমীতে জাগাইবে বিজয়া দশমীতে সর্বপ পরিমাণ বটি বান্ধিবে সেবন একবিংশতি বটি অনুপান কর্জ্জলি পিপুল চূর্ণ উভয়োঃপ্রতি ৪ মাষা উষ্ণজল অর্দ্ধপোয়া পথ্য এক সন্ধ্যা, স্নান দ্বিসন্ধ্যা এক মাস কাঁচাজল ও লবণ ব্যবহার করিবে না, ইহাতে শোথ উদরি পাণ্ডু কামলা হলীম্বক অষ্টবিধ জ্বর পঞ্চবিধ কাস ইত্যাদি রোগ নাশ হয় ।

বিজয়াদি.চূর্ণ । শুক্লী. ১ পোয়া সিদ্ধিপত্র ১ পোয়া শো-

নার্থ গোহৃৎক ১ সের ময়ীচ যুখা শুল্কা মোরি, এষাং প্রতি
তোলা সকল চূর্ণ করিয়া ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান জল।

ইতি দর্পণে হলীমুক চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

রক্তপিত্ত রোগে রোগীকে অবশ্যই ভাবনা দিবেন এবং
ভেদক ঔষধ দ্বারায় ভেদ করাইবেন ইহা না করাইলে দুই
রক্ত বদ্ধ হইয়া কুষ্ঠ রোগ প্রকাশ হইতে পারে।

ভাবনা। নিম্নপত্র একটা হাঁড়িতে দিয়া তাহাতে অর্দ্ধ
হাঁড়ি জল দিবেন, পরে ঐ হাঁড়িতে মরা চাপা দিয়া বজ্র
লেপ দিবেন এং ঐ মরাতে রক্ত অঙ্গুষ্ঠ প্রবেশ হয় এমনত
ছিদ্র করিবেন আর ঐ ছিদ্রে শোলার ছিপি দিবেন, পরে
এক প্রহর কাল জাল দিবেন জাল সমাপ্ত হইলে রোগীকে
উচ্চ স্থানে বসাইয়া তাহার নিম্নে ঐ হাঁড়ি বসাইবেন,
পরে বস্ত্র দ্বারা রোগীকে বেঁটন করিয়া সরার যুথের শোলা
খুলিয়া দিলেন তাহাতে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইবে ঐ ঘর্ম্ম গাত্রে
শুক না হয় এমনত করিয়া বস্ত্র দ্বারায় পুঁছাইয়া দিবেন।

ভেদ করাইবার প্রকার। চিরাতা ২ তোলা জল ৪পল
শেষ ১ পল অতি সূক্ষ্ম চিরাতা চূর্ণ ৪০ রতি প্রক্ষেপ দিয়া
উষ্ণ থাকিতে রোগীকে পান করাইবেন ইহাতে যদি
ভেদ না হয় তবে তেউড়িমূল ২ তোলা জল ৪ পল শেষ ১
পল তাহাতে তেউড়ি সূক্ষ্ম চূর্ণ ৪০ রতি প্রক্ষেপ দিয়া রো-
গীকে পান করাইবেন, অথবা তেউড়িমূল ১ তোলা চি-
রাতা ১ তোলা জল ৪পল শেষ ১পল প্রক্ষেপ বিটলবর্ণ চূর্ণ
৪০ রতি উষ্ণ থাকিতে সেবন করাইবেন।

পায়া ১ তোলা গন্ধক ১ তোলা কাঁচা চিনের মোহাগা
১ তোলা জয়পালবীজ ১ তোলা পুষ্কোজ প্রকারে শোধন
করিয়া দন্তিমূলের কাছে ৪ প্রহর খলে, মর্দন করিয়া ৪ শুঙ্গা

পরিমাণ বটি করিবে অনুপান নির্জল আদাররস ২তোলা যদি অত্যন্ত মল বদ্ধ থাকে তবে গুরুকোক্ত চিরাতাদির ক্রা-
থের যে কোন ক্রাথ ঔষধ সেবনের পর রোগীকে পান ক-
রাইবেন । তাহাতে আমঘটিত অথবা কেবল শুষ্ক মল যদি
উদরে বদ্ধ থাকে তবে তাহাও নির্গত হইবে ।

রক্তপিত্ত রোগের পথ্য । রক্তবর্ণ সালিধান্যের খই চূর্ণ
করিয়া মধু এবং ঘৃত দ্বারায় লাড়ুবৎ করিয়া খাইবেন আর
মুগ মম্বুর ইহার যুব ছোজার দাউলের যুব আর উড়িধা-
ন্যের তণ্ডুলের অন্ন এবং রক্তবর্ণ ধান্যের চাউলের অন্ন বন্য
মুগ যব তণ্ডুলের অন্ন এবং কোদোর চাউলের অন্ন যুষ্ট
পাক্কির মাংস কপোত মাংস শশার মাংস হরিণ মাংস ।

মুষ্টিযোগ । বাকসপত্র রস ২তোলা চিনি দিয়া খাই-
বেন যদি শ্লেষ্মা বদ্ধ থাকে তবে ঐ রস মধুর সহিত খাই-
বেন এবং পঞ্চ ভুসুর চূর্ণ করিয়া ২ তোলা মধু ৪০ রতির
সহিত অবলেহ করিয়া খাইবেন ।

গাভ্রারি চূর্ণ ২ তোলা মধু ৪০ রতির সহিত অবলেহ
সেবন করিবেন ।

হরীতকী চূর্ণ ২ তোলা মধু ৪০ রতির সহিত অবলেহ
খাইবেন ।

পকু খজ্জুর চূর্ণ ২ তোলা মধু ৪০ রতির সহিত অবলেহ
মুখ হইতে রক্ত নির্গত হইলে এই সকল মুষ্টিযোগ উপ-
কারী হইবে ।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারণের মুষ্টিযোগ ।

ঘৃত দিয়া আমলকী ভাজিয় ব্রহ্মতালুতে প্রলেপ দি-
বেন আর চিনির জলে চন্দন মিশ্রিত করিয়া নাসিকার
দ্বারা পান করিবেন ।

এবং ড্রাকারস তৃষ্ণা ঘৃত ইক্ষুরস দাড়িম্ব পুষ্পের রস অ-
থবা দুর্বার রস এই প্রত্যেক রস সকলের নশা করিবেন ।

এবং দুর্বার রস ও ঘৃত এই দুই দ্রব্য মিশ্রিত করিয়

গাজে মর্দন করিবেন অথবা সূত শতবার ধৌত করিয়া গাজে লেপন করিবেন, এবং সুশীতল বায়ু সেবন করিবেন ।

এলাদি বটিকা । এলাইচ বীজ তেজপত্র দারুচিনি এই তিন দ্রব্য ৩ তোলা পিপুল ৪ তোলা চিনি ৮ তোলা যষ্টিমধু ৮ তোলা পিণ্ডথর্জ্জুর ৮ তোলা ভ্রাক্ষা ৮ তোলা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত উত্তমরূপে মর্দন করিয়া ২ তোলা পরিমাণ বটী করিবেন অনুপান মধু ।

বাসাসূত । সূত ৪ সের বাসকমূল ও পত্র এবং শাখা আর পুষ্প এবাং প্রতি ১ সের জল ১৬ সের শেষ ৪ সের কনক বাসকমূল চূর্ণ ৪ পল সকল একত্রে পাক করিয়া নিঃক্ৰল হইলে পাক সিদ্ধি । এক তোলা কিষা দুই তোলা পরিমাণে সেবন করিবেন ।

কুম্মাণ্ড শস্ত । চিনি ১০০ পল শুষ্ঠী ১ পল পিপুল ১ পল জীরা তেজপত্র দারুচিনি এলাইচ মরীচ ধন্যা এবাং প্রতি ৪ পল বীজ রহিত পুরাতন কুম্মাণ্ড শস্ত ১০০ পল পুরাতন কুম্মাণ্ড জল ১৬ সের সূত ৪ সের পাকের প্রকার কুম্মাণ্ড শস্ত বুরুণি দ্বারা কুরিয়া বস্ত্রের দ্বারা জল নিষ্কড়ারিয়া লইবেক পরে নূতন পাকপাত্রের সূত চড়াইয়া সূত মধুর বর্ণের মত হইলে কুম্মাণ্ড শস্ত ও জল এবং উক্ত চিনি ইহাতে পাক করিবেন পাক ঘন হইলে অগ্নি হইতে নামাইবেন পরে শুষ্ঠ্যাদি দ্রব্যের চূর্ণ উহাতে দিয়া তাড় দ্বারায় নাড়িতে ২ শীতল হইলে ২ সের মধু দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে যজ্ঞ ২২২২ রাখিবেন সেবন ১ তোলা অথবা ২ তোলা বন্কা দুগ্ধ কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে পান করিবেন অনুপান মধু ।

দর্পণং ।

মুখ হইতে রক্তস্রাবের মুক্তিযোগ ।

শুভাবলেহ । ফুল হরীতকী চূর্ণ করিয়া বাসকপত্র রসে

সপ্তবার ভাবনা দিবেন পরে শুষ্ক করিয়া ৪ মাষা পরিমাণ সেবন করিবেন অনুপান মধু ।

নীলোৎপলাদি চূর্ণ । শুল্ক মালুকফুল পঞ্চ পর্পটি প্রিয়ঙ্গু লোধছাল অর্জুনছাল রসাজন পদ্মকেশর এষাংপ্রতি সমচূর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান মধু ২ মাষা চিনি ২ মাষা বাসকহুল ছাল ২ তোলা পাকার্থ জল ১ সের শেষ ১ ছটাক সকল একত্রে গুটিয়া সেবন করিবেন ।

বাসাতাণিশ । বাসকপত্র রস ৪ তোলা তাণিশ চূর্ণ ৪ মাষা মধু ৪ মাষা মিশ্রিত করিয়া পান করিবে । ইহাতে কফ পিত্ত কাস সরভেদ অরুচি নষ্ট করে ।

বাসাদি । বাসকপত্র যুষ্কডার ন্যায় দক্ষ করিয়া তাহার রস ৪ তোলা মধু ৪ মাষা চিনি ৪ মাষা একত্রে পান করিবে ।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাবের মুক্তিবোগ ।

দাড়িঘ ফুলের রস শ্বেত দুর্বার রস নগ্ন দিবে ।

অথ মুখ হইতে রক্ত নিবারণ ঔষধ ।

শূঙ্গারভ বটি । কফল কুড় কাঁকড়াশৃঙ্গি কপূর বংশো লোচন লবঙ্গ ত্রিকটু জটাগাংসী তালিশপত্র নাগেশ্বর এলা ইচ গুড়হক তেজপত্র ধাতকীপুষ্প ত্রিফলা বচ জায়ফল জয়ন্তী জ্যেষ্ঠমধু যুখা এষাংপ্রতি সমচূর্ণ করিবে সকলের অর্দ্ধেক অভ্রভক্ষ্য অভ্রের অর্দ্ধেক কজ্জলি এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ভাবনা দিবে যথা, বেগুনপত্রের রস সজিনারস বাগনহাটি মূল রস জ্বরপাল পত্র রস । এষাংপ্রত্যেকে এক দিবস পরে শুষ্ক করিয়া ৫ রতি পরিমাণ বটি বান্ধিবে অনুপান মাচিপাণ রস মধু ইহাতে রক্তপিত্ত কাস জ্বর যক্ষা শ্বাস কাস উরুক্ষত জ্বর দাহ মন্দাধি অরুচি দ্বন্দজ কাস নিবারণ ও রক্তস্রাব নাশ হয় ।

তালিশাদি চূর্ণ । তালিশপত্র চিতাহুল ত্রিকটু কফল কুড় বচ কাঁকড়াশৃঙ্গি যমানী ডাক্ষা হরীতকী বাসকহুল ক-

টিংকারিমূল চিয়ুরমূল বংশলোচন কুম্মজীরা কপূর চতুঃ-
জাত এষাংপ্রতি সমভাগ চূর্ণ করিবে ভক্ষণ ৪ মাষা অনু-
পান মধু আদার রস ইহাতে রক্তপিত্ত কাস জ্বর দাহ অগ্নি
মান্দ্য ক্ষয়কাস এই সকল রোগ নিবারণ করে ।

তালিশাদিমোদক । তালিশপত্র ১ তোলা মরীচ ২
তোলা শুষ্ঠী ৩ তোলা পিপুল ৪ তোলা গুড়ত্বক ৪ মাষা
এলাইচ ৮ মাষা বংশলোচন ১২ মাষা বচ ২ তোলা চিনি
অর্দ্ধসের এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিবে মধু দ্বারায় মোদক বা-
ন্ধিবে ৪ মাষা পরিমাণ ভক্ষণ প্রাতে এবং সায়াংকালে
অনুপান পঞ্চকোল ক্কাথ । ইহাতে কাস শ্বাস অরুচি অগ্নি-
মান্দ্য পাণ্ডু গ্রহণী জ্বর ছর্দি শূল এই সকল রোগ নষ্ট
হয় ।
কুম্মাণ্ডখণ্ড ।

পুরাতন কুম্মাণ্ডের শস্ত শুদ্ধ করিয়া চূর্ণ ১০ পল ৪ সের
ঘূতে ভঞ্জন করিয়া তাহাতে চিনি ১০ পল কুম্মাণ্ড রস ১৬
সের । পিপুল ১ পপুলমূল জীরা শুষ্ঠী এলাইচ গুড়ত্বক তে
জপত্র ধন্যা মরীচ এষাংপ্রতি ২ পল চূর্ণ কুম্মাণ্ড জলের
সহিত পঞ্চ কুম্মাণ্ড ও চিনি ইহাতে এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ
প্রক্ষেপ দিয়া পুনরায় পাক করিবে নিষ্কণ হইলে তা-
হাতে মধু ১৬ পল পিপুল মিকড় গুড়ত্বক তেজপত্র এলা-
ইচ । এষাংপ্রতি ৪ তোলা চূর্ণ দিয়া মর্দন করিবে । সেবন
দ্বিসন্ধ্যা ৮ মাষা পরিমাণ অনুপান খাঁড় ১ তোলা ধাতী-
ফল ৪ মাষা কুম্মাণ্ড জল ১ পোয়াতে পেষণ করিয়া ভক্ষণ
করিবে এই বে অনুপান লিখিলাম ইহা প্রাতঃকালে জানি
বেন সায়াংকালে ক্ষীর ইক্ষুরস পঞ্চকোল ক্কাথ ও মরীচ চূর্ণ এই
সকলের সমান ইহাতে রক্তপিত্ত জ্বর দাহ হৃচ্ছল কাস
শ্বাস ছর্দি ইত্যাদি পীড়া নাশ হয় ।

ইতি দর্পণে রক্ত চিকিৎসা সমাপ্তঃ ।

যক্ষাধিকার ।

বাসকলৌহ । বাসকছাল ১৬ পল চিনি ৮ পল ঘৃত ২ পল পিপুল ২ পল মধু ৮ পল পাকের প্রকার, পাকপাত্রে চিনি চড়াইয়া অবলোহের উপযুক্ত হইলে বাসক ছাল চূর্ণ ও ঘৃত তাহাতে দিয়া তাড়ু দ্বারায় নাড়িতে ২ নীতল হইলে তাহাতে উক্ত মধু দিয়া অবলোহ করিবেন সেবন ১ তোলা পরিমাণ ।

চন্দনাদি তৈল ।

তিল তৈল ৪ সের দধিরমাত ১৬ সের মুজ্জিলাহা ১৬ পল জল ১৬ সের শেষ ৪ সের কল্ক রক্তচন্দন বালা লখী তেজপত্র কুড় জৈষ্ঠমধু শৈলজ পদ্মকাষ্ঠ মঞ্জিষ্ঠা সরল দেবদারু শঠি এলাইচ খাটাশী নাগেশ্বর শিলারস মুরা-মাংসী জটামাংসী কাঁকলা প্রিয়ঙ্গু মুখা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা অনন্তমূল আমালতা কটকী লবঙ্গ অণুর কুঙ্কুম গুড়ছক দারুচিনি লালুক । এষাং প্রতি ২ তোলা তৈল পাকের প্রকার প্রথমত তৈল মুছ্যা করিয়া কল্ক দ্রব্য দিবেন পরে লাহার ক্কাথের সহিত পাক করিবেন কিঞ্চিৎ শেষ থাকিতে দধিরমাত দিবেন পরে নিষ্কর্জল হইলেই পাকসিদ্ধি খাটাসি দিবার প্রকার দোলা যন্ত্র করিয়া তৈল খাটাসি পাক করিবেন চন্দন কুঙ্কুম একাঙ্গী শিলারস লখী কপূর কস্তুরী লতাকস্তুরী এই সকল দ্রব্য মুছ্যচূর্ণ করিয়া তৈলে দিবেন আর এই রোগে চতুর্ন্যূপ সেবন করাইবেন ।

রহস্যাবলোহ । বাসক ছাল ২ সের জল ১৬ সের শেষ ৪ সের চিনি ২ সের নাগেশ্বর পিপুল মরীচ বচ মুখা তেজপত্র এলাইচ দারুচিনি সৈন্ধব । এষাং প্রতি ২ তোলা মধু অর্জদের পাকের প্রকার ১৬ সের জলে বাসকছাল ২ সের সিদ্ধ করিয়া শেষ ৪ সের থাকিতে উক্তপরিমাণ চিনি পাক করিয়া অবলোহের উপযুক্ত হইলে নাগেশ্বর প্রভৃতি দ্রব্যের মুছ্যচূর্ণ পাক নামাইয়া দিবেন তাড়ুদ্বারায় নাড়িতে ২ নী-

তল হইলে অর্ধসের মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিবেন
ঔষধ সেবনের পর কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধপান করিবেন ।

রাস্নাদি লোহ । রাস্না তালিশপত্র কপূর খুলকুড়ি শুদ্ধ
মনহাল শুষ্ঠী পিপুল মরীচ হরীতকী বরুড়া আমলকী
চিতামূল বিড়ঙ্গ মুখা এই সকল দ্রব্যের সমভাগে যত লোহ
তত জলের দ্বারা চারি প্রহর খলে মর্দন করিয়া গুঞ্জা পরি-
মাণ বটি করিবেন অনুপান মধু ও ত্রিকটু চূর্ণ ।

শৃঙ্গারাদ্র । কৃষ্ণাদ্র ১৬ তোলা কপূর জয়িজী বালা
গজপিপুল তেজপত্র লবঙ্গ জটামাংসী তালিশ-
পত্র দারুচিনি নাগেশ্বর কুড় খাইফুল শুদ্ধগন্ধক এষাং প্রতি
১ তোলা পারা ৪ মাষা এই সকল দ্রব্য মৃদুচূর্ণ করিয়া জ-
লের দ্বারা খলে মর্দন করিবেন ২ গুঞ্জা পরিমাণ বটি অম্ল-
পান আন্তপান ও আদার সহিত চর্ষণ করিয়া থাইবেন
পরে কিঞ্চিৎ জলপান করিবেন অথবা আদা ও পানের
রসে মর্দন করিয়া সেবন করিবেন পথ্য মাংসের ঘূষ গদ্য
ঘৃত ইত্যাদি ।

মৃদাঙ্গ রস । পারা ১ তোলা কজ্জলী দ্বারা জীর্ণ সুবর্ণ
১ তোলা শুদ্ধ মুক্তা ২ তোলা গন্ধক ২ তোলা মোহাগা ২
তোলা এই সকল দ্রব্য কাঞ্জি দিয়া খলে অষ্ট প্রহর মর্দন
করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিবেন, অথবা রোড়ে শুষ্ক করিবেন
পরে এক হাঁড়ির অর্ধেক পর্য্যন্ত সৈন্ধব লবণ চূর্ণ দ্বারা পূর্ণ
করিয়া এক মৃত্তিকার কোটার ভিতরে ঐ ঔষধ পুরিয়া কো-
টার মুখ অতি শক্ত করিয়া লেপন করিবেন, পরে রোড়ে
শুষ্ক করিবেন, তৎপরে ঐ ঔষধের কোটা হাড়ির লবণের
উপর রাখিয়া ঐ হাঁড়ির মুখে সরিষা তাকা দিয়া উত্তমরূপে
লেপন করিবেন, তদনন্তর সাবধান হইয়া চারি প্রহর জাল
দিবেন, পরে হাঁড়ি নামাইয়া শীতল হইলে ঔষধ বাহির
করিবেন, এই ঔষধ চূর্ণ হইবে জালিবেন পরিমাণ ৪ রতি

অনুপান মরীচ চূর্ণ ১০ রতি ঔষধ সেবন করিয়া এক গুড়িকা মুখে রাখিবেন।

গুড়িকা প্রকার। পঞ্চপাণ ১০ তোলা অর্ধ ছেঁচা করিয়া এক সের জলে পাক করিয়া দশ পল থাকিতে সেই জলে ২৬৮ রতি শুষ্ঠী চূর্ণ আর ২৬৮ রতি পিপুলচূর্ণ এবং এই পরিমাণ মরীচ চূর্ণ আর বামনহাটিরপত্র চূর্ণ ১০ তোলা নিজে মধু ১০ তোলা সকল একত্রে খলে মর্দন করিয়া ১০ রতি পরিমাণ গুড়িকা করিবেন পরে ছায়াতে শুষ্ক করিবেন, পথ্য গব্যঘৃত দুগ্ধ তক্র ছাগমাংস কুম্ভাগু ডুম্বুর পাটোল গুল মানকচু।

ইতি সারকৌমুদ্যাং যক্ষ্মাধিকার সমাপ্তঃ।

দর্পণং।

ত্রয়োদশাঙ্গ পাচন। খন্যা পিপুল শুষ্ঠী দশমূল এষাং প্রতি ২ মাষা পাকার্থ জল ১ সের শেষ ১ ছটাক প্রক্ষেপ মধু ৪ মাষা।

পঞ্চদশাঙ্গ পাচন। দশমূল বাট্যালামূল রান্না কুড দেবদারু শুষ্ঠী এষাং প্রতি ২ মাষা পাকার্থ জল ১ সের শেষ ১ ছটাক প্রক্ষেপ মধু।

অবলেহ। পিপুলরোয়া দ্রাক্ষা চিনি এই তিন দ্রব্য অবলেহ করিবে।

ষড়্ভাঙ্গাবলেহ। বাসকমূল অশ্বগন্ধামূল পিপুলমূল চিনি মধু ঘৃত এই সকল দ্রব্য সমভাগে অবলেহ করিবে।

বাসাবলেহ। বাসকপত্র রস ৪ সের চিনি ১ সের পিপুল রোয়া চূর্ণ ১৬ তোলা গব্যঘৃত ১৬ তোলা এই কয় দ্রব্য যন করিয়া পাক করিবে তদনন্তর তাহাতে এক সের মধু একত্র করিয়া অবলেহ, ভাণ্ডে রাখিবে ভক্ষণ ৮ মাষা অনুপান বাসকমূল ছাল ২ তোলা পাকার্থ জল ১ সের শেষ ১

ছটাক ইহাতে বাত যক্ষ্মা কাস শ্বাস পার্শ্ব শূল হৃচ্ছূল রক্ত-
পিত্তজ্বর এই সকল নষ্ট করে ।

ছাগলাভূত । নপুংসক ছাগমাংস ১২।।° সের পা-
কার্ণ জল ৩৩ সের শেষ ১৬ সের গব্যভূত ৪ সের কল্ক জিব
নীয়গণ ১° থান প্রতি ১৭।।° মাষা চূর্ণ করিয়া ঘৃত দিয়া
পাক করিবে । অনুপান ছাগদুগ্ধ তক্ষণ ১ তোলা ইহাতে
কাস শ্বাস যক্ষ্মা পার্শ্ব শূল হৃচ্ছূল রক্তপিত্ত জ্বর অতিমার
শোথ এই সকল পীড়া শান্ত হয় ।

চন্দনাদি তৈল । তিলতৈল ১৬ সের দধিরমাত ৬৪ সের
কাঁচালাহা ৮ সের জল ৩৩ সের পাক শেষ জল ১৬ সের
কক্ক রক্তচন্দন বালা লম্বী জ্যেষ্ঠমধু শৈলজ পদ্মকাষ্ঠ ম-
জ্জিষ্ঠা সলকাষ্ঠ দেবদারু শঠী এলাইচথোলা নাগেশ্বরতে-
জপত্র শিলাজতু ঘুরানামাংসী কাকুলি প্রিনঙ্গু মুখা হরিদ্রা
দারুহারদ্রা মালতা চিরাতা কটকী লতা কস্তুরি বিষটম্বুল
লবঙ্গ পিপুল কুঙ্কুম গুড়ভক বেণুক লালুকা এষাংপ্রতি ৪
তোলা চূর্ণ করিয়া তৈলের সহিত পাক করিবে । ইহাতে
অপস্মার জ্বর যক্ষ্মা রক্তপিত্ত উরশ্চত এই সকল নষ্ট করে
আর খাতু ও বল বৃদ্ধি করে ।

ইতি দর্পণে যক্ষ্মাধিকার সমাপ্তঃ ।

কাস মাত্রের চিকিৎসা ।

কণ্টকারি পাচন । কণ্টকারী ২ তোলা জল ৩২ তোলা
পাক শেষ ৮তোলা প্রক্ষেপ সৈন্ধব চূর্ণ ২মাষা হিঙ্গ ওরতি
কিন্তু হিঙ্গ ঘূতে ভজ্জন করিয়া চূর্ণ দিবেন ।

মুক্তিযোগ । বানকপত্র রস ২ তোলা মধু ৪ মাষা প্র-
ক্ষেপ দিয়া খাইবেন ।

হরীতকী মোদক । হরীতকী শুষ্ঠী পিপুল মরীচ এই
চারি দ্রব্য সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া সমভাগে যত ইহাবে পুরাতন

গুড় তাহার দ্বিগুণ লইয়া পাক করিবেন যখন মোদকের উপযুক্ত পাক হইবে তখন ঐ সকল চূর্ণ ইহাতে দিয়া চুলা হইতে নামাইবেন পরে তাড়ুদ্বারায় নাড়িতে ২ শীতল হইলে ১তোলা পরিমাণ বটি বান্ধিবেন অত্যন্ত প্রাতঃকালে সেবন করিবেন ।

সামান্য কাস । কিঞ্চিৎ অসাধ্য হইলে তাহার মুষ্টিযোগ মনছাল হরিতাল জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া কুলের পক্ষপাত্রে মাখাইয়া রোজে শুষ্ক করিবে পরে সেই পত্র সকল চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া ১০ রতি অনুপান চূর্ণ সেবন করিয়া তদনন্তর দুই বলকের দুগ্ধ এক পোয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু দিয়া খাইবেন, তাহাতে সূত দুগ্ধ মাংসাদি গুরুপাক দ্রব্য খাইতে পারিবেন কাঁচাজল পান কর্তব্য নহে, এই ঔষধ অতি বালক ও বৃদ্ধের সেবন নহে ।

সমশর্করাচূর্ণ । লবঙ্গ ২ তোলা জায়ফল ২ তোলা পিপুল ২ তোলা মরীচ ৪ তোলা শুষ্ঠী ৪ তোলা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণে যত হইবে তাহার সমান চিনি সকল একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া এক কাঁচেরপাত্রে অথবা বাঁনের চোঙ্গায় রাখিবে, সেবন ১০ রতি পরিমাণ পরে শুষ্ঠী সূক্ষ্ম চূর্ণ ঈষৎ তপ্ত দুগ্ধের একত্র করিয়া খাইবে ।

ব্যাস্ত্রী হরীতকী । কণ্টকারি ১০ পল জল ৬৪ সের হরীতকী ১০০ পল প্রক্ষেপ শুষ্ঠী পিপুল মরীচ এযাং প্রতি ১৬ তোলা দারুচিনি তেজপত্র এলাইচ নাগেশ্বর, এযাং প্রতি ২ তোলা মধু ৬ পল, পাকের প্রকার বহু পাকপাত্রে ৩৪ সের জল দিয়া তাহাতে কণ্টকারি কিঞ্চিৎ ছেচিয়া পুটলি করিয়া দিবেন আর হরীতকীর বীজ ত্যাগ করিয়া ১০ পল তাহা এক পুটলি বদ্ধ করিয়া পাক করিবেন শেষ ১৬ সের থাকিবে ঐ জলে ১০০ পল পুরাতন গুড় পাক করিয়া অবলোহের উপযুক্ত হইলে পাক পাত্র চুলা হইতে নামাইবেন পরে উক্ত শুষ্ঠাদি দ্রব্যের চূর্ণ ইহাতে দিয়া উত্তমরূপে

মিশ্রিত করিবেন । সেবন ১ তোলা পরিমাণ পরে শুষ্ঠী চূর্ণের সহিত উষ্ণ দুগ্ধ পান করিবেন ।

স্বপ্নরসেত্র গুড়িকা । শোধিত রস ২ তোলা তাহাতে জয়ন্তী পত্র রস ১ তোলা নিজ্জল আদার রস ১ তোলা দিয়া মর্দন করিতে করিতে ঘন হইলে তাহাতে জলস্থ কঁাকড়ার রস ১ তোলা গুড়কামাষেরপাতার রস ১ তোলা দিয়া ৪ প্রহর রোদ্রে ও ৪ প্রহর শিশিরে রাখিবেন, শোধিত গন্ধক ১ পল ইহাতে ভাবনা ভৃঙ্গরাজের রস ১ তোলা পরে খলে মর্দন করিতে করিতে, ভৃঙ্গরাজের রস শুষ্ক হইলে এবং পারা অতি পরিষ্কার হইলে কজ্জলী করিবে সেই কজ্জলীতে ১ পল ছাগশুক দিয়া খল করিতে ২ বটি পাক ইহার মত হইলে ২২৩টি পরিমাণ বটি বাক্সিবে অনুপান ছাগ দুগ্ধ ঔষধ পান করিয়া থাইতে হইবে তদনন্তর শুষ্ঠী চূর্ণের সহিত উষ্ণ দুগ্ধ পান করিবে, পথ্য ঘৃত মাংসাদি ।

ইতি সারকৌমুদী কাসাধিকার সমাপ্তঃ ।

দর্শনঃ । উরুক্ষত চিকিৎসা ।

কানড়াচূর্ণ । কানড়মূল মরীচ মুখা বচ জাফা শত-মূলি তালিশপত্র ত্রিকটু চিনি, এষাং প্রতি সমচূর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান ত্রিকটু জল ।

রহস্তালিশাদি মোদক । তালিশপত্র ২ তোলা অভ্রহস্য ৪ তোলা মরীচ ৬ তোলা শুষ্ঠী ৮ তোলা পিপুল ১০ তোলা বচ কুড় ত্রিজাতক ত্রিমদ এষাং প্রতি প্রত্যেকে ১ তোলা এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া সকলের সমান চিনি এবং মধু দিয়া মর্দন করিবেন সুন্দর কপে মর্দিত হইলে ৮ মাষা পরিমাণ মোদক করিবেন অনুপান জল এই ঔষধ সেবন দ্বিসন্ধ্যা করিবেন, ইহাতে পঞ্চ প্রকার কাস শ্বাস রাজবক্ষা উরুক্ষত জ্বর দাহ তৃষ্ণ ভ্রাম ছর্দি অরুচি অমূল-পিত্ত অগ্নিমান্দ্য সংগ্রহগ্রহণী এই সকল রোগ নাশ হয় ।

অশ্বগন্ধাদি অবলেহ । নাগরী অশ্বগন্ধা ত্রিকটু বংশ-
লোচন ত্রিজাতক পিণ্ড খজ্জুর তালিশপত্র নাগেশ্বর জায়-
ফল লবঙ্গ জয়ন্তী পিপুলমূল পদ্মবীজ জীরা কৃষ্ণজীরা
বেলগুঠা খাতকীপুষ্প ত্রিফলা খদিরকাষ্ঠ মম্বুরি মহাবরি
বচ বালা অভ্রভস্ম জটামাংসী বঙ্গভস্ম জ্যেষ্ঠমধু শতমূলি
ব্যাকুড়বীজ আলকুষি বীজ ত্রিমদ শঠী কপূর কজ্জলী
সুবর্ণ ভস্ম কড়ি ভস্ম এষাংপ্রতি সমভাগে চূর্ণ করিবে সক-
লের দ্বিগুণ চিনি পাকার্থ মহিষাংক ৪ সের গব্যঘৃত ৥০ সের
পাক সমাপ্তি হইলে ৥০ সের মধু দিয়া উত্তম রূপে তাড়ু
দ্বারা নাড়িতে নাড়িতে নিশ্চিত হইলে ঔষধ ভাল হইবে ৮
মাষা পরিমাণে মোদক বাণ্ডিবে অনুপান ছাগাংক পথ্য
ছাগমাংস ইহাতে উরুক্ষত রাজযক্ষ্ম জ্বর দাহ কামলা
রক্তপিত্ত অর্শ অগ্নিমান্দ্য গৃহিণী অতিসার রক্তাতিসার রক্ত
কাস কফকাশ এই সকল রোগ নাশ হয় ।

বাসাখণ্ড । বাসকমূল ১২ ৥০ সের পাকার্থ জল ৬৪ সের
শেষ ১৬ সের চিনি এক সের এই ক্রাথে চিনি পাক করিয়া
ঘন হইলে পরে পুরাতন কুম্মাণ্ড শস্ত্র চূর্ণ একসের ঘূতে ভ-
জ্জন করিয়া লইবেন এবং রক্তচন্দন তালিশপত্র বচ কুড়
ফুল হরীতকী ত্রিকটু ত্রিফলা ত্রিমদ ত্রিজাতক ডাঙ্গা জ্যেষ্ঠ-
মধু পিণ্ডখজ্জুর এষাংপ্রতি ২ তোলা চূর্ণ ইহাতে দিয়া
পাক করিবেন পরে দেড়পোয়া মধু দিয়া তাড়ু দ্বারায় না-
ড়িতে নাড়িতে নিশ্চিত হইলে ঘৃতভাগে রাখিবেন ভক্ষণ
৮ মাষা অনুপান কুম্মাণ্ড জল, এই ঔষধ অগ্নি বলহীন
ব্যক্তি ও শূক্ৰ হীন ব্যক্তি ভক্ষণ করিবে ইহাতে রাজযক্ষ্ম
বিকার রক্তপিত্ত উরুক্ষত সকল প্রকার কাস সর্ব প্রকার
শোথ জ্বর নানা প্রকার অতিসার গৃহিণী এই সকল রোগ
নাশ করে ।

ইতি দর্পণে উরুক্ষত চিকিৎসা সমাপ্তঃ ।

কাস চিকিৎসা ।

পঞ্চমূল্যাদি পাচন । শালপানি চাকুল্যা ব্যাকুড় কণ্ট-
কারি গোছুরি, এষাং প্রতি ৪ মাষা পাকার্থ জল ১ সের
শেষ এক ছটাক প্রক্ষেপ মধু ২ রতি ।

শঠ্যাদিচূর্ণ । গন্ধশঠী কঁকড়াশৃঙ্গি পিপুল বামনহাটি
মূল পুরাতন গুড় বাসক ছাল এষাং প্রতি সমভাগে চূর্ণ
করিবে ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান তিল তৈলে গুলি খাইবে,
ইহাতে বাত কাস নষ্ট করে ।

বলাদিপাচন । বাট্যামামূল কণ্টীকারী ব্যাকুড় বাসক
মূল ডাক্ষ এষাং প্রতি ৪ মাষা পাক শেষ পূর্ববৎ প্রক্ষেপ
মধু ৪ মাষা চিনি ৪ মাষা, ইহাতে পিত্তকাস নষ্ট করে ।

ডাক্ষাত্তবলেহ । ডাক্ষ কামলা পিণ্ডবর্জ্য পিপুল
মরীচ, এষাং প্রতি সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঘৃত মধু দ্বারায়
অবলেহ করিবে, ইহাতে পিত্তকাস নষ্ট করে ।

পুষ্করাদি । কুড় কৰ্ফল ভাগীমূল শৃষ্ঠী পিপুল, এষাং-
প্রতি ৫ মাষা পাক শেষ পূর্ববৎ প্রক্ষেপ উষ্মদ্রব্য সক-
লের চূর্ণ করিয়া ৪ মাষা দিবেন, ইহাতে কফ কাস নষ্ট
করে । দশমূল্যাদি ।

দশমূলের পাচন পরিমাণ ক্রাথে পিপুল চূর্ণ ৪ মাষা
দিয়া নেবন করিবেন ইহাতে কফ কাস নষ্ট করে ।

কটফলাদি পাচন । কৰ্ফল বুশা কেশা থাকড়া শরব-
রাটি বামনহাটি মূল মুখা ধন্যা বচ হরীতকী কঁকড়াশৃঙ্গী
যব পর্পাটি শৃষ্ঠী দেবদারু ঘৃত, এষাং প্রতি ১১০ মাষা পাক
শেষ পূর্ববৎ প্রক্ষেপ মধু ৪ মাষা হিঙ্গু ১ রতি, ইহাতে
বাত কফ জন্য কাস কণ্ঠরোগ শূল শ্বাস হিক্কা জ্বর এই স-
কল পীড়া নাশ করে ।

দশমূল্যাদি ঘৃত । ঘৃত ৪ সের পাকার্থ দশমূল্য প্রতি ৩
পোয়া পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের, কক্ল কুড়
বামনহাটি মূল শঠী বেলমূল দেবদারু ত্রিকটু হিঙ্গু, এষাং

প্রতি ৪ তোলা চূর্ণ করিয়া ইহার সহিত একত্র করিবে অনুপান দুগ্ধ ।

কণ্টকারি রস ৪ সের কণ্টকারি রস ১৬ সের দশমূল পত্র শাখা একত্রে ৮ সের জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের ককল বাট্যালামূল ত্রিকটু বিড়ঙ্গ শঠী চিতামূল সচল লবণ যবক্ষার বেলগুঠা আমলা কুড় বিছটিমূল ব্যাণ্ডুল হরীতকী যমানী দাড়িম্বকল ডাঙ্গা শ্বেতপুনর্ব্বা মূল চণ্ডি তুরালতা অম্লবেতস কাঁকড়াশৃঙ্গী তালিশপত্র বামনহাটী মূল রাস্না গোক্ষুরি, এষাং প্রতি ২ তোলা চূর্ণ করিবে ঔষধ সেবন দ্বিসন্ধ্যা পরিমাণ এক তোলা, ইহাতে সকল কাস শ্বাস হিকা নাশ হয় ।

রাস্নাদি লৌহ রাস্না তালিশপত্র কপূর খুলকুড়িমূল শিলাজতু ত্রিকটু ত্রিকলা ত্রিষদ, এষাং প্রতি ৪ মাষা সর্ষপ তুল্য লৌহতম্র মধুতে মর্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণ বটি বান্ধিবে অনুপান মধু । ইহাতে সকল উপদ্রব সংযুক্ত কাস স্বরভঙ্গ ক্ষয়কাস ইত্যাদি সকল নাশ হয় ।

বাসাদি চূর্ণ । বাসকমূল ছাল বালা মুখা গুলঞ্চের ছাল শুষ্ঠী ধাতকীপুষ্প আতইচ বেলগুঠা অভ্রতম্র কৃষ্ণজীরা ককল কুড় জায়ফল হিঙ্গ লবঙ্গ মোহাগা বচ গুড় ত্রক এলাইচ বীজ মরীচ বামনহাটীমূল, এষাং প্রতি ১ তোলা সকল চূর্ণ করিয়া একত্রে পেষণ করিবে ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান ছাগ দুগ্ধ কুম্ভাগুজল মধু, ইহাতে শ্বাস কাস বিষম জ্বর পাঞ্চকাস ইত্যাদি রোগ নষ্ট করে এবং অগ্নিবৃদ্ধি হয় ও বল আর দেহ পুষ্টি করে ।

কককেশরি রস । ককল কুড় কাঁকড়াশৃঙ্গী রস তালিপত্র কজ্জলী এস সকলের সমান ত্রিকটু চূর্ণ সকল চূর্ণ একত্র করিয়া সুবর্ণ পত্র সরে ৩ দিবস ভাবনা দিবে মটরাকৃতি বটি অনুপান আদার রস মধু ।

কাসসংহার বটি । স্বর্ণমাক্ষি পায়া গন্ধক জয়পাল রস-

জ্ঞান মোহাগা আকিঞ্চ শৃঙ্গি কুঁচিলা, এই সকল দ্রব্য শো-
ধন করিবে, বচ চিতাম্বল তালিশপত্র নিম্ববীজ ত্রিকটু ত্রি-
ফলা এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া বেগুণা পত্র
রসে ভাবনা দিয়া গুঞ্জাকৃতি বটি করিবেন অনুপান আদা
ও পানের রস, ইহাতে সকল প্রকার কাস বিকার সর্গ
প্রকার শূল সকল বাত নানা প্রকার অতিসার অমূল পিত্ত
সকল সর্গ প্রকার শোথ এই সকল রোগ নষ্ট হয় এবং দেহ
পুষ্টি অগ্নি বৃদ্ধি ও উত্তম রূপ অরুচি নষ্ট হয় ।

রসেন্দ্রবটিকা । পারা গন্ধক অদ্রভস্ম লৌহভস্ম তম্রভস্ম
হরিতাল শৃঙ্গি মর্নঃশিলা ধূতুরবীজ এই সকল শোধিত
করিয়া সকল ভস্ম প্রতি ২ তোলাতে যত হইবে তাহার
সমান মরীচচূর্ণ, ভাবনা জায়ফল ক্লান্ত জয়ন্তীপত্র রস চি-
তাম্বল রস মানদণ্ড রস ঘঁটু পাতার রস নিদিক্কা রস
ঘোড়াসিজ পত্র রস দস্তিমূল বেগুণাপত্র রস আদার রস
সাচিপাণের রস, এষাংপ্রতি এক দিবস, সার্বপ পরিমান
বটি অনুপান, মধু, ইহাতে সকল প্রকার কাস শ্বাস কাস
পৃণক দ্বন্দ্বজ কাস ঘোরজ্বর তন্দ্রা অধিমান্দ্য ইত্যাদির
রোগ নাশ হয় ।

ইতি দর্পণে কাস চিকিৎসা সমাপ্তঃ ।



হিক্কা চিকিৎসা ।

চন্দনাদি তৈল প্রভৃতি কাস রোগ উজ্জ যে যে তৈল
আছে তাহা শরীরে মর্দন করিয়া অগ্নির উত্তাপ গ্রহণ ক-
রিলে এবং লবণের পুটলি করিয়া ব্রহ্মতালুতে তাপ দিলে
আর নিশ্বাস কিঞ্চিৎ কাল রোধ করিলে এবং কোন রূপে
রোগীকে চিন্তাযুক্ত করাইলে ও শীতল জল পান করাইলে
এবং মনোহর বাকা কহিলে আর বাহাতে শোকোৎপত্তি
হয়, কিম্বা প্রসার অধিক হয় এমনত কোন ঔষধাদি দিবেন

অর্থাৎ বায়ু উর্দ্ধগত হইয়া হিক্কা হয়, অধোবায়ু হইলে প্রস্রাব হয়, তাহাতে হিক্কা নষ্ট হয়, আর জ্যেষ্ঠমধু চূর্ণ মধু সংযোগ করিয়া নষ্ট দিবেন, এবং শ্বেত সর্বপা পিপুল চূর্ণ করিয়া নষ্ট দিবেন, আর পিপুল চূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত নষ্ট দিবেন।

সুষ্টিযোগ। পিপুল আমলকী শুষ্ঠী চূর্ণ সমভাগ এবং সূত মধু চিনি সমভাগ এই ছয় দ্রব্য মিলিত করিয়া মুখে রাখিলে হিক্কা নিবারণ হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং হিক্কাধিকার সমাপ্তঃ।

শ্বাস রোগের চিকিৎসা।

চন্দনাদি তৈল মর্দন করিয়া বড় লৌহ একখান অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত করিয়া উত্তর কক্ষে উত্তর হস্তে এবং করের উত্তর পৃষ্ঠে তাপ দিবেন, আর কণ্ঠ কূপে লৌহ পালা উত্তপ্ত করিয়া পুনঃ তাপ দিবেন।

সুষ্টিযোগ। পুরাতন গুড় সর্বপা তৈল সমভাগ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শ্বাস নষ্ট হয়।

পাচন। বিলুছাল লোণাছাল গান্ধারিছাল পারুল-ছাল গণিয়ারিছাল শালপানি চাকুল্যা কণ্টিকারি গো-ছুরী ব্যাকুড়, এযাংপ্রতি ১৬ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল কাপড়ে ছাঁকিয়া তাহাতে পুরাতন গুড় ৪ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া ঈষদুষ্ণ সেবন করাইবেন, আর কুলার্থ কলাই অগুরু কণ্টিকারি এযাংপ্রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল কাপড়ে ছাঁকিয়া বুড় মূত্র চূর্ণ করিয়া ৪ রতি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবেন, ইহাতে শ্বাস হিক্কা নিবারণ হয়।

পুচ্ছাবলেহ। ময়ূরপুচ্ছ তাম্র ৪০ রতি মধু ৪০ রতি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শ্বাস নষ্ট হয় কিন্তু বালকের অর্ধ বিশেষ উপকার হয়।

শিখিপুচ্ছ তন্ম করিবার বিধি, মৃত্তিকা পাত্রের মধ্যে দিয়া তাহার মুখ বদ্ধ করিয়া জাল দিবেন, সেই পাত্র অগ্নি তুল্য হইলেই তন্ম হয় ।

ভাগীগুড় । বামনহাটির মূল ১০০ পল বিলুছাল সোণার ছাল গাম্ভারির ছাল পারুলপাল গনিয়ারিছাল শালপানী চাকুল্যা কণ্টিকারি গোহুরী ব্যাকুড়, এষাংপ্রতি ১০ পল আস্ত হরীতকী ১০০ পল জল ১৪৪ সের শেষ ৩৬ সের পুরাতন গুড় ১০০ পল গুড় অবলেহের উপযুক্ত পাক হইলে শুষ্ঠী পিপুল মরিচ দারুচিনি তেজপত্র এলাইচ এই সকল মূক্ষ চূর্ণ করিয়া এষাংপ্রতি ১ পল যবক্ষার ৪ তোলা গুড় ৪ তোলা সেবন করিবেন কিন্তু হরীতকীচূর্ণ সম্ভব পরে সেবন করিয়া শশাং গুড় ৪ তোলা ভক্ষণ করিতে হয় ।

গুড় পাক করিবার বিধি । রুহৎ এক পাত্রে ১৪৪ সের জল দিয়া বামনহাটির মূল ১০০ পল ছেঁচিয়া এবং বিলু ছালাদি ১০ ভব্য ১০ পল করিয়া ছেঁচিয়া তাহাতে দিবেন আর আস্ত হরীতকী বস্ত্রের পুটল করিয়া তাহাতে দিবেন, পরে জাল দিয়া ৩৬ সের জল থাকিতে বস্ত্রে ছাকিয়া জল পুনর্বার জালে চড়াইয়া ঐ শত পল গুড় তাহাতে দিয়া অবলেহের ন্যায় পাক হইলে নামাইয়া শুষ্ঠী আদিচূর্ণ সকল তাহাতে দিবেন এবং যবক্ষার চারি তোলা দিয়া তাড়ু দ্বারা নাড়িতে শীতল হইলে মধু ১৬ পল দিবেন, পথ্য যুঁক্ষ মাংসাদি মৎস্যের যুব ঈষউষ্ণ থাকিতে সেবন করিবে ।

সূর্য্যাবর্ত রস । পারা ২ তোলা গন্ধক ৪ তোলা ঘটকু-মারীর রসে ১ প্রহর খলে মাড়িয়া তাম্রপাত্রে ঐ ২ তোলা পারা গন্ধক ঘটকুমারীর রসে মাখিয়া শুষ্ক হইলে মৃত্তিকার কোটাতে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া কোটা উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া বালির হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া হাঁড়ির মুখ বদ্ধ করিয়া চারি প্রহর জাল দিয়া পরে হাঁড়ি শীতল হইলে কোটা বাহির করিয়া সেই তাম্রপাত্রে চূর্ণ দিয়া ২ রতি মধুদিয়া মাড়িয়া

তাহাতে বাসকপত্রের রস সম্ভব পর দিয়া সেবন করিবেন
পরে রাখালমশারমূল দেবদারু শুষ্ঠী পিপুল মরীচ চূর্ণ
সমভাগ এবং চিনি মিলিত করিয়া সাধ্যানুরূপ সেবন ক-
রিবেন । পথ্য হৃত দুগ্ধ মাংসাদি এবং অতিশয় স্নিগ্ধ বা
রুক্ষ অথবা গ্রহণ করিবেন না ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং স্বাস্থ্যাদিকার সমাপ্তঃ ।

স্বরভঙ্গ চিকিৎসা ।

স্বরভঙ্গ তিন প্রকার হয় বাতজ পিত্তজ কফজ ।

বাতজে মুষ্টিযোগ । সৈন্ধব চূর্ণ সংযুক্ত তিল তৈল হিত
কারী হয়, পিত্তজ মধু যুক্ত ঘৃত উপকারী হয়, কফজে তে-
ভুল ছালাদি ক্ষার শুষ্ঠী পিপুল মরীচ এই সকল দ্রব্য এ-
কত্র করিয়া সেবন করিবেন ।

কল্যাণ হৃত । হরিদ্রা কুড় বচ পিপুল শুষ্ঠী রুক্ষজীরা
বনযমানী জ্যেষ্ঠমধু সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া
সমভাগে একত্র করিয়া ঘূতের সহিত অবলেহ করিয়া খাই
বেন, স্বরভঙ্গে তপ্তজল কিঞ্চিৎক্ষণ অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন
আর হিমজলে স্নান ও তাহা পান কর্তব্য নহে ।

ব্রহ্মীহৃত । ঘৃত ৪ সের ব্রহ্মীরস ১৬ সের কল্কার্থ হ-
রিদ্রা জাতিপুষ্প কুড় রহতী হরীতকী এই সকল দ্রব্য প্র-
ত্যেকে ১ পল পিপুল বিড়ঙ্গ সৈন্ধব চিনি বচ এই সকল
প্রত্যেকে ২ তোলা ঘৃত পাকের প্রকার, উত্তম পাকপাত্রে
ব্রহ্মীরস ১৬ সের দিয়া তাহাতে হরিদ্রাদি চারি দ্রব্য ছেঁ-
চিয়া এবং জাতিপুষ্প না ছেঁচিয়া একত্রে এক পুটলি বা-
ন্ধিয়া পাক করিলে ৪ সের ব্রহ্মীরস থাকিতে পুটলি নিষ্ক-
ড়িয়া রস লইবেক পরে ঘূতের সহিত পাক করিবেন যখন
রস নিঃশেষ প্রায় হইবে তখন পিপুলাদি দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ
ও সৈন্ধব এবং চিনি এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা
ঘূতে দিয়া নাড়িতে ২ যখন শীতল হইবে তখন অন্য পাত্রে

রাখিবেন । সেবন ১ তোলা অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ এবং স্বরভঞ্জে
অক্ষান্দুক লৌহ সেবন বিধি আছে এই ঔষধ স্থানান্তরে
পাইবেন ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং স্বরভজ চিকিৎসা সমাপ্তঃ ।

অরুচি চিকিৎসা ।

যুক্তিযোগ ! দারুচিনি মুখা এলাইচ ধন্যা এই সকল
দ্রব্য সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া মুখে রাখিলে অরুচি নষ্ট হয় এবং মুখা
আমলকী দারুচিনি সমভাগে সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া সর্ষপ দ্ব্যে
রাখিবে আর, দারুচিনি দেবদারু আমলকী পিপুল চণ্ডি
এই কয়েক দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ সমভাগে মুখে রাখিবে কফের
ক্রুরতা ব্যতিরেকে অরুচি হয় না আর যদি চিকিৎসার
দোষে নানা প্রকার বিরস সামগ্রী ভোজনদ্বারা অরুচি জন্মে
তবে রোগীকে শীতল সামগ্রী ভোজন করাইবেন কিন্তু
কফ জন্য অরুচিতে শীতল দ্রব্য ভোজন নিষেধ, কফ স্বেদে
নানা প্রকার তিত্ত কষায় ঔষধ দ্বারা যদিও হয় তবে কাটি
খোলার রক্তচূর্ণ ধানের খই করিয়া তাহাকে চূর্ণ করিবে
সেই চূর্ণ মিছরির রসে পাক করিয়া তাহাতে মরীচ ধ-
ন্যার চাউল এলাইচ কুঙ্কুম নাগেশ্বর পুষ্প এই সকল দ্র-
ব্যের চূর্ণ দিয়া সদ্যজাত গব্যবৃত্ত দ্বারা লাডু বান্ধিবেন
পারে রোগীকে খাওয়াইবেন । কষায়ন অরুচিতে গৃহজাত
উত্তম তক্র জীরার কোড়নে মস্তকন করিয়া খাইবে আর
মৌরলা মাছের যুষে আদার রস এবং আমরুলের রস
দিয়া খাইবে ভোজনান্তর কপূরবাসিত জল পান করিবে ।

মোদক । মবের সূক্ষ্ম চূর্ণ চিনি কিম্বা মিছরির রসে
পাক করিয়া তাহাতে লবঙ্গ জায়ফল জয়ন্তী দারুচিনি
কপূর শুষ্ঠী পিপুল মরীচ যমানী মিছরি ধন্যা এলাইচ
অপ্প ভাজা মেথি জীরা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মোদক
কুরিবেন মোদক পাকের প্রকার, শুভ্রবর্ণ চিনি কিম্বা মি-

ছরি তাহাতে সম্ভব মত জল দিয়া নূতন পাণ্ডে পাক করিয়া জলের চতুর্থাংশের একাংশ থাকিতে তাহাতে যব চূর্ণ দিয়া মোদক পাকের মত হইলে পাক নামাইয়া উক্ত অব্য সকলের চূর্ণ তাহাতে দিবেন চিনি কিম্বা মিছরি ১০ লের কাঁচা যব চূর্ণ আধনের লবঙ্গাদি অব্যের প্রত্যেক ৫৮০ রাত দিয়া তাড়ুর দ্বারা নাড়িতে লাড়ু বান্ধিবার মত হইলে বান্ধিবেন সুখসেব্য মত রোগীকে ভোজন করিতে দিবেন ।
 আমলকী চূর্ণ । মটকা তেতুল চূর্ণ সমভাগে মিলিত করিয়া খাইবেন অথবা ঐ দুই চূর্ণের সহিত সৈন্ধব চূর্ণ মিলিত করিয়া সেবন করিবেন কিম্বা মিছরি চূর্ণ দিবেন ।

ইতি অরুচি চিকিৎসা সমাপ্তঃ ।

অথ ছর্দি চিকিৎসা ।

শ্বেতচন্দন জল দিয়া ঘর্ষণ করিয়া ২ তোলা আমলকীর রস ৪ তোলা মধু ৪ মাষা মিলিত করিয়া খাইবেন শ্বেতচন্দন বেণামূল বালা শুষ্ঠী বাসকছাল এই সকল অব্যের সুক্ষচূর্ণ সমভাগে চালুরানি এবং মধু দিয়া খাইবেন অথবা ঐ সকল অব্য চালুরানি দিয়া বাটিয়া মধুর সহিত সেবন করিবেন, ভাজাযুগ ২ তোলা জল ৪ পল শেষ ১ পল খই চূর্ণ ৪ মাষা দারুচিনি ৪ মাষা দিয়া খাইবে হরীতকী চূর্ণ ২ তোলা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইবেন ক্ষেতপা-পড়া ২ তোলা ৪ পল জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ১ পল থাকিতে ৪ মাষা মধু প্রক্ষেপ দিয়া উষ্ণ থাকিতে খাইবে আমলুঠা বেলুঠা উভয়োঃ প্রতি ১ তোলা জল ৪ পল শেষ ১ পল মধু ৪ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া খাইবেন ।

এলাচাদি চূর্ণ । এলাইচ লবঙ্গ নাগেশ্বর ফুল কুলআ-ট্রি শস্য খই প্রিয়ঙ্গু মুখা রক্তচন্দন পিপুল এই সকল অব্য সমভাগ সুক্ষচূর্ণ একত্রে করিয়া মধু এবং চিনি তাহাতে

দিয়া মাতগুড়ের মত চাটিয়া খাইবেন । সুগন্ধি দ্রব্যের
প্রাণ লইবেন ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং ছর্দি চিকিৎসা সমাপ্তঃ ।

অথ তৃষ্ণা চিকিৎসা ।

পানকাষ্ঠাবলেহ । ঘৃত ৪ সের কল্কার্থ পানকাষ্ঠ গুলঞ্চ
নিম্বছাল ধন্যা রক্তচন্দন এই পাঁচ দ্রব্য প্রত্যেকে ১ পল
৩ মাষা ২ রতি জল ১৬ সের শেষ কল্কার্থ পানকাষ্ঠ ১ পল
২ তোলা ২ মাষা ২ রতি গুলঞ্চ ১ পল ২ তোলা ২ মাষা
২ রতি নিম্বছাল ১ পল ২ তোলা ২ মাষা ২ রতি ধন্যা ১
পল ২ তোলা ২ মাষা ২ রতি রক্তচন্দন ১ পল ২ তোলা
২ মাষা ২ রতি পাকের প্রকার ক্কাথ দ্রব্য ১৬ সের জল
শেষ ৪ সের কল্ক দ্রব্য সকল শেষ ৪ সের ক্কাথে সিদ্ধ ক-
রিয়া শেষ ১ সের থাকিবে তাহা ৪ সের ঘৃতের সহিত পাক
করিবে আর তৃষ্ণা বিশেষে সুশীতল জল দ্বারা খইমণ্ড ক-
রিয়া মধুর সহিত খাইবে, খই সিদ্ধ করিয়া মণ্ড খাইবে না
আর তৃষ্ণাতে মধু গণ্ডুষ ধারণ করিবে অর্থাৎ স্বহস্তে মধু
আর সমান শীতল জল একত্রে লইয়া খাইবে । খই চূর্ণ ২
তোলা মধু ৪ মাষা পাক গাভারি ছাল চূর্ণ ২ তোলা ৪ মাষা
মধুর সহিত খাইলে তৃষ্ণা নিবারণ হয় । দাড়িম্ব রস কিম্বা
আমলকীর রস অথবা আমরুলের রস মুখের উপরে লে-
পন করিলে পিপাসা দূর হয় ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং তৃষ্ণাধিকার সমাপ্তঃ ।

অথ মুচ্ছাধিকার ।

মুচ্ছা হইলে অগ্রে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বোধ করি-
বেন যদি বায়ু প্রবল থাকে তবে বায়ু নিবারক বিষ্ণু তৈ-
লাদি, মস্তকে মর্দন করাইবেন তাহা করাইলে যদি শীত

মুছো না বায় তবে সর্ষাঙ্গে শীতল জল-দেবেন তাহাতে বায়ু দমন হইয়া মুছো দূর হয় ।

মুছোতে পিত্ত প্রকোপ বোধ হইলে পিত্ত নিবারক গুড়চ্যাদি তৈল মর্দন করাইবেন অথবা গুলঞ্চের রস মর্দন কিম্বা পটোলপত্র রস সর্ষাঙ্গে মাখাইবেন অথবা রক্তচন্দন ঘর্ষণ করিয়া মর্দন করাইবেন মুছো কিঞ্চিৎ দূর হইলে ঘন চন্দনাদির ক্কাথ খাইতে দিবেন এবং পটোলপত্রের রস সেবন করাইবেন এই সকল প্রকরণ করিলে পিত্ত জন্য মুছো দূর হয় ।

আর মুছোতে যদি কফের প্রবলতা বোধ হয় তবে কফ নিবারক দশমূল্যাদি তৈল মর্দন ও সিদ্ধিরপত্র ভাজিয়া সুক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া সর্ষাঙ্গে ঘর্ষণ অথবা ভাজা শঠির সুক্ষ্ম চূর্ণ কিম্বা ভাজা হরিদ্রা সুক্ষ্মচূর্ণ সর্ষাঙ্গে ঘর্ষণ এই সকল প্রকার করা-ইলে রোগীর কফ জন্য মুছো নিবারণ হয় ।

খুস্তুর ভক্ষকের মুছোতে । দুগ্ধ কাঁঠাল আদা আমরুলের রস এই সকল হিতকারী হয় ।

ইতি সারকৌমুদ্যু মুছোদিকারঃ সমাপ্তঃ ।

অথ দাহ চিকিৎসা ।

দাহ হইলে পিত্ত জ্বরের যে সকল পাচনাদি আছে তাহা পান করাইবেন এবং রাজা নাগরিকেলরে মুখ কাটিয়া তাহার ভিতরে ইক্ষু গুড় পূর্ণ করিয়া খাইতে দিবেন এবং চিনির পানিতে ধন্যার চাউল বাটিয়া দিবেন আর গুলঞ্চের ক্কাথ অথবা ক্ষেত্রপাবতার ক্কাথ মধু দিয়া পান করিবেন আর মুগের দাল ভিজা বাতাসার লহিত খাইবেন এই সকল প্রকার ক্রিয়াতে দাহ নিবারণ হয় রোগে অত্যন্ত শীতক্রিয়া উচিত নহে ।

ইতি সারকৌমুদ্যু দাহাদিকারঃ সমাপ্তঃ ।

অথ উন্মাদাধিকার ।

উন্মাদ হইলে শীতল দ্রব্য ভোজন ও ভেদক ঔষধ দ্বা-
রায় ভেদ করাইবেন পথ্য যব চূর্ণ ও গোধুম চূর্ণ সিদ্ধ ক-
রিয়া দিবেন আর গাভী দোহন করিবা মাত্র সেই দুগ্ধ ঔষ-
ধ থাকিতে পান, শত ঘৃত ঘৃত এবং পুরাতন ঘৃত শ-
রীরে মর্দন, ছাগমাংস কচ্ছপমাংস পাটোল পুরাতন কু-
শ্মাণ্ড বাস্তকশাক পলতা হিঞ্চাশাক শুশুনি কলয়ী চাঁ-
পানটিয়া রুষ্টি জল উটের ঘৃত এবং গর্দভ ঘৃত শীতল না-
রিকেল জল শতমূলি রস মিছরির সহিত এই সকল দ্রব্য
পথ্য করাইবেন ঔষধ সোনাজারা চতুমূখ প্রভৃতি আতা
আনারস কত্বেল দাড়িম্ব কাঁঠাল এই সকল দ্রব্য ভোজন
এবং কটু তৈল সর্ষাপে মর্দন করাইয়া বন্ধন করিয়া রৌদ্রে
শয়ন করাইয়া কটু তৈলের নস্ত দিবেন, শুষ্ঠী পিপুল ম-
রীচ হিঙ্গ সৈন্ধব কটাক শিরীষবীজ দরকরঞ্জবীজ শ্বেত
সর্ষপ এই সকল দ্রব্য সমভাগে গোমূত্রে পেষণ করিয়া শ-
রীরে মর্দন, আর দশবৎসরের ঘৃত মর্দন করাইয়া এবং
ভোজন করাইয়া নিষ্কর্জন স্থানে শয়ন করাইবেন কিম্বা কো-
কিলের মাংস ভোজন করাইয়া নিষ্কাত স্থানে শয়ন করা-
ইবেন, মধু শ্বেত বাট্যালার রস সমভাগ একত্র করিয়া খা-
ইবে, ব্রহ্মীরস ৪ মাষা কুড় চূর্ণ ২ মাষা মধু দুই মাষা একত্র
করিয়া পান করিবে, কুশ্মাণ্ডরস চিনি কিম্বা মিছরির সহিত
একত্র করিয়া সেবন, বচের ক্কাথ অথবা বালার ক্কাথ খাইবে
এবাং কল্যাণ ঘৃত মহাকল্যাণ ঘৃত চৈতন ঘৃত নারায়ণ
তৈল মহা নারায়ণ তৈল আর ভূতাদিসঙ্গ হেতু যে উন্মাদ
হয় তাহা নিবারণ করা ভূত বিষ্টাবিহ্ব্যক্তি দ্বারায় কণ্ডব্য এবং
পিপুল মরীচ সৈন্ধব মধু গোরোচনা এই সকল দ্রব্য সম-
ভাগে মধু দিবেন ।

কল্যাণ ঘৃত ১ রাখালসনার মূল হরীতকী আমলকী ব-
য়ড়া রেলুকা দেবদারু এলবালুক সালপানী মুখা হুরগ

পাটকা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা অনন্তমূল ঞ্চানালতা প্রিয়ঙ্গু নীলোৎপল এলাইচ দন্তিমূল মঞ্জিষ্ঠা দাড়িম্ববীজ নাগেশ্বর ফুল তালিশপত্র-রহতী মালতীফুল বিড়ঙ্গ চাকুল্যা কুড় রক্তচন্দন পদ্মকাষ্ঠ, এই সকল কল্ক দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা ঘৃত ৩২ পল জল ১৬ সের, ঘৃত পাকপ্রকার কল্ক দ্রব্য সকল ছেঁচিয়া ১৩ সের জলে পাক করিয়া ৪ সের থাকিতে ঘৃতের সহিত পাক করিয়া নিষ্কর্জল হইলে পাক সিদ্ধ হয়, এই ঘৃত খাইবে এবং শরীরে মর্দন করিবে।

ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত। কল্যাণ ঘৃতের কল্ক দ্রব্য সকলে ১৬ সের জল দিয়া শেষ ৪ সের থাকে ইহাতে ৮ সের জল দিয়া ৪ সের ক্কাথ থাকিবে এবং ঘৃতের সমান দুগ্ধ দিয়া ক্কাথের সহিত ঘৃত পাক করিবেন, এই বিশেষ।

মহাকল্যাণ ঘৃত। ক্কাথার্থ শালপানি তুরগ পাটকা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা অনন্তমূল ঞ্চানালতা প্রিয়ঙ্গু নীলোৎপল এলাইচ মঞ্জিষ্ঠা দন্তি দাড়িম্ব নাগেশ্বর তালিশপত্র রহতী জাতিপুষ্প বিড়ঙ্গ চাকুল্যা কুড় রক্তচন্দন পদ্মকাষ্ঠ এই সকল প্রত্যেকে ৩ পল ৬ মাষা ৯ রতি জল ৬৪ সের ঘৃত ৩২ পল আর একবার প্রসব হইয়াছে এমনত সবৎসাগাভীর দুগ্ধ ১৬ সের কল্কার্থ চাকুল্যা বনমাষকলাই বনমুগ কাকৌলী আলবুশীমূল ঋষিবক ঋদ্ধিভেদ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ পল লইবেন পাকের প্রকার। রহৎ পাকপাত্রে ৬৪ সের জল দিয়া কাথ দ্রব্য সিদ্ধ হইলে ১৬ সের থাকিবে এই ১৬ সের কাথে কল্ক দ্রব্য সকল সিদ্ধ করিয়া শেষ ৪ সের থাকিতে ঘৃতের সহিত পাক করিয়া নিষ্কর্জল হইলে পাক সিদ্ধ হয় ঘৃত রোগীকে খাইতে এবং মর্দন করিতে দিবেন।

চৈতন্য ঘৃত। কাথার্থ কণ্টিকারি রহতি মালপানি চাকুল্যা গোহরি ঞ্চিকলছাল মোনাছাল পারুলছাল গণিয়ারি ছাঁচ রান্না এরঙমূল তেউড়ি বাট্যালা মূর্কা শতমূলী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ পল জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের

মৃত ৪ সের কল্কার্থ রাখালসমা রহতী বয়ড়া আমলকী
 রেণুকা দেবদারু এলবালুকা সালপানী তুরগ পাণ্ডকা হ-
 রিদ্র দারুহরিদ্রা অনন্তমূল খামালতা প্রিয়ঙ্গু নীলোৎপল
 এলাইচ মজ্জিষ্ঠা দন্তি দাড়িম নাগেশ্বর তালিশা পত্র রহতী
 জাতিফুল বিভঙ্গ চাকুল্যা বুল রক্তচন্দন পদ্মকাষ্ঠ এই স-
 কল দ্রব্য ২ তোলা ২ মাষা ৪ রতি, মৃত পাকের প্রকার,
 ১৬ সের ক্রাথে কলক দ্রব্য সকল ছেঁচিয়া দিয়া মধ্যম কপে
 জাল দিয়া শেষ ৪ সের থাকিবে তাহার সহিত মৃত পাক
 করিয়া নিঃস্রব হইলে পাক সিদ্ধ হয় ।

শিবামৃত । মৃত ৪ সের তুষ্ক ৮ সের সালপানী চাকুল্যা
 কণ্টিকারি গোহুরি ব্যাকুড় বেলছাল মোনাছাল গান্তারি
 ছাল পারুলি ছাল গনিয়ারি ছাল, এযাংপ্রতি ৫ পল
 ক্রাথার্থ জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের নগুংসক শৃগালের মাংস
 ৫০ পল জল ৬৪ সেরের সহিত ২২ দিনে ২২বার পাক ক-
 রিয়া ১৬ সের ক্রাথ থাকিবে এই দুই ক্রাথ একত্র ঘূতের স-
 হিত পাক হইবে এবং তুষ্ক ও ক্রাথের সহিত পাক হইবে
 জল নিঃশেষ হইলে পাক সিদ্ধ হয় এই মৃত থাইতে এবং
 মর্দন করিতে হয় ।

শিবামৃত পাকের অন্য প্রকার । দশমূল এবং কল্ক
 দ্রব্য চৌষাট সের জলে পাক করিয়া শেষ ১৬ সের এবং
 মাংসের ক্রাথ ১৬ সের একত্র করিয়া ঘূতের সহিত পাক
 করিতে হয়, কলক দ্রব্য জ্যেষ্ঠমধু মজ্জিষ্ঠা কুড় রক্তচন্দন
 পদ্মকাষ্ঠ হরীতকী বয়ড়া আমলকী রহতী তুরগ পাণ্ডকা
 বিভঙ্গ দাড়িম ফল দন্তি দেবদারু রেণুকা তালিশা পত্র না-
 গেশ্বর খামালতা রাখালসমারমূল সালপানী প্রিয়ঙ্গু মা-
 লতী পুষ্প বিকলা নীলোৎপল হরিদ্রা দারুহরিদ্রা অনন্ত
 মূল মেদ এলাইচ এলবালুকা চাকুল্যা এই সকল দ্রব্য প্র-
 ত্যেকে ২ তোলা পাকের অন্য প্রকার মর্থা উক্ত মসলায়

১৬ সের কাথে মাংস পাক করিয়া ৪ সের ঘেঁহু কাথ থাকিবে তাহার সহিত ঘৃত পাক করিবে ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং উষাদাধিকার সমাপ্তঃ ।

অথ অপান্নার চিকিৎসা ।

মুক্তিযোগ । গোমুত্র রাইসরষা সজিনা ছাল এই তিন দ্রব্যের ধুম দিবেন, বচচূর্ণ ১ তোলা ৪০ রতি মধুর সহিত খাইবে ।

পুরাতন কুষ্ঠাণ্ড রস ৮ তোলা জ্যেষ্ঠ মধু ২ তোলা ব্রহ্মী-রস ২ তোলা মধু ২ তোলা সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইবে ব্রহ্মীষুত, পুরাতন শুত ৪ সের ব্রহ্মীর রস ১ সের কল্কার্থ বচ ২ পল ৫ তোলা ২ মাষা ৭ রতি কুড় ও বালা উক্ত পরিমাণে লইবেন, পাকের প্রকার সকল একত্রে পাক করিয়া ব্রহ্মীর রস নিঃশেষ হইলে পাক সিদ্ধ হয় ইহাতে অপান্নার রোগ নষ্ট হয় ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং অপান্নার চিকিৎসা সমাপ্তঃ ।

অথ ছর্দিত বায়ু চিকিৎসা ।

বাটিয়ালা যূষ । মালপানি চাকুল্যা কণ্ঠীকারি গোহুরি ব্যাকুড় বাটিয়ালা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ মাষা ৭ রতি পাক প্রকার মালপান্যাди ৬ দ্রব্য কুচা করিয়া ১ পল দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া চড়চড়ির ন্যায় হইলে তাহাতে ৪ সের জল দিয়া পাক করিবেন মুখসেব্য মত জল থাকিতে নামাইয়া সেবন করিবেন এবং ঐ ৬ দ্রব্য বাটিয়া খাইবেন, কিঙ্কিৎকাল বিলম্বে নবনীতের সহিত মাষকলাই বাটিয়া লাড়ুর মত করিয়া খাইবেন ।

মুক্তিযোগ । বিলুছাল গোনুছাল গান্তারি ছাল পারুল ছাল গণিয়ারি ছাল মালপানি চাকুল্যা কণ্ঠীকারি গোহুরি ব্যাকুড় এই সকল দ্রব্যের রস প্রত্যেকে ১০ তোলা দুগ্ধ

১. তোলা এই ২. তোলা একত্রে পাক করিয়া ১৫ তোলা থাকিতে সেবন করিবেন ।

পাচন । সালপানি চাকুল্যা কণ্টকারি গোক্ষুরি ব্যাকুড় এষাংপ্রতি ৩২ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মিছরি কিষা চিনি ৪০ রতি বেলছাল সোনাছাল গান্তারি ছাল পারুলছাল গণিয়ারি ছাল সালপানি চাকুল্যা কণ্টকারি গোক্ষুরি ব্যাকুড় এষাংপ্রতি ১৬ রতি জল ২ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ চিনি কিষা মিছরি ৪০ রতি ।

অথ গৃহিণি বায়ুর চিকিৎসা ।

মাষকলাই বাট্যালা । আমলুকী মূল রান্না এরণ্ডা মূল অশ্বগন্ধা এরণ্ডতৈল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ মাষা ৩ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ হিঙ্গু চূর্ণ এবং সৈন্ধব চূর্ণ ৪০ রতি এই ঔষধ পক্ষাঘাতেও দেওয়া যায় ।

বেলছাল সোনাছাল গান্তারিছাল গণিয়ারিছাল পারুলছাল সালপানি চাকুল্যা কণ্টকারি গোক্ষুরি ব্যাকুড় এষাংপ্রতি ১০ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল ঐষদ্রব্য থাকিতে ৪০ রতি এরণ্ডতৈল দিরা খাইবেন ।

হরীতকী বচ রান্না সৈন্ধব দ্রব্যওল, এষাংপ্রতি ৩২ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ ঘৃত ৪০ রতি অল্প উষ্ণ থাকিতে খাইবেন ।

এই হরীতক্যাदि পঞ্চ দ্রব্যের ঔষধ গৃহিণী বায়ু রোগে লিখিত হইয়াও অপতালক বায়ু রোগেও যোগ করিবেন ।

বিলুছাল সোনাছাল গান্তারি ছাল পারুলছাল গণিয়ারিছাল সালপানি চাকুল্যা কণ্টকারি গোক্ষুরি ব্যাকুড় বাট্যালা রান্না গুলঞ্চ, এষাংপ্রতি ১১০ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ সৈন্ধব লবণ চূর্ণ ৪০ রতি অল্প তপ্ত থাকিতে খাইবেন ।

বিলুছাল সোনাছাল গান্ধারিছাল পারুলছাল গণিয়ারি
ছাল মালপানি চাকুল্যা কণ্টকারি গোছুর ব্যাকুড়, এষাং
প্রতি ১৬ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল, অনুপান নিষ্কল
সেফালিকা পত্ররস ২ তোলা জ্বহৃৎ থাকিতে খাইবেন,
যদি কটিদেশ বেদনা থাকে তবে শুষ্ঠী ২ তোলা জল ৪ পল
শেষ ১ পল ইহাতে এরণ্ড তৈল ৪ মাষা দিয়া অম্প তপ্ত
থাকিতে খাইবে।

ত্রিদোষরী গুগ্গল । আতইচ অশ্বগন্ধা হবুয গুলঞ্চ শত-
মূলি গোছুরি বীজ বীরতাক বীজ রাম্মা মলুড়া শষ্ঠী যমানী
শুষ্ঠী এষাং প্রতি ১ তোলা মহিমাঙ্গি গুগ্গল সকলের
সমান ঘৃত ৬ পল ।

অথ গুগ্গল পাকের প্রকার ।

গুগ্গল ২ তোলা সিদ্ধ করিয়া পরে দ্বিত করিয়া লইবে
তদনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিবে এই রূপে শোধন করিয়া পরে
লৌহ কড়াতে ঘূতের সহিত পাক করিতে করিতে মোহন-
ভোগের ন্যায় হইলে শীত্ৰ নামাইয়া ঐ সকল ডব্বের সূক্ষ্ম
চূর্ণ তাহাতে দিয়া যে পর্যন্ত উত্তম রূপে মিশ্রিত না হয়
সেই পর্যন্ত তাড়ু দিয়া নাড়িবে, সেবন ১০০ রাত পরিমাণ
কিঞ্চিৎকাল পরে অম্প উষ্ণ দুগ্ধ পান করিবে, পথ্য দুগ্ধ
ঘৃত মাংস পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন রুটি ছোলার দাউল
মানকচু পটোল ডুমুর ইত্যাদি, ইহাতে সকল বাত
নষ্ট হয় ।

ছাগলাদি ঘৃত ।

নপুংসক ছাগমাংস বেলছাল সোনাছাল গান্ধারিছাল
গণিয়ারিছাল মালপানি চাকুল্যা কণ্টকারি গোছুরি ব্যা-
কুড় বাট্যালা, এষাং প্রতি ১০ পল এই সকল প্রত্যেক
বস্তুর প্রতি ঋগার্থ জল ৬৪ সের শেষ ১০ সের ঘৃত ১৬ সের
দুগ্ধ ১৬ সের শতমূলিরস ১৬ সের কল্কার্থ জীবন্তি জ্যেষ্ঠ-
মধু ড্রাক্স কাকোলী ক্ষীরকাকোলী নীলোৎপল মুখা
রক্তচন্দন রাম্মা মালপানি চাকুল্যা শ্যামালতা অনন্তমূল

মেদ মহামেদ কুড় জীবক ঋষিবক শঠী দারুহরিদ্রা প্রি-
য়ঙ্গু হরীতকী বরুড়া আমলকী তগর পাহকা তালিশপত্র
পদ্মকাষ্ঠ এলাইচ তেজপত্র শতমূলী নাগেশ্বর জাতিপুষ্প
ধন্যা মঞ্জিষ্ঠা দাড়িম্ব দেবদারু এলবালুকা রেণুকা বিড়ঙ্গ
জীরা এষাংপ্রতি ৪ তোলা প্রক্ষেপ চিনি ১৬ পল পাকের
প্রকার, প্রথমত, মাংসের ক্কাথ করিয়া বেলছালের ক্কাথ ক-
রিবে পরে ঐ মাংসের ক্কাথের সহিত একত্রে পাক করিয়া
কিঞ্চিৎ শেষ থাকিতে সোণা ছালের ক্কাথ এইরূপ পর
পর ক্রমে দশমূলাদি ক্কাথ করিয়া মাংস ক্কাথের সহিত ক্রমে
ক্রমে পাক করিয়া মাংস ক্কাথ ১৬ সেরের কিঞ্চিৎ অধিক
থাকিতে উক্ত পরিমাণ ঘৃত দুগ্ধ ও শতমূলি রস এই চারি
দ্রব্য এক রহৎ পাকপাত্রে লইয়া পাক করাতে সকল রস
নিঃশেষ হইলে ঘৃত নামাইয়া বস্ত্রে ছাঁকিবে পরে জীবন্তি
প্রভৃতি দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ ঘৃতে দিয়া তাড় দ্বারায় নাড়িতে
নাড়িতে শীতল প্রাপ্ত হইলে ১৬ পল চিনি প্রক্ষেপ দিয়া
ঘৃত যত্ন পূর্বক রাখিবেন সেবন ৫ তোলা পরিমাণ এবং
শরীরে মর্দন করিবেন, পথ্য পূর্বক কিন্তু গহিনী বাত
ভিন্ন বায়ু রোগে যবচূর্ণ প্রকার ভেদ করিয়া পথ্য দিবেন
আর পঙ্কু বাত ভিন্ন অন্য বায়ু রোগে রুক্ষ দ্রব্য পথ্য বিধি
নহে, বাতস্তম্ভ বাতে ঐ স্তম্ভিত হস্তে রুক্ষ ঘেদ করিবেন
এবং রুক্ষ নষ্ট দিবেন আর কল্যাণ চূর্ণ খাইতে দিবেন
এই ঘৃত পূর্ব মাত্রা করিতে অশক্ত হইলে অর্দ্ধ কিম্বা পাদ
কি অষ্টভাগের একভাগ করিলেও গুণের নূন্যতা হইবে না ।

নকুলাদি ঘৃত । নকুল মাংস ১৬ সের ক্কাথার্থ জল ৬৪
সের শেষ ৪ সের বেলছাল সোনাছাল গাম্ভারিছাল গণিয়ারি
ছাল পারুল ছাল মালপানি চাকুল্যা কঠীকারিগোক্ষুরি
ব্যাকুড়, এষাংপ্রতি ১ লপ ৪ তোলা ৭১০ মাষা মাষকলাই
১৬ পল বাট্যালা ১৬ পল পাকার্থ জল প্রত্যেকে ১৬ সের
শেষ ৪ সের ঘৃত ৪ সের দুগ্ধ ৪ সের শতমূলি রস ৪ সের ক-

ল্কার্থ জীবক ঋষিবক মেদ মহামেদ ঋদ্ধিরুদ্ধি বন্য কলাই বন্যমুগ কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবান্ত জ্যেষ্ঠমধু এলাইচ দারুচিনি তেজপত্র শুষ্ঠী পিপুল মরীচ হরীতকী বয়ড়া আমলকী মুখা অনন্তমূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা, ঘৃত পাকের প্রকার, প্রথমতঃ ৬৪ সের জলে নকুলমাংসাস্ত কয়িয়া ৬৪সের শেষ থাকিতে নামাইবে পরে দশমূলদির ক্কাথ করিবে পরে মাংসের ক্কাথের সহিত সিদ্ধ করিয়া মাংসের ক্কাথে দশমূলদির ক্কাথ কিঞ্চিৎ শেষ থাকিতে মাষকলাই ও বাট্যালার ক্কাথ ক্রমে ক্রমে মাংসের ক্কাথের সহিত পাক করিয়া মাংসের ক্কাথ হইতে কিঞ্চিৎ অধিক থাকিতে ঘৃত দুগ্ধ ও শতমূলির রস একত্রে পাক করিয়া সমুদায় রস নিঃশেষ হইলে ঘৃত নামাইবে তদনন্তর জীবক আদি দ্রব্যের সুক্ষ্মচূর্ণ ইহাতে দিয়া নাড়িতে নাড়িতে শীতল হইলে উত্তম পাণ্ডে যত্ন পূর্বক রাখিবে পথ্য পূর্ববৎ ।

স্বপ্নবিষু তৈল । তিল তৈল ৪ সের দুগ্ধ ১৬ সের কল্কার্থ মালপানি চাকুল্যা বাট্যালা গোক্ষুরি এরণ্ডমূল রহতী কণ্ঠীকারি নাটা করঞ্জ শতমূলী শঠী, এযাংপ্রতি ১ পল এবং প্রাচীন বৈদ্যের মতে শতমূলীর রস সমান দেওয়া বিধি ।

অথ পাকের প্রকার ।

তৈল মুচ্ছা করিয়া পরে কলক দ্রব্য তদনন্তর দুগ্ধ দিয়া পাক করিবেন । এই তৈল রোগীকে মাখাইবে এবং উষ্ণ দুগ্ধের সহিত খাইতে দিবে, এই তৈলে শতমূলীর রস প্রমাণ মত দিবে ইহা প্রাচীন মতে কথিত আছে ।

মহাবিষু তৈল । তিল তৈল ১৬ সের শতমূলীর রস ১৬ সের গব্য দুগ্ধ ১৬ সের কল্কার্থ, মুখা অশ্বগন্ধা জীবক ঋষিবক শঠী কাকোলা ক্ষীরকাকোলা জীবান্ত জ্যেষ্ঠমধু মজ্জুরি দেবদারু পদ্মকাষ্ঠ সৈন্ধব শৈলজ জটা মাংসী এলা-

ইচ দারুচিনি কুড় রক্তচন্দন মঞ্জিষ্ঠা কস্তুরী চন্দন কুমকুম
মালপাতি কুন্দরু শঠী গাটোলা লখী, এষাংপ্রতি ১ পল
খাটাসি কপূঁরাদি সুগন্ধদ্রব্য সকল দিবে, তৈল পাকের
প্রকার পুষ্কমত সাবধান হইয়া পাক করিবেন, এই তৈল
মর্দন এবং উষ্ণ ত্বকের সহিত ভক্ষণ করিতে হয়, ইহাতে স-
কল বায়ু রোগ এবং নানা প্রকার শূল নিবারণ হয় ।

মধ্যম নারায়ণ তৈল । তিল তৈল ১৬ সের, গব্যদুগ্ধ
অথবা ছাগদুগ্ধ ১৬ সের শতমূলীরস ১৬ সের, ক্কাথার্থ বেল
ছাল গাণয়ারি ছাল সোণাছাল পারুল ছাল তেপালতে
ছাল গন্ধভাদালী অশ্বগন্ধা রুহতী কণ্ঠীকারি বাট্যালা
গোরক্ষ চাকুল্যা গোক্ষুরি, পুনর্নবা, এষাংপ্রতি ১০ পল ২৫৬
সের শেষ ৬৪ সের কল্কার্থ স্থলুকা দেবদারু জটামাংগী
শৈলজ রক্তচন্দন পুরগপাছুকা ইহার অভাবে মেকালিকা
ছাল কুড় এলাইচ মালপানি চাকুল্যা বন্যমৃগ বন্যকলাই
অশ্বগন্ধা রাস্না সৈন্ধব পুনর্নবা, এষাংপ্রতি ২ পল, যথা
শক্তি গন্ধদ্রব্য দিবেন ।

বৃদ্ধ প্রসারণী তৈল । তিল তৈল ১৬ সের তুক্ষ ৩২ সের
দদিরমাত ১৬ সের কাঁজি ১৬ সের, ক্কাথার্থ গন্ধভাদালী ১০০
পল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের ক্কাথার্থ চিতামূল পিপুল জ্যে-
ষ্ঠমধু সৈন্ধব বচ মলকা দেবদারু রাস্না গজপিপুল গন্ধভা-
দালীমূল জটামাংগী রক্তচন্দন এষাংপ্রতি ২ পল গন্ধ
দ্রব্য দিবেন ।

তৈল পাকের প্রকার । প্রথমতঃ মুছা করিয়া পরে
গন্ধভাদালীর ক্কাথ তৈলের সহিত পাক করিয়া কিঞ্চিৎ
শেষ থাকিতে তুক্ষ দিবেন এই রূপ স্নেহ দ্রব্য সকল পর
পর ক্রমে কিঞ্চিৎশেষ থাকিতে দেওয়া বিধি তদনন্তর ক-
লক দ্রব্যের সহিত পাক সমাপ্ত করিবেন, এই তৈল সকল
ব্রূতে উপকারী হয় কিন্তু বাত দ্বারায়হস্ত পদাদির বক্রতা-

হইলে বিশেষ উপকারী হয়, তৈল মর্দন করিয়া অগ্নি উত্তাপ লইলে বিশেষ গুণ বোধ হয় ।

স্বপ্নমাষ তৈল । পরিষ্কৃত মাষকলাই ১৬ পল জল ১৬ সের শেষ ৪ সের তিল তৈল ৪ সের দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ জীবক ঋষিবক মেদ মহামেদ ঋদ্ধি রুদ্ধি কাকোলী ক্ষীর-কাকোলী মলুকা সৈন্ধব রাস্না আলকুশিরবীজ জ্যেষ্ঠমধু বাট্যালা শুষ্ঠী পিপুল মরীচ গোক্ষুরীবীজ । এষাংপ্রতি ২ তোলা পাকের প্রকার । তৈল মুছা করিয়া কলাইয়ের ক্কাথ এবং দুগ্ধ তৈলের সহিত পাক করিয়া কিঞ্চিৎ শেষ ঋর্কিতে কল্ক দ্রব্য সকলের মুক্ষচূর্ণ তৈলে দিয়া চুলা হইতে নামাইয়া তাড়ুদ্বারায় নাড়িতে ২ জুড়াইলে পাক সিদ্ধি হয় পরে গন্ধদ্রব্য দিবেন ।

রহৎমাষ তৈল । মাষকলাই ৪ সের বেলছাল মাণাছাল গাভারি ছাল পারুলছাল গণিয়ারিছাল মানপানি ছাল চাবুল্যা কঠীকারি গোক্ষুরি ব্যাকুড় । এষাংপ্রতি ৫ পল ছাগমাংস ৩০ পল এই দ্বাদশ দ্রব্যে জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের তিল তৈল ৪ সের দুগ্ধ ১৬ সের কল্কার্থ আলকুশি এর-গুয়ুল মলুকা সৈন্ধব বিটলবর্ণ মচল লবণ মেদ মহামেদ ঋদ্ধি রুদ্ধি জীবক ঋষিবক কাকোলী ক্ষীরকাকোলী বন্য-কলাই বন্যমৃগ জীবন্তী জ্যেষ্ঠমধু মঞ্জিষ্ঠা চণ্ডি চিতামূল কটফল শুষ্ঠী পিপুলমরীচ পিপুলমূল রাস্না দেবদারু গুলঞ্চ কুড় অশ্বগন্ধা বচ শঠী । এষাংপ্রতি ২ তোলা ইহার মধ্যে জ্যেষ্ঠমধু এবং সৈন্ধব প্রতি ৪ তোলা প্রাচীন বৈজ্ঞের মতে, যথা লাভ মুগন্ধি দ্রব্য, তৈল পাকের প্রকার প্রথমত তৈল মুছা করিয়া ক্কাথ এবং দুগ্ধ তৈলের সহিত পাক করিবে পরে তৈল নিষ্কর্জল হইলে তাহাতে কল্ক দ্রব্যের মুক্ষচূর্ণ বস্ত্রে ছাঁকিয়া দিবামাত্র চুলা হইতে নামাইয়া তাড়ুদ্বারা নাড়িতে নাড়িতে শীতল হইলে পাক সিদ্ধি হয়, এই তৈল মর্দন করিয়া অগ্নির উত্তাপ হইলে গুণাধিক্য হয় ।

সপ্তপ্রস্থমাষ তৈল । তিল তৈল ৪ সের ক্কাথার্থ মাষক-
লাই বাট্যালা রাস্না দশমূল কুলথাকলাই ছাগমাংস এষাং
প্রত্যেকে ৬ পল এবং ক্কাথের জল প্রত্যেকে ১৬ সের শেষ
৪ সের কল্কার্থ রাস্না আলকুাষমূল মৈন্ধাব মলুফা এরণ্ডমূল
মুখা জীবক ঋষিবক মেদ মহামেক ঋদ্ধিরাজি কাকোলী
ক্ষীরকাকোলী বচ শুষ্ঠী পিপুল সরীচ এষাং প্রতি ২
তোলা যথালভ যন্ধদ্রব্য ।

পাকের প্রকার । তৈলমুচ্ছা করিয়া পর পর ক্রমে স-
কল ক্কাথের সহিত সম্বন্ধ এই রূপে ক্কাথ খাওয়াইবে নি-
ষ্কল হইলে তৈল নামাইয়া কল্ক দ্রব্যের কাপড় ছাঁকা
মুচ্ছাচূর্ণ তৈলে দিয়া নাড়িতে ২ শীতল হইলে পাক সিদ্ধি
হয় । এই তৈলে সকল বাত নাশ হয়, পথ্য দুষ্কৃত মাংস
প্রভৃতি ।

বাত রক্ত চিকিৎসা ।

নানা প্রকার যুক্তিযোগ । বাত রক্তের বেদনাতে গম
চূর্ণ এবং ছাগদুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে বেদনা নি-
রাস্তি হয় এবং শত ধৌত গব্যঘৃত মর্দনে উপকার হয় আর
কৃষ্ণতিল জলেতে পেয়ণ করিয়া প্রলেপ উপকারি, কিন্তু
তিল ভাজিয়া লইবেন ।

স্বপ্পগুড়চী তৈল । তিল তৈল ৪ সের পদ্ম গুলঞ্চ ৪ সের
ক্কাথার্থ জল ১৬ সের শেষ ৪ সের কল্কার্থ ঐ গুলঞ্চ ৪ সের
ক্কাথার্থ জল ১৬ সের শেষ ৪ সের কল্কার্থ ঐ গুলঞ্চ ১ সের
পাকের প্রকার পূর্কোক্ত প্রকারে মুচ্ছা করিয়া কল্কার্থ
গুলঞ্চ এবং ক্কাথ এই দুই একত্রে তৈলের সহিত পাক করি-
বেন গন্ধদ্রব্য যথালভ ইহাতে বাতরক্ত জন্য শরীরে চুল
কানির মত হইলে এবং কাটা হইয়া যে বিবর্ণ হয় ও স্থানে
ফুলিয়া উঠে পুনরায় মিলিয়া যায় এই সকল প্রকার রোগ
নাশ হয় ।

রহৎ গুড়চী তৈল । তিল তৈল ৮ সের ক্কাথার্থ গুলঞ্চ

১০০ পল পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের কল্কার্থ ম-
লুকা হরীতকী শুষ্ঠী পিপুল মরীচ রান্না যুথ্য বনযমানী
হরিদ্রা দারুহরিদ্রা কুড় খন্যা পদ্মকাষ্ঠ বিড়ঙ্গ তেজপত্র
জটামাংসী রক্তচন্দন এষাংপ্রতি ৪ তোলা পাকের প্রকার
মুষ্টিত তৈলে কলক দ্রব্য সকল ছেঁচিয়া দিয়া ক্কাথের ম-
হিত একত্রে পাক করিবে পরে গন্ধ দ্রব্য দিবে। এই তৈল
মর্দনে বাতরক্ত জন্য এবং পিত্তজন্য শরীরের নানাপ্রকার
চুলকানি ও জ্বালা এবং ডুমাং বিবৰ্ণতা সকল দূর হয়।

কৈশোর গুণ্ণগুল। মাহিষাক্ষ গুণ্ণগুল ১৬ পল গুলঞ্চ
৩২ পল হরীতকী ১৬ পল আমলকী ১৬ পল পাকার্থ জল
২৬ সের শেষ ৪৮ সের ইহা গুড়ের ন্যায় পাক হইলে প্র-
ক্ষেপ সিদ্ধিচূর্ণ হরীতকী বয়ড়া আমলকী শুষ্ঠী পিপুল ম-
রীচ বিড়ঙ্গ এষাংপ্রতি ৪ তোলা গুলঞ্চ ৮ তোলা তেউড়ি
২ তোলা দান্ত ২ তোলা ঘৃত ১৬ পল পাকের প্রকার প-
ক্ষিত মাহিষাক্ষ গুণ্ণগুল দুক্ষে সিদ্ধ করিবে পরে ধৌত
করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে পরে গুলঞ্চাদি তিন দ্রব্য কি-
ঞ্চিৎ ছেঁচিয়া ২৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৪৮ সের ক্কাথ
পুনরায় পাক করিয়া গুড়ের মত হইলে সিদ্ধি প্রভৃতি দ্র-
ব্যের চূর্ণ এবং ঘৃত ১৬ পল তাহাতে দিবেন সেবন অর্দ্ধ
তোলা পরিমাণ অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ কেবল সেবন করিলে
পরে কিঞ্চিৎ বাসিজল পান করিবেন।

বজ্রগুণ্ণগুল। শুষ্ঠী পিপুল মরীচ হরীতকী বয়ড়া আন-
লকী দন্তী চিতাগুল তেউড়ি শাঠ বিড়ঙ্গ যুথ্য বাণ্ডি বীজ
ইন্দ্রযব বচ আকন্দমূল কুড় সোন্ধালি। এষাংপ্রতি ১ পল
সকলের সমান গুণ্ণগুল ভেলার আটা ৬৪ সের শুদ্ধ হরিতাল
১ পল তাম্র ১ পল এই সকল দ্রব্য ঘৃতের সহিত পেষণ ক-
রিয়। পিণ্ড ৭ করিবে ৪ মাষা পরিমাণে সেবন পথ্য দুগ্ধ
ঘৃত মাংস ইহাতে বাত রক্ত মাতেই নাশ হয়।

গুড়চ্যাদি লৌহ। গুলঞ্চের পাল শুষ্ঠী পিপুল মরীচ

হরীতকী বয়ড়া আমলকী বিড়ঙ্গ চিতামূল মৃতা এষাংপ্রতি
১ তোলা লৌহ ১০ তোলা এই সকল দ্রব্যের বস্ত্রে ছাকা
স্থূষ্মচূর্ণ এবং লৌহ একত্রে খলে মর্দন করিয়া ৪ রতি পরি-
মাণ বটি করিবেন, সেবন ঘৃতের সহিত । পথ্য পূৰ্ব্বমত ।

তালক । শুদ্ধ হরিতাল ৮ তোলা শুদ্ধ গন্ধক ৮ তোলা
তাম্র ১৬ তোলা এই তিন দ্রব্য বালুকা বস্ত্রে একদিন পাক
করিয়া ১ রতি পরিমাণ ঔষধ গুল্মপ্লোর পালোর সহিত অ-
থবা নিম্বপত্রের স্কাথের সহিত সেবন করিবেন ইহাতে উক্ত
রোগ নাশ করে এবং কুষ্ঠ রোগেরও নাশ হয় ।

হরিতাল শোধন । লখনাহরিতাল দোয়াতের মধ্যে
পুরিয়া এক হাঁড়িতে কুয়ড়ার জল দিয়া দোলা বস্ত্রে পাক
করিবেন পুনর্বার চুণের জলে দোলা বস্ত্রে পাক করিয়া
পরে দধির সহিত কিঞ্চিৎকাল মর্দন করিবেন তদনন্তর
পরিষ্কার ক্ষারজলে দুই প্রহর কাল মর্দন করিয়া ঘন হইলে
তাহাতে কিঞ্চিৎ দধি দিয়া রাখিবে শুষ্ক প্রায় হইলে পুন-
র্বার ক্ষারের জলে মর্দন করিয়া হরিতাল শুষ্ক করিয়া শক্ত
হইলে চূর্ণ করিয়া পুনর্বার পূৰ্ব্বোক্ত প্রকারে চুণের জলে
দোলাযন্ত্র করিয়া এক প্রহর পাক করিবে আর কুন্ডাণ্ড
জলে এক প্রহর এবং তিল তৈল এক প্রহর পরে শুষ্ক হ-
ইলে অল্প দধিতে হরিতাল গুলিয়া খলে ১ প্রহর মর্দন ক-
রিতে ২ শুষ্ক প্রায় হইলে তাহাতে দধি এবং পুনর্বার ক্ষা-
রের জলে পূৰ্ব্বমত দোলাযন্ত্রে পাক করিলেই শোধন হয় ।
দোয়াতের মধ্যে পুরিয়া যে দোলাযন্ত্রে পাক লিখিত হ-
ইল তাহাতে দোয়াতের মুখ খোলা রাখিবেন আর ভীম-
রাজের রসে গন্ধক শোধক ।

এই ঔষধ পাকের প্রকার । উক্ত প্রমাণ গন্ধক তাম্র হ-
রীতাল একত্রে মিশ্রিত করিয়া মৃত্তিকার মুচির ভিতর পু-
রিয়া তাহার মুখ বদ্ধ করিবে তদনন্তর তাহাতে মৃত্তিকার
লেপ দিয়া তালের ন্যায় করিয়া শুষ্ক করিবে পরে বালু-

কাতে অর্দ্ধ পুরিত হাড়ির মধ্যে ঐ যন্ত্র রাখিবে তদনন্তর ঐ হাড়ির বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহার মুখ সরা দিয়া হাঁড়ি আটবিবে পরে এক দিবস জাল দিবে তদনন্তর নীতল হইলে ঔষধ হইবে ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং বাতরক্তাধিকার সমাপ্তঃ ।

অথ উরুস্তম্ভাধিকার ।

দশমূল পাচনে ৪ মাষা শিলাজতু চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে এবং ঐ পাচনে ৪ মাষা গুগ্গল চূর্ণ আর ৪ মাষা শুষ্ঠী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে ।

প্রলেপ । হরীতকী বয়ড়া আমলকী চণ্ডি শুষ্ঠী পিপুল সরীচ পিপুলমূল সরিষা উইমাটী এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মধুর সহিত মর্দন করিয়া উরুস্তম্ভে প্রলেপ দিবে ।

আর মৈক্ৰবাদি তৈল এবং গুগ্গল উরুস্তম্ভে প্রয়োগ করিবেন ।

ইতি উরুস্তম্ভাধিকার সমাপ্তঃ ।

অথ আমবাতাধিকারঃ ।

রাশ্মাসপ্তক । রাশ্মা সোন্ধালি গুলঞ্চ দেবদারু গোক্ষুরি এরণ্ড তৈল পুনর্নবা । এষাং প্রাতি ৩২ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ এরণ্ডতৈল ৪ মাষা শুষ্ঠী ১ তোলা গোক্ষুরি ১ তোলা পাক শেষ পূর্ববৎ প্রক্ষেপ এরণ্ডতৈল ৪ মাষা ঈষদ্বক্ষ থাকিতে পান করিবেন ।

প্রক্ষেপ । কাঁচা গুড় কামাই কেঁউ মজিনা ছাল উইমাটী এই চারি দ্রব্য গোয়ত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে । বা-
র্তাকু ব্যাকুড় ফল সমভাগে কাঞ্জির সহিত পেষণ তপ্ত ক-
রিয়া প্রলেপ দিবে বাস্তুকশাক ভূমিকুন্ডাশাক এবং পুন-
র্নবাশাক এই রোগে থাইবে ।

বোগরাজ গুগ্গল । চিতামূল পিপুল যমানী কৃষ্ণজীরা

বিড়ঙ্গ বনযমানী জীরা দেবদারু চণ্ডি এলাইচ সৈন্ধব কুড়
রান্না গোক্ষুর বীজ ধন্যা হরীতকী বয়ড়া আমলকী মুখা
শুষ্ঠী পিপুল মরীচ দারুচিনি বেণামূল যবক্ষার তালিশা
পত্র তেজপত্র এই সকল দ্রব্য সমভাগে মত গুগ্গুল তত
উপবৃদ্ধমত মৃত দ্বারায় এই সকল দ্রব্য মর্দন করিয়া পিণ্ড
বৎ করিবে তদনন্তর পুরাতন জলের ছাড়ি কিম্বা কলসীর
মধ্যে এক দিন রাখিয়া আপনার সাধ্যমত মৃতের সহিত
মর্দন করিয়া খাইবেন ।

অলম্বুবাদি চূর্ণ । কুঁচুই আদিতোলা গোক্ষুরি ১ তোলা
হরীতকী ২ তোলা বয়ড়া ৪ তোলা আমলকী ৮ তোলা
শুষ্ঠী ১৬ তোলা গুলঞ্চ ১২ তোলা প্রিয়ঙ্গু ৬৪ তোলা এই
সকল দ্রব্যের সুক্ষ্মচূর্ণ বস্ত্রে ছাকিয়া উত্তপকপে মিশ্রিত
করিবেন, সেবন করাপ ব্যক্তির সুরার সহিত অন্য ব্যক্তির
কাঞ্জি অথবা তপ্তজলের সহিত ।

বাতশার্দ্দূল গুগ্গুল । হরীতকী ৮ পল বয়ড়া ৮ পল
আমলকী ৮ পল গুগ্গুল ২ পল কটু তৈল ২ পল জল ২৪
সের শেষ ৬ সের পাক সিদ্ধে প্রক্ষেপ শুষ্ঠী মরীচ হরী-
তকী বয়ড়া আমলকী মুখা বিড়ঙ্গ চিতামূল গুলঞ্চ বিছাড়ি
মূল তেউড়ি দন্তি চণ্ডি বন্যগুল মানরস গন্ধক এষাং প্রাত
১ তোলা শুদ্ধ জয়পালবীজ ২৫০ টা, পাকের প্রকার, পূ-
র্ষোক্ত প্রকার গুগ্গুল শোধন করিয়া ২৩ পল ত্রিকলা ক্কাথ
করিবার সময় জয়পাল তাহাতে দিয়া সিদ্ধ করিবে তদ-
নন্দন ২ পল তৈলে গুগ্গুল সিদ্ধ করিয়া ঐ ক্কাথে পাক
করিতে ২ গুড়বৎ হইতে শুষ্ঠী প্রভৃতি দ্রব্যের কাপড়
ছাকা সুক্ষ্মচূর্ণ পাক নানাইয়া তাহাতে দিয়া নাড়িতে ২
শীতল হইলে পাক সিদ্ধি সেবন অর্দ্ধতোলা পরিমাণ ।
অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ ইহাতে আমবাত মাত্রেই ভাল হয় এবং
পায়ের গাটি যদি ফুলে তাহাও ভাল হয় ।

রুহং সৈন্ধবাদি তৈল । এরণ্ডতৈল ৪ সের দধির মাত্র

৮ সের সলুফা ১৬ সের ক্লথার্থ জল ১৬ সের শেষ ৪ সের কল্কার্থ সৈন্ধব হরিতকী বয়ড়া আমলকী রাস্নাপিপুল সার্চিষ্কার গজপিপুল মরীচ কুড় শুষ্ঠী সচললবণ বিটলবণ যমানী বনযমানী কৃষ্ণজীরা জ্যেষ্ঠমধু সলুফা এষাং প্রতি ৪ তোলা পাকের প্রকার তৈল মুছা করিয়া কলক দ্রব্য সকল তাহাতে ছেচিয়া দিয়া পরে দধির মাত এবং সলুফা ক্লথ দিয়া পাক করিয়া নিৰ্জ্জল হইলে পাক সিদ্ধ হয়।

আমবাতারি গুড়িকা। পারা গন্ধক লৌহ তাম্র তুতিয়া মোহাগার খই সৈন্ধব এষাং প্রতি ১ তোলা গুগ্গূল ১৪ তোলা হরিতকী বয়ড়া আমলকী এষাং প্রতি ৩০ তোলা চিতাচূল চূর্ণ ৩ তোলা এই সকল দ্রব্য ঘৃত মর্দন করিয়া ২০ রতি পরিমাণ বটি করিবে অল্পপান স্বত কিঞ্চিৎ পরে সমভাগ ত্রিকলাজল ভুষ্ট করিয়া খাইবেন এই ঔষধ যত সেবন করিবেন তত দিন দধি মৎস্য গুড় ভোজন করিবেন না।

ইতি সারকৌমুদ্যাং আমবাতাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ শূলচিকিৎসা।

লঙ্ঘন বমন শ্বদক্রিয়া শূলরোগে নিবেধ কারণ শূল-
রোগে বারু প্রধান হেতু উগ্রক্রিয়া কর্তব্য নহে।

মৃষ্টিযোগ। তেঁতুলছালের ক্ষার অপাঙ্গ ক্ষার জল
দিয়া খাইবেন।

পাচন। শুষ্ঠী ভেরেণ্ডামূল উভয়োঃ প্রতি ১ তোলা
জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ হিঙ্গ চূর্ণ ২ রতি সচল-
লবণ ৪ মায়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে খাইবে।

প্রলেপ। মণ্ডলার ফল কঁজির দ্বারা পেষণ করিয়া
নাভিতে পুনঃ২ প্রলেপ দিলে বেদনা ভাল হয়।

পাচন। শুষ্ঠী এরণ্ডমূল যবের চাউল এষাং প্রতি ৫৩০
রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ সৈন্ধব চূর্ণ ৪০ রতি।

শতমূল্য রস ৪ তোলা মধু ৪ মাষা মিশ্রিত করিয়া
থাইলে বেদনা নিবারণ হয় ।

যমানী সৈন্দ্রব হরীতকী শুষ্ঠী এষাংপ্রতি ৪০ রতি জল
৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ৪০ রতি কিঞ্চিৎ তপ্ত থা-
কিতে থাইবেন । গোমূত্র শুদ্ধ মগুর হরীতকী বরড়া আম-
লকী । এই সকল দ্রব্য একত্রে চূর্ণ করিয়া স্রুত এবং মধুর
সহিত মিশ্রিত করিয়া থাইলে ত্রিদোষজ শূল নষ্ট হয় ।

চতুঃসম লৌহ । অভ্র তাম্র কলঙ্কী লৌহ এষাং প্র-
ত্যেকে ১ পল স্রুত ১২ পল দুগ্ধ ১২ পল ইহার সহিত পাক
করিয়া সমাপ্তি হইলে বিড়ঙ্গ হরীতকী বরড়া আমলকী চি
তামূল শুষ্ঠী পিপুল মরীচ । এষাং প্রত্যেকে সূক্ষ্ম চূর্ণ ১
পল স্রুত ৪ মাষা ও মধু ৪ মাষা অনুপানে সেবন ১ মাষা
পরিমাণ । ঔষধ পাকের প্রকার অভ্র তাম্র লৌহ এই তিন
দ্রব্য ২৪ পল স্রুত দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া বিড়ঙ্গাদির
সূক্ষ্মচূর্ণ এবং কঙ্কলী তাহাতে দিয়া তাড়ুরদ্বারা নাড়িতে ২
বটি বান্ধিবার মত হইলে ঔষধ হয় ।

ঔষধ সেবনের পর ঈষৎ দুগ্ধ অথবা বুনো নারিকেল জল
পান করিবে । শূলরোগে ক্ষতবেগ গমন প্রীমঙ্গ মচাপান
কাঁচা লবণ লঙ্কা মরীচ দাউল এই সকল অহিতকারী হয় ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং শূলনাধিকার সমাপ্তঃ ।

পরিণাম শূল চিকিৎসা ।

পরিণাম শূল বমন ক্রিয়া কণ্ডব্য এবং তিত্ত মধু দ্রব্য
পথ্য আর রক্তমোক্ষণ ও ভেদ করাইবেন, যব গম কেদো
এবং সরস চাউলের অন্ন পুরাতন স্রুত মর্দন ও ভক্ষণ বা-
স্তক ভূমি বুঝাও পুনর্নবা পাঁচ অঙ্গুলে কাকমাছি এই স-
কল শাক থাইবে শুষ্ঠী ১ তোলা গুড় ২ তোলা তিল ৪
তোলা দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া থাইবেন ।

বেদনা নিবারক মুক্তিযোগ । সায়ুক ভাস্ম ৪০ রতি আদ্র
পোয়া জলের সহিত তপ্ত করিয়া খাইবে জল থাকে এমনত
ঝুন নারিকেলের ভিতরে সৈন্ধবলবণ চূর্ণ পুরিয়া তাহার
মুখ ঐ মুখীর দ্বারা বদ্ধ করিয়া তাহাতে মৃত্তিকা লেপ দিয়া
বিলম্বটের অগ্নিতে দক্ষ করিয়া সেই লবণ কিঞ্চিৎ খাইবে
পরে কিঞ্চিৎ বাসিজল পান করিবে এই ঔষধ পিত্তশূলে
বিশেষ উপকারী হয় ।

নারিকেল খণ্ড । ঝুনা নারিকেল শস্য ৮ পল ঘৃত ১ পল
চিনি ৮ পল ডাব নারিকেলের জল ৪ সের পাক নিচ্ছে
প্রক্ষেপ ধন্যা পিপুল মুখা বংশলোচন জীরা কৃষ্ণজীরা
দারুচিনি তেজপত্র এলাইচ নাগের এই সকল দ্রব্য প্র-
ত্যেকে ৪ মাষা ঔষধ পাকের প্রকার নারিকেল কোরা
ধৌত উত্তমরূপে করিয়া শুষ্ক করিবে পরে ঘৃতভক্ষণ তদ-
নন্তর শিলে পেষণ করিয়া পিণ্ড ৫৭ হইলে এক পাতে চিনি
নারিকেলজল এবং ঐ পিণ্ড ৫৭ নারিকেল মন্দ জল দ্বারা
পাক করিতে ২ মন্দেশ পাকের ন্যায় হইলে চুলা হইতে
নাগাইয়া ধন্যা প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য চূর্ণ উহাতে দিয়া না-
ড়িতে ২ জুড়াইলে উত্তম পাতে রাখিবে সেবন ১ তোলা
অনুমান, অনুপান উষ্ণরক্ত অথবা ঔষধ সেবনের পর উষ্ণ-
রক্ত পান ইহাতে অল্প দ্রব্য খাইবে না ।

আমলকী । পুরাতন কুম্মাণ্ড শস্য ৫০ পল ঘৃত ২ সের
চিনি ৫০ পল আমলকী ৪ সের তাহার অপ্রাপ্তি হইলে শুষ্ক
আমলকী ২ সের জল ১৬ সের শেষ ৪ সের কুম্মাণ্ড রস ৪
সের পাক হইবার কিঞ্চিৎকাল পূর্বে পিপুল ২ পল কৃষ্ণ-
জীরা ২ পল শুণ্ঠী ২ পল মরীচ ১ পল তালিশপত্র ধন্যা
দারুচিনি তেজপত্র এলাইচ নাগেশ্বর মুখা এষাংপ্রতি ২
তোলা পাক শেষ ২ধু ১ সের, পাকের প্রকার, পুরাতন
কুম্মাণ্ড কুরিয়া শস্য ধৌত এবং শুষ্ক করিয়া লইবে ঘৃতে
পাক করিয়া চিনির সহিত এবং আমলকীর রসে এবং কু-

আগু জলের সহিত একত্রে পাক করিবেন মৃদুজালে পাক করিয়া তাদুর দ্বারা নাড়িতে২ এইকপ সন্দেশের ন্যায় হইলে মরীচাদি অব্যেয় সুক্ষচূর্ণ তাহাতে দিয়া তৎক্ষণে নামাইয়া তাদুর দ্বারা নাড়িতে২ তালের ন্যায় হইলে তাহাতে মধু দিয়া পুনরবার নাড়িতে২ মিশ্রিত হইলে পাক সিদ্ধি হয় । এই ঔষধ সেবন করিয়া শাক অম্বল ত্যাগ করিবে ।

শতাবরী মগুর । গোমূত্র ১৬ তোলা ৫৩। রতি দুগ্ধ এবং শতমূলীর রস ঐ পরিমাণ দুগ্ধ ঘৃত দধি এষাংপ্রতি ৮ পল শুদ্ধ মগুর ১৬ পল যব ৪ পল পাকার্থ জল ১।।০ সের ৥।০ সের ঔষধ পাকের প্রকার যবের ক্কাথ ৥।০ সের লইয়া ঘৃত তপ্ত করিয়া শুদ্ধ মগুর ৬ পল ঘূতের সহিত মিলিত করিয়া পাক করিবেন তদনন্তর জীরকাদি অব্যেয় সুক্ষচূর্ণ পাক নামাইয়া দিবেন তদনন্তর নাড়িতে২ বটিকার ন্যায় পাক হইলে পাক সিদ্ধি সেবন অর্দ্ধ তোলা অনুমান, অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ কিম্বা ঔষধ সেবনের পর উষ্ণ দুগ্ধ পান করিবেন ।

শুষ্ঠী খণ্ড ।

শুষ্ঠী ৪ পল চিনি ১৬ পল ঘৃত ৪ পল দুগ্ধ ৮ পল পাক সিদ্ধে প্রক্ষেপ । আমলকী ধন্যা মুখা কৃষ্ণজীরা পিপুল বংশলোচন দারুচিনি তেজপত্র এলাইচ শতমূলী হরীতকী এষাংপ্রতি ১।।০ তোলা মরীচ নাগেশ্বর এষাংপ্রতি ৬ মাষা ৩ পল । পাক করিবার প্রকার, শুষ্ঠী ৪ পল চিনি ১৬ পল আর ঘৃত ৪ পল এবং দুগ্ধ ৮ পলের সহিত পাক করিয়া গুড়বৎ হইলে তদনন্তর আমলকী প্রভৃতি অব্যেয় সুক্ষচূর্ণ পাক নামাইয়া তাহাতে দিয়া তাদুরদ্বারা নাড়িতে নাড়িতে পিণ্ডবৎ হইলে সেই পিণ্ড শীতল হইলে তাহাতে মধু তিন পল মিলিত করিলেই পাক সিদ্ধি হয় ঔষধ সেবন ১ তোলা পরিমাণ তপ্ত দুগ্ধ অথবা ঔষধ সেবনের পর উষ্ণদুগ্ধ পান করিবেন শাক অম্বল খাইবে না ।

রহৎ জীরকাদি মোদক । জীরা কৃষ্ণজীরা কুড় শুষ্ঠী

পিপুল মরীচ হরীতকী বয়ড়া আমলকী দারুচিনি তেজ-
পত্র এলাইচ নাগেশ্বর বংশলোচন লবঙ্গ শৈলজ রক্তচন্দন
কাঁকোলা ক্ষীরকাঁকোলা জয়ত্রি জায়ফল জ্যেষ্ঠমধু মছুরী
জটামাংসী গাট্যালা লখী ধন্যা দেবদারু মুরামাংসী ড্রাক্সা
মূলকা পদ্মকান্ঠ মেথি দেতাড়া বালা লালুকা মৈন্ধব সো-
হাগার খই কন্দরকুট প্রিয়ঙ্গু কপূর এযাংপ্রতি সমভাগে
যত জীরা তত এবং জীবার সহিত ঐ কল্ক দ্রব্য যত চিনি
তত আর চিনির সহিত যত দৃষ্ক তত, পাকের প্রকার ।
জীরকাদি কপূর পর্য্যন্ত দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ বস্ত্রে ছাকিয়া সম-
ভাগে লইয়া তদনন্তর চিনি এবং দুই দ্রব্য একত্রে পাক
করিলে সন্দেশ পাকের ন্যায় হইলে তাহাতে ঐ চূর্ণ সকল
দিয়া শীত্রে পাক নামাইয়া তাড়ুর দ্বারা নাড়িতে ২ শীতল
হইলে লাড়ু করিয়া রাখিবেন ।

বিছাধরাত্র । মুখা হরীতকী বয়ড়া আমলকী গুলঞ্চ
দন্তী তেউড়ি চিতা শুষ্ঠী পিপুলমরীচ এযাংপ্রতি ২ তোলা
মঞ্জুর অথবা লৌহ ৪ পল চট্কা ৪ পল তাম্রজারা ১ পল
পারা শোধন ১।।০ তোলা গন্ধক ২ তোলা এই সকল দ্র-
ব্যের সমভাগ যত এবং মধু দিয়া চারি প্রহর মর্দন করি-
বেন ঔষধ সেবনের বিধি, রোগন্যূনাতিরিক্ত বুঝিয়া ১ মাষা
কিয়া ৩ মাষা অনুপান উষ্ণদৃষ্ক ।

হৃদ্রিযোগ । তেউড়ি ২ তোলা পিপুল ২ তোলা হরী-
তকী ৫ তোলা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ইহার সমভাগ
গুড় তাহাতে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শূল নষ্ট হয় ।

তেউড়ি ২ তোলা পিপুল ২ তোলা চূর্ণ করিয়া ভাল
চিনি ২ পল মধু ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে
শূল নিবারণ হয় ।

ময়নাকল ঝুল বিটলবণ শুষ্ঠী পিপুল মরীচ এই ছয়
দ্রব্যের সমভাগ পুরাতন গুড় গোমূত্রের সহিত বাটিয়া উষ্ণ
করিয়া খণ্ড বস্ত্রে মাথিয়া রক্তাঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ দীপ করিয়া

ঈষদুষ্ণ থাকিতে মলদ্বারে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে শূল কটিশূল মলদ্বারে বেদনা তিনের নিবারণ হয় ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং শূলচিকিৎসা সমাপ্তঃ ।

অথ গুল্ম চিকিৎসা ।

দন্তী হরীতকী । হরীতকী দন্তিমূল চিতামূল এবাংপ্রতি ২৫ পল জলে ৩৩ সের শেষ ৮ সের পুরাতন গুড় ২৫ পল পাক হইলে পুষ্কৈপ তেউড়ি ৪ পল পিপুল ১ পল শুষ্ঠী ১ পল তিল তৈল ৪ পল ঔষধী শীতল হইলে মধু ৪ পল দারুচিনি তেজপত্র এলাইচ নাগেশ্বর এবাংপ্রতি ৮ তোলা হরীতকী ৪০ রতি প্রমাণ চূর্ণ দিয়া সেবন করিবেন, পাশ্বে উষ্ণদুগ্ধ পান করিবেন ইহাতে গুল্ম রোগ নিবারণ হয় ।

পাক করিবার ক্রম । অথগু হরীতকী দন্তিমূল চিতামূল এবাংপ্রতি ২৫ পল লইয়া বস্ত্রে বন্ধন করিয়া ৩৪ সের জলে পাক করিয়া ৮ সের থাকিতে ঐ দ্রব্য সকল নিষ্কল করিবেন । ঐ অবশিষ্ট জলে পুরাতন গুড় ২৫ পল তিল তৈল ৪ পল দিয়া পাক করিবেন আর তৈউড়ি আদি সকল দ্রব্য চূর্ণ প্রমাণ মত দিয়া পাক নামাইবেন ।

বিদ্যাধর রস । শুদ্ধ গন্ধক শুদ্ধ হরিতাল স্বর্ণমাক্ষিক মগুর তাম্র শুদ্ধরস এবাংপ্রতি ২ তোলা ৮ প্রহর মর্দন করিয়া ২ মাষা প্রমাণ বটিকা উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিবেন ইহাতে গুল্ম রোগ নিবারণ হয় ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং গুল্মাধিকার সমাপ্তঃ ।

অথ হৃদ্রোগ চিকিৎসা ।

হৃদ্রোগে রক্ত মোক্ষণ ক্ষার দ্রব্য ভোজ দাঁতন করা নদী জলে স্নানাদি করা এই সকল কর্ম করিতে নিষেধ আছে ।

মুষ্টিযোগ । ময়দা অর্জুন গাছের ছাল চূর্ণ ছাগ দুগ্ধ
ঘৃত মধু চিনি এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া
ভোজন করিলে হৃদ্রোগ নিবারণ হয় এবং গোরক্ষ চাকু-
ল্যার মূল চূর্ণ ২ তোলা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাই
বেন । অর্জুন ঘৃত ।

গব্য ঘৃত ৪ সের অর্জুন গাছের ছালের রস ৪ সের ।
কলকার্থ অর্জুন গাছের ছাল ১ সের আর ঐ গাছের ছা-
লের রস ৪ সের একত্রে পাক করিয়া নিরস হইলে ১ তোলা
কিষা ২ তোলা পরিমাণ সেবন করিবেন ইহাতে হৃদ্রোগ
বিনাশ হয় ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং হৃদ্রোগ চিকিৎসা সমাপ্তঃ ।

অথ উরগ্রহ চিকিৎসা ।

উরগ্রহরোগের লক্ষণ । বুকুরের জিহ্বা যে প্রকার মুখ
মধ্যে সর্বদা থাকে না তদ্বৎ জিহ্বা হয় । এবং এই রোগে
জ্বর এবং অরুচি থাকে আর শোথ হয় ।

মুষ্টিযোগ । জিয়াপুতার ফল শাখা পল্লব সজিনা ছাল
ছডছড়িয়ার পাতা এই সকলের রস প্রত্যেকে ২ তোলা
হিঙ্গু পাঁচ রতি অথবা পঞ্চলবণ ৪ মাষা এই সকল মি-
শ্রিত করিয়া সেবন করিলে উরগ্রহ রোগ নষ্ট হয় ।

তেউরি চূর্ণ । ২ তোলা পুরাতন গুড় ৪ মাষা একত্রে
করিয়া খাইবেন আর গ্ৰীহাধিকারের ঔষধি সকল প্রয়োগ
করিলে উরগ্রহ রোগ বিনাশ হয় ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং উরগ্রহাধিকার সমাপ্তঃ ।

অথ মূত্ররুদ্ধা চিকিৎসা ।

মুষ্টিযোগ । হরীতকী গোক্ষুরি সোন্দালি কুলথকলাই বিলুহাল দূরালভা এষাংপ্রতি ২৭ রতি এই সকল দ্রব্য মূত্র চূর্ণ করিয়া ৪ পল জল মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া ১ পল শেষ থাকিতে ছাঁকিয়া ঐষদ্রব্য থাকিতে ৪০ রতি মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবেন ।

অথবা পুরাতন কুষ্ঠাণ্ডের রস ২তোলা যবক্ষার ২মাষা চিনি ১তোলা মিলিত করিয়া সেবন করিলে এই রোগ বিনাশ হয়, কিম্বা যবক্ষার চিনি সমভাগে শীতল জলের সহিত পান করিলে উক্ত রোগের উপশম হয় ।

ত্রিকণ্ঠাদি ঘৃত । শতস্থলির রস ১৩ পল ২তোলা ৫ মাষা ৩ রতি, কাঁকুড়ের রস ১৩ পল ২ তোলা ৫ মাষা ৩ রতি ঘৃত ৪ সের পাক সমাপন হইলে প্রক্ষেপ পুরাতন গুড় ২ সের, গোক্ষুরি এরণ্ডমূল কুশারমূল উল্লুরমূল কৃষ্ণবর্ণ ইক্ষুরমূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১৪ পল ১৫ তোলা ৭ রতি জল ৪৪ সের শেষ ১১ সের ।

পাকের ক্রমঃ । ৪৪ সের জলে উক্ত তিন দ্রব্যের রস দিয়া পাক করিবেন ১১ সের থাকিতে গোক্ষুরি আদি ৭ দ্রব্য আর ঘৃত নিষ্কল হইলে দুই সের পুরাতন গুড়ের সহিত মিলিত করিলে পাক সিদ্ধ হয় ।

ঘৃত পানের প্রকার । এক তোলা প্রমাণ, এবং এই রোগে চন্দ্রপ্রভা বটিকা সেবন করাইবেন ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং মূত্ররুদ্ধাধিক্যার সমাপ্তঃ ।

অথ মূত্রাঘাত চিকিৎসা ।

মুষ্টিযোগ । সমাবীজ ২ তোলা মৈন্ধব ৪ মাষা কাঁজি দিয়া বাটিয়া সেবন করিলে মূত্রাঘাত নষ্ট হয় ।

গোক্ষুরি ঘৃত । ঘৃত ৪ সের কল্কার্থ ধন্যা ২ সের গোক্ষুরি ২ সের জল ১৬ সের শেষ ৪ সের কল্কার্থ ধন্যা ৪ পল ।

গোন্ধুরি ১৬ সের জলের সহিত মিল্ক করিয়া ৪ সের থাকিতে ছাঁকিয়া ঘূতের সহিত পাক নিৰ্জল হইলে ৪ পল ধন্যা ৪ পল গোন্ধুরি সুক্ষ্মচূর্ণ করিয়া তাহাতে দিয়া শীত্ৰ নামা-ইবেন ।

ইতি নারকৌমুদ্যাং ঘূতবাতাধিকার সমাপ্তঃ ।

অথ বহুঘূত চিকিৎসা ।

যুক্তিযোগ । সুপক্ক চাটিমরত্তা ভূমিকুস্মাণ্ডের মূল চূর্ণ শতাবরী চূর্ণ পাক করা ৫ পল সমভাগে লইয়া মিলিত করিয়া খাইলে উক্ত রোগ বিনাশ হয় ।

কৃষ্ণ তিল ভাজা এাং পুয়াতন গুড় এই দুই দ্রব্য প্রতি দিন ভোজন করিলে বহুঘূত ভাল হয় ।

ধাত্রীঘৃত । আমলকীর রস ঘৃত ভূমি কুস্মাণ্ডের রস এষাং প্রতি ৪ সের মধু ৮ পল শতমূলীর রস ২ সের তুষ্ক ৪ সের কুশারমূল কেশেরমূল সবেবমূল উলারমূল কৃষ্ণ ইন্ধুর মূল এষাং প্রতি ৬ পল ৩ তোলা ৩ মাষা দল ১৬ সের শেষ ৪ সের শীতল হইলে প্রক্ষেপে জ্যেষ্ঠমধু তেউড়ি বধক্ষার এই সকল চূর্ণ প্রত্যেকে ১ পল চিনি ৮ পল ঘৃত ৪ সের দিয়া পাক করিবে ঘৃত পাকের প্রকার, কুশাদি পঞ্চমূল প্রমাণানুসারে লইয়া ১৬ সের জল দিয়া মিল্ক করিয়া ৪ সের জল থাকিতে দ্রব্য সকল ছাঁকিয়া ঐ জলে আমলকীর রসাদি তুষ্ক পর্যন্ত সকল দ্রব্য আর ঐ পঞ্চভূতের ক্রথ ৪ সের ঘৃত ৪ সের পাক করিয়া নিৰ্জল হইলে পাক লিঙ্গ হয়, ঘৃত শীতল হইলে জ্যেষ্ঠমধু আদি ৩ দ্রব্য চূর্ণ করিয়া দিবেন ১ তোলা কিয়া ২ তোলা সেবন করিবেন ।

যুক্তিযোগ । মাষকলাই চূর্ণ জ্যেষ্ঠমধু চূর্ণ আর মধু সম ভাগে লইয়া খাইলে বহুঘূত নিবারণ হয়, যজ্ঞডুমুর চূর্ণ আর মধু সমভাগ লইয়া লেপন করিলে উক্ত রোগে বি-

নাশ হয়, আর আহির পত্রের রস আর মধু সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে এই বোগ নষ্ট হয় ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং বহুমুত্র চিকিৎসা সমাপ্তঃ ।

অথ পাথরী রোগের চিকিৎসা ।

বাতপিত্ত কফোজ তিন প্রকার পাথরী হয় । চতুর্থ প্রকার শুক্র বদ্ধ হইয়া হয়, কিন্তু এই রোগের আশ্রয় কফ হয়েন ।

মুক্তিযোগ । বরুণ রুক্ষের ছাল দুই তোলা ৪ পল জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া এক পল থাকিতে ছাঁকিয়া ৩ মাষা পুরাতন গুড় প্রক্ষেপ দিয়া ঈষদ্বক্ষ্য থাকিতে পান করিলে উক্ত রোগ নষ্ট হয়, অথবা বরুণ ছাল চূর্ণ ২ তোলা আর পুরাতন গুড় ২ তোলা মিলিত করিয়া থাকিলে পাথরীভাল হয়, সজিনার ছাল দুই তোলা চূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে এই রোগ বিনাশ হয়, গোক্ষুরি ভেরেণ্ডাপত্র শুষ্ঠী বরুণছাল এষাং প্রতি ৪০ রতি ৪ পল জল দিয়া মৃদুজালে সিদ্ধ করিয়া ১ পল জল থাকিতে ছাঁকিয়া তাহাতে শতমুলির রস দিয়া দুই তোলা পান করবেন, অথবা রাখাল সনার রস ২ তোলা মিলিত করিয়া ঐ ৪ ডব্যের ক্রাথের সহিত পান করিলে উক্ত রোগ নিবারণ হয় ।

কুলথাদি ঘৃত । ঘৃত ৪ সের বরুণ ছাল ৪ সের জল ১৬ সের শেষ ৪ সের কল্কার্থ কুলথ কলাই মৈন্ধব বিড়ঙ্গ চিনি সিউলি ছাল যবক্ষার কুমড়ার বিচি এই সকল ডব্য প্রস্তুত প্রত্যেকে ৮ তোলা, ঘৃত পাক করিবার ক্রম, বরুণ ছাল ৪ সের ছেঁচিয়া ১৬ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ৪ সের জল থাকিতে বস্ত্রে ছাঁকিয়া ৪ সের ঘৃতের সহিত পাক করিয়া নিষ্কল হইলে পাক নামাইয়া কল্কার্থ কুলথ কলাই আদি চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত মিলিত করিলে পাক সমাপন হয় ঘৃত সেবনের ক্রম ১ তোলা ক্রিয়া ২ তোলা ।

বরুণ গুড়। বরুণ ছাল ১০০ পল জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের পুরাতন গুড় ১০০ পল প্রক্ষেপ কুমড়ার সমার ও কাঁবুড়েরবিচি মনছাল সজিনাছাল কুলথকলাই কিস্মিস এলাইচ শিলাজহু হরীতকী পিপুল বিড়ঙ্গ বেতোশাকের বিচি গোক্ষুরিবীজ সিউলি ছোপ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ পল, গুড় পাক করিবার ক্রম, ঐ বরুণ ছাল একশত পল চৌষাউসের জলের সহিত পাক করিয়া বোম সের থাকিতে ছাঁকিয়া ১০০ পল পুরাতন গুড়ের সহিত পাক করিয়া জল শূন্য হইলে কুম্ভাগের বীজাদি সিউলি ছোল পর্যন্ত সকল দ্রব্য চূর্ণ এক পল প্রমাণ গুড় নামাইয়া তাহাতে দিবেন, ভক্ষণ করিবার ক্রম ৪ তোলা।

ইতি সারকৌমুদী পাথরী চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

অথ প্রমেহ চিকিৎসা।

মুক্তিযোগ। আমলকী রস ২ তোলা হরিদ্রা চূর্ণ ২ মাষা মধু ২ মাষা মিলিত করিয়া অবলেহ করিলে প্রমেহ ভাল হয়।
দাড়িম্বাদি ঘৃত।

হরীতকী বয়ড়া আমলকী দারুহরিদ্রা মুখা এষাংপ্রতি ৩২ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ৪ মাষা ঘৃত ৪ সের কলকার্থ দাড়িম্ব বীজ বিড়ঙ্গ হরিদ্রা চণ্ডি কৃষ্ণজীরা শুষ্ঠী হরীতকী বয়ড়া আমলকী পিপুল গোক্ষুরিবীজ যমানী ধন্যা ময়দা কুল সৈন্ধব বন্যওল কিস্মিস জ্যেষ্ঠমধু গুড় দারুহরিদ্রা দারুচিনি শিলাজহু নীলোৎপল রসাজ্জন এষাংপ্রতি ২ তোলা পার্কার্থ জল ১৬ সের পাকের প্রকার, গব্যঘৃত ৪ সের ১৬ সের জলে পাক করিয়া ৪ সের থাকিতে দাড়িম্ব বীজাদি ২৫ দ্রব্য সূক্ষ্মচূর্ণ প্রত্যেকে ১ পল ঘৃতে র সহিত মিলিত করিলে পাক সিদ্ধি হয়, এই ঘৃত অগ্নের সহিত অথবা শুদ্ধ সেবন করিলে প্রমেহ নিবারণ হয়।

দন্তিঘৃত ৬ সের দন্তিমূল ৮ পল চিতামূল ৮ পল হরী-

তকী.২. পল দেবদারু ৬ পল কেলীকদম্ব বরুণ সোন্দানি
পুননেবা বিলু এই সকল দ্রব্যের ছাল প্রত্যেকে ৬ পল
সোণাছাল পারুলছাল গনিয়ারিছাল মালপানি চাকুল্যা
কন্টেকারি গোছুরি ব্যাকুড়, এষাংপ্রতি ৬ পল জল:৩২
সের শেব ৮ সের কল্কার্থ পঞ্চলবণ পিপুলমূল চণ্ডি চিতা
মূল শুষ্ঠী এষাংপ্রতি ১ তোলা পাক করিবার ক্রম, শু-দা
মূলাদি সপ্তদশ দ্রব্য সেই সেই প্রমাণানুসারে ছেঁচিয়া দ্বা-
ত্রিংশের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ৮ সের থাকিতে ছাঁকিয়া
ঘৃত হয় সেরের সহিত পাক নির্জল হইলে পঞ্চলবণাদি
৫ দ্রব্য সূক্ষ্মচূর্ণ উক্ত প্রমাণ মত ঘৃতে দিয়া মিলিত করিলে
পাক সিদ্ধ হয়, ভক্ষণ এক তোলা প্রমাণ করিবেন, ইহাতে
প্রমেহ নষ্ট হয় । অথ ইন্দ্র বটিকা ।

পারামৃত রাজ অঙ্জুন ছাল চিনি এই ৪ দ্রব্য ২ তোলা
শাল্মলির রস আটতোলা সহিত ৮ প্রহর মর্দন করিয়া ৪
রতি প্রমাণ বটি করিবেন, গুণধ্বের পালো ১ তোলা মধু
এক তোলা দিয়া মর্দন করিয়া লেপন করিবেন ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং পুমহাধিকার সমাপ্তঃ ।

অথ শরীর দুর্গন্ধ চিকিৎসা ।

বিড়ঙ্গাদি লৌহ । বিড়ঙ্গ শুষ্ঠী যবক্ষার এষাংপ্রতি ২
তোলা লৌহ ৬ তোলা এই সকল দ্রব্য ৪ প্রহর মর্দন করিয়া
৪ রতি প্রমাণ বটিকা মধু দিয়া সেবন করিলে রোগ নি-
বারণ হয় ।

মুষ্টিযোগ । মধু ৪ তোলা জল ৪ তোলা পুতি দিন
পুাতে পান করিলে দুর্গন্ধ ভাল হয়, অথবা নাগেশ্বর গন্ধক
বেনারসুল লেপছাল শিরিষছাল এই চারি দ্রব্য সমভাগে
লইয়া জলের সহিত মর্দন করিয়া গায়ে লেপন করিলে
দুর্গন্ধ নষ্ট হয় ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং শরীর দুর্গন্ধাধিকার সমাপ্তঃ ।

অথ উদরী চিকিৎসা ।

মুষ্টিযোগ । গাম্ভীর্য মচলসৈন্ধব বনযমানী যবক্ষার
বিড়ঙ্গ হিঙ্গ পিপুলচিতামূলশুষ্ঠী এই সকল দ্রব্য সমভাগে
চূর্ণ করিয়া ১ তোলা পুমান ঘূতের সহিত ভক্ষণ করিলে উ-
দরী আরও ই মুক্ত হয় ।

সামুদ্রাদিচূর্ণ । শুষ্ঠী পিপুলমরীচ হরীতকী বয়ড়া আম-
লকী দন্তিমূলতেউড়ি ভেলা ভেলার আটা এই সকল দ্রব্য
পুত্র্যেকে ২ তোলা সৈন্ধব ১৮ তোলা পাক করিবার ক্রম,
শুষ্ঠী আদি সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ভেলার আটার সহিত
কিঞ্চিৎকাল খলে মর্দন করিয়া ছাতিমের আটার ভাবনা
দিয়া পরদিন মর্দন করিয়া কর্দমের ন্যায় হইলে মৃত্তিকা
ভাগু মধ্যে ঐ দলা দিয়া ছাতিমের আটায় ঐ দলা ডুবা-
ইয়া ভাণ্ডের মুখ উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া ঘূটের পোড়ে
পোড়াইবেন ঔষধ না দক্ষ হয়, বিংশতি রতি উষ্ণজলের
সহিত পান করিলে উক্ত রোগ হইতে মুক্ত হয় ।

পুনর্নবা অন্তম । পুনর্নবা নিম্বছালপটলপত্র শুষ্ঠী হরী-
তকী গুলঞ্চ দেবদারু দারুহরিদ্রা এষাংপুতি ২৫ রতি ল-
ইয়া ৪ পল জলের সহিত যদু অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া ১ পল
থাকিতে ছাঁকিয়া পুষ্কপ ৪ মাষা সৈন্ধব দিয়া উষ্ণ থা-
কিতে পান করিবেন ।

নারাচচূর্ণ । শুদ্ধ পারা কাঁচা মোহাগা মরীচ এষাংপুতি
১ তোলা গন্ধক শুষ্ঠী পিপুল এষাংপুতি ২ তোলা দন্তি-
বীজ ৮ তোলা জল দিয়া খলে মর্দন করিয়া ২ রতি পু-
মাণ উষ্ণ জলের সহিত ভক্ষণ করিবেন ইহাতে অত্যন্ত ভেদ
হয় আর আমোদরী শোথ যুক্তোদরীর প্রতিকার হয় ।

মুষ্টিযোগ । মানফুলচূর্ণ ১ পল তণ্ডুলচূর্ণ ২ পল দুধ
৬পল জল ছয় পলের সহিত পাক করিবেন আর ২তোলা
পুমাণ সেবন করিবেন ইহার পথ্য শুদ্ধ পারসহইতে শোথ
যুক্তোদরী মুক্ত হয় ।

অথ যকৃত প্লীহা চিকিৎসা ।

মান গুড়িকা । মানকচূর শিকড় আপাঙ্গ গুলঞ্চ বাকস
ছাল সালপানী চিতামূল মৈন্ধব শুষ্ঠী তালজটার ক্ষার
এবাংপ্রতি ৩ তোলা বিটলবণ যবক্ষার লবণ পিপুল এবাং
প্রতি ২ তোলা সকল চূর্ণ করিয়া গোমূত্র ১৬ সেরের সহিত
পাক করিয়া নীতল হইলে মধু ৩ পল প্রক্ষেপ দিয়া ৩ রতি
প্রমাণ সেবন করিবেন ।

অথ যকৃতারি.লৌহ । লৌহ ৪ তোলা অত্র ৪ তোলা
তাম্র ২ তোলা পাতিলেবুর ছাল ৮ তোলা হরিণ চর্ম ভস্ম
৮ তোলা এই সকল দ্রব্য জলের সহিত খলে মর্দন করিয়া
৩ রতি প্রমাণ বটিকা তপ্ত জলের সহিত পান করিবে য-
কৃত প্লীহা নষ্ট হয় ।

অভয়ালবণ । পালিতামাদারের ছাল পলাশছাল আ-
কন্দছাল মনসাগিজ আপাঙ্গ চিত বক্রণ গণিয়ারী রহৎ
গোক্ষুরি রহতি কণ্টকারি যাটায়ুল গন্ধতাদালী কানচটা
হাপরমালী কুরচিছাল ঘোষালফল পুনর্নবা এবাংপ্রতি সম
ভাগ ছেঁচিয়া হাঁড়ির ভিত্তর পুরিয়া উত্তমকপে বদ্ধ করিয়া
জাল দিয়া ভস্ম হইলে তাহার ১৬ পল ভস্ম লইয়া ৬৪ সের
জলের সহিত জাল দিয়া ১৬ সের থাকিতে তাহাতে ১৬
সের গোমূত্র বিটলবণ ৪ সের হরীতকী ৩ পল চূর্ণ করিয়া
সকল দ্রব্যের সহিত পাক করিয়া ১০ আনা অংশ থাকিতে
প্রক্ষেপ কৃষ্ণজীরা শুষ্ঠী পিপুল মরীচ হিজ বমানী কুড়
শঠি এবাংপ্রতি মুম্ব চূর্ণ দিয়া গুঞ্জের ন্যায় হইলে ১ তোলা
প্রমাণ ভক্ষণ করিলে যকৃত প্লীহা নষ্ট হয় ।

লোকনাথ রস । পারা গন্ধক অত্র এবাংপ্রতি ২ তোলা
লৌহ ৩ তোলা তাম্র ৪ তোলা কড়িভস্ম ৩ তোলা এই সকল
দ্রব্য পাণের রসের সহিত মর্দন করিয়া পিণ্ডাকৃত হইলে
মৃত্তিকা যন্ত্রে রাখিয়া তাহার মুখ বদ্ধ করিয়া ২ হস্ত পরি-

মিত গৰ্ভের মধ্যে ঐ যন্ত্র রাখিয়া যুট্যা দিয়া গৰ্ভ পরিপূর্ণ করিয়া অগ্নি দিবেন পরে নিক্ষেপ হইলে পাক সিদ্ধ হয় ব্যক্তি বিশেষে ৪ রতি ২ রতি ১ রতি প্রমাণ সেবন করাইলে যক্ষ্ম প্রীতি হইতে মুক্ত হয় ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং যক্ষ্ম প্রীতিধিকার সমাপ্তঃ ।

অথ শোথ চিকিৎসা ।

কং শতরীতকী । বিলুহাল সোণাছাল গাভ্রারিছাল পারুছাল সালপানী চাকুল্যা কণ্টকারি গোছুরি ব্যাকুড় এবাং প্রতি ৬ পল ৩ তোলা ১১০ মাষা জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের আস্ত হরীতকী ১০০ পল পুরাতন গুড় ১০০ পল শুষ্ঠী পিপুল মরীচ প্রত্যেকে ১ পল দারুচিনি এলাইচ তেজপত্র প্রত্যেকে ২ তোলা প্রক্ষেপ মধু ৬ পল, পাকের ক্রম । পাকপাত্রে ৬৪ সের জল দিয়া বিলুহাদি ২ দ্রব্য উত্ত প্রমাণ মত দিয়া সিদ্ধ করিবেন সেই সময় হরীতকী দিবেন ১৬ সের থাকিতে ছেকিয়া পুরাতন গুড় ১০০ পল ঐ ক্রমে দিয়া গুড়ের মত পাক হইলে নানাইয়া পিপুলাদি ৩ দ্রব্য দিবেন দারুচিনি আদি দ্রব্য সকল চূর্ণ করিয়া ঐ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া শীতল হইলে মধু ১৬ পল দিবেন ১ তোলা অথবা ২ তোলা সেবন করিবেন ।

শুষ্কফল্যাংদি তৈল । তিল তৈল ৪ সের কল্কার্থ শুষ্ক ফলা পুনর্নবা দেবদারু রাস্না শুষ্ঠী এবাং প্রতি ৫ তোলা ৬০ মাষা পাকার্থ জল ১৬ সের পাকের ক্রম, পাকপাত্রে ৪ সের তৈলাদি পাক করিতে ২ ফেলা শূন্য হইলে শুষ্ক ফলা আদি দ্রব্য সকল ছেচিয়া ১৬ সের জলের সহিত পাক করিয়া জল শূন্য হইলে পাক সিদ্ধ হয় ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং শোথধিকার সমাপ্তঃ ।

অথ কোষরাজি চিকিৎসা ।

শতপুষ্পা ঘৃত । ঘৃত বাসক পত্রের রস নিষিক্তা রস নিষপত্রের রস কণ্টকারির রস ঙ্গে এষাং প্রতি ৪ সের কল্কার্থ শুল্কা গুলঞ্চ জটামাংসী কুড় তেজপত্র এলাইচ এষাং প্রতি ২ তোলা পাক করিবার ক্রম, পাকপাত্রে ঘৃত আদি ৬ দ্রব্য পাক করিয়া ৪ সের থাকিতে শুল্কাদি ৬ দ্রব্য দিয়া মিলিত হইলে পাক সিদ্ধ হয় সেব্যমত সেবন করিবেন । ইহাতে উক্ত রোগ নষ্ট হয় ।

অথ নিত্যানন্দ রস । হিঙ্গ পাঁচা জরিততাগ্ন জরিত কাসা জরিতরাজ শোধিত হরিতাল শুদ্ধ ভূতে শস্য ভস্ম শুষ্ঠী পিপুল মরীচ হরীতকী বয়ড়া আমলকী লৌহ বিড়ঙ্গ পঞ্চলবণ চণ্ডি পিপুলমূল হবুস রাস্না শঠি আক্লাদি দেবদারু এলাইচ বিচতাড়ক এষাং প্রতি ২ তোলা এই সকল দ্রব্য হরীতকী রসে মর্দন করিয়া নির্মল হইলে পাঁচ রতি করিয়া বটিকা করিবেন এবং হরীতকী রস দিয়া ঔষধ সেবন করিবেন ইহাতে কোষ রাজি নষ্ট হয় ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং কোষরাজ্যাদিকার সমাপ্তঃ ।



অথ গলগণ্ড চিকিৎসা ।

ভূঙ্গিতৈল । তৈল ৪ সের তিতলাউয়ের রস ১৬ সের কল্কার্থ বিড়ঙ্গ যবক্ষার সৈন্ধব বচ শুষ্ঠী পিপুল মরীচ দেবদারু এষাং প্রতি ৮ তোলা পাক করিবার ক্রম । রাই-সরিষের তৈল ৪ সের ফেণা রহিত হইলে কল্কার্থ দ্রব্য সকল দিয়া পাক নিরস হইলে তিতলাউয়ের রস ১৬ সের দিয়া নিরস হইলে সেই তৈল মর্দন করিয়া অগ্নির উত্তাপ দলে গলগণ্ড নিবারণ হয় ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং গলগণ্ড চিকিৎসা সমাপ্তঃ ।



অথ শিল্পাদ চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ। কনকধুতুরারমূল ভেরাণ্ডারমূল নিষিন্দা
মূল পুনর্নবা মূল সজিনামূলের ছাল রাইসরিষা এই সকল
দ্রব্য সমভাগে লইয়া জল দিয়া মর্দন করিয়া প্রলেপ দি-
বেন ইহাতে উক্তরোগ শান্ত হয়।

অথ সৌরেশ্বর ঘৃত। ঘৃত ৪ সের বিলু সোণা গাভারি
পারুল গণিয়ারি এষাং ছাল সালপানি চাকুল্যা কণ্টকারি
ব্যাকুড় এষাং প্রতি ১২ তোলা ৬।০ মাষা জল ১৬ সের
কাঁজি ৪ সের কল্কার্থ নিষিন্দা দেবদারু শুষ্ঠী পিপুল ম-
রীচ হরিতকী বয়ড়া আমলকী পঞ্চলবণ বিড়ঙ্গ চিতা চণ্ডি
পিপুলমূল গুগ্গুল হবুস বচ যবক্ষার আলকুশিমূল শঠি
এলাইচ বিচতাড়ক এষাং প্রতি ২ তোলা ১৬ সের জলের
সহিত বিলুছালাদি সিদ্ধ করিয়া ৪ সের থাকিতে কাঁজি ৪
সের ঘৃত ৪ সের দিয়া নিষ্কর্জল হইলে পাক নামাইয়া নিষ-
ন্ধাদি দ্রব্য সকল স্তম্ভচূর্ণ করিয়া তাহার সহিত মিলিত
হইলে পাক সিদ্ধ হয় তক্ষণ ২ তোলা মাত্র ইহাতে উক্ত
রোগ বিনাশ হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং শিল্পাদাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ বিজ্ঞাবণাধিকার।

ব্রণাদি দ্বারায় খ্যাত হইলে নিজায়ুগ কহা যায় শ্বেত
পুনর্নবামূল ২ তোলা জল ৪ পালের সহিত সিদ্ধ করিয়া ১
পাল থাকিতে ৪ মাষা বরুণছালচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া ঈষৎ
উষ্ণ পান করিষেন ইহাতে উক্ত রোগ নষ্ট হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং বিজ্ঞাবণাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ ব্রণ চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ। ব্রণ হবার সময় ধুতুরা পত্রের বোঁটা
লবণ সংযুক্ত করিয়া লেপন করিলে ব্রণ নষ্ট হয়।

উণতৈল । তিল তৈল ৪ সের কল্কার্থ বাট্যালামূল ৪ তোলা আপাঙ্গ ৪ তোলা জল ১৬ সের একত্রে পাক করিয়া জল শুন্য হইলে পাক সিদ্ধ হয় ইহাতে ক্ষত নিবারণ হয় ।

ইতি সারিকৌমুদ্যাং ব্রণ চিকিৎসা সমাপ্তঃ ।

অথ অন্তর্ভ্রণ চিকিৎসা ।

হরীতকী বয়ড়া আমলকী শুষ্ঠী পিপুল মরীচ এষাং প্রতি ৪ তোলা গুগ্গুল ২৪ তোলা সমুদ্র মত ঘূতের সহিত মর্দন করিয়া সেবনে উক্ত রোগ বিনাশ হয় ।

ইতি সারিকৌমুদ্যাং অন্তর্ভ্রণাধিকার সমাপ্তঃ ।

অথ তগন্দর চিকিৎসা ।

মুক্তিযোগ । মনসামিজের আঠা শ্বেত আকন্দের আঠা দারু হরিদ্রা তিন দ্রব্য সমভাগ ছিন্ন বস্ত্রে লেপন করিয়া বাতি দিবে তিল হরীতকী নিষপত্র হরিদ্রা দারু হরিদ্রা বচ কুল এই সকল দ্রব্য সমভাগ বাটিয়া প্রলেপ দিলে উক্ত রোগ নষ্ট হয় ।

শুষ্ঠী পিপুল মরীচ হরীতকী বয়ড়া আমলকী মুখা বিড়ঙ্গ গুলঞ্চ চিতামূল শাঠি এলাইচ পিপুলমূল হবুনা দেবদারু ধন্যা কুড় চণ্ডি রাখালসমার মূল হরিদ্রা বিটলবর্ণ সচললবণ যবক্ষার সৈন্ধব গজপিপুল এষাং প্রতি ১ তোলা গুগ্গুল ৫৪ তোলা এই সকল দ্রব্য মধু দিয়া মর্দন করিয়া ১ তোলা প্রমাণ সেবন করিলে ২১ দিবসে শান্তি হয় ।

অথ বিশ্বানন্দ তৈল ।

তিল তৈল ৪ সের জল ১৬ সের কল্কার্থ চিতামূল আকন্দমূল তেউড়িমূল কাকরোলমূল কেতকীরমূল ডুমুর মূল শ্বেতকরবীর পত্রের রস মনসামিজের আঠা বচ বিষ

অঙ্গলিয়া হরীতাল মাজিমাটি নাকটিকিমূল এষাংপ্রতি ৫ মাষা ৩রতি ।

পাকের প্রকার । ৪ সের তৈলে ১৬ সের জল দিয়া কল্কার্থ দ্রব্য সকল তাহাতে দিয়া পাক করিবেন নিৰ্জ্বল হইলে পাক সিদ্ধ হয় ।

এই তৈল ক্ষতদেশে পুরাতন তুলার সহিত দিবেন ।

অথ তগন্দরহর রস ।

পারা ২ তোলা গন্ধক ৪ তোলা ঘৃতকুমারির রসে ৩ দিবস খলে মর্দন হইলে ৬ তোলা তাম্রচূর্ণ একত্রে করিয়া একটা হাঁড়িতে পলাশের ছাই অর্দ্ধেক পুরিয়া তাহার মধ্যে ঐ ঔষধ রাখিয়া মুখ বদ্ধ করিয়া পলাশকাষ্ঠের জাল দুই প্রহর দিবেন পরে নিষছালের রসের সহিত ঐ প্রকার পাক করিবেন আর পুনঃ ২ খলে মর্দন করিয়া ধূলীর ন্যায় হইলে পাক সিদ্ধ হয় । এক রতি প্রমাণ নিষছালের রসের সহিত মধু দিয়া সেবন করিলে উজ্জাময় নষ্ট হয় ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং তগন্দরাধিকার সমাপ্তঃ ।

অথ উপদংশ চিকিৎসা ।

ঋক্টিযোগ । কুলপত্রের কুড়ি ১ তোলা আকন্দপত্রের রস ১ তোলা আপাঙ্গপত্রের রস বামনহাণীর রস হিঙ্গুল এই সকল দ্রব্য ১ তোলা প্রমাণে বাটিয়া ছিন্ন বস্ত্রে লেপন করিয়া বাতি করিবেন সেই বাতি জালিয়া রোগীকে ভাবনা দিলে উপদংশ রোগ শান্তি হয় । আর ত্রণাধিকারে যে যে ঔষধি উক্ত আছে তাহা এ রোগে প্রয়োগ করিলে শান্তি হয় ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং উপদংশ চিকিৎসা সমাপ্তঃ ।

অথ বুষ্ঠাধিকার চিকিৎসা ।

ঋক্টিযোগ । হরিদ্রা চিতামূল খুল মরীচ বালা তুর্কা

শাকন্দাঠা মনসাসিঞ্জের আঠা এষাং প্রতি সমভাগে খলে
মর্দন করিয়া গাত্রে লেপন করিলে সামান্য কুষ্ঠ নষ্ট হয় ।

অথ পঞ্চতিক্ত যুত ।

নিম্বছাল পটোলপত্র কণ্টকারি গুলঞ্চ বাসকছাল
এষাং প্রতি ১ পল জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের যুত ৪ সের
কল্কার্থ হরীতকী বয়ড়া আমলকী এষাং প্রতি ২ পল ৫
তোলা ২ মাষা ৭ রতি ।

পাকের প্রকার । - নিম্বছালাদি ৫ দ্রব্য ৬৪ সের জলের
সহিত সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে যুত দিয়া নিম্বজল হ-
ইলে কল্কার্থ হরীতকী বয়ড়া আমলকী চূর্ণ উক্ত
প্রমাণ মত যুতে দিয়া শীত্রে নামাইবেন, ২ তোলা পরিমিত
সেবন করিবেন ।

পঞ্চতিক্ত গুগ্গুল । যুত ৪ সের নিম্বছাল গুলঞ্চ বাসক
ছাল পটোলপত্র কণ্টকারি এষাং প্রতি ১০ পল জল ৬৪ সের
শেষ ৮ সের, কল্কার্থ আলকাদি যুল বিড়ঙ্গ দেবদারু গজ-
পিপুলী যবক্ষার সাজিমাটি শঠী হরিদ্রা মোরি শুলফা
চণ্ডিকুড় নফ্টকী মরীচ বুরুচিছাল জীরা চিতাযুল কণ্টকি
ভেলা বচ পিপুলযুল মঞ্জিষ্ঠা এলাইচ বনযমানী এষাং প্রতি
২ তোলা গুগ্গুল ৫ পল, পাকের প্রকার, ৬৪ সের জলে
সিদ্ধাদি ৫ দ্রব্য এবং গুগ্গুল পুটলি করিয়া দিয়া পাক
করিবেন ৮ সের থাকিতে ছাঁকিয়া ঐ গুগ্গুল এবং ৪ সের
যুত কল্কার্থ দ্রব্যাদি ছেঁচিয়া দিয়া পাক জল শূন্য হইলে
ছাঁকিয়া ১ তোলা প্রমাণ ভোক্ষণ করিবেন ।

অমৃত ভগ্নাতক । ভগ্না ১৬ সের ৬৪ সের জলের সহিত
পাক হইলে ১৬ সের জল থাকিতে ছাঁকিয়া যুত ৪ সের দুগ্ধ
১৬ সের চিনি ১৬ পল দিয়া পাক গুড়ের ন্যায় হইলে সিদ্ধ
হয়, ৩ তোলা প্রমাণ ভক্ষণ করিবেন ।

সিন্দূরাদি তৈল । রাইসরিষার তৈল ৮ পল কল্কার্থ

কৃষ্ণজীরা ৮ তোলা সিন্দূর ৪ তোলা জল ৪ সেরের সহিত
পাক করিয়া নিষ্কল হইলে পাক সিদ্ধ হয় ।

বৃহৎ মরীচাদি তৈল । মরীচ তেউড়ি দস্তিহুল আকন্দ
আঠা গোময়ের রস দেবদারু হরিদ্রা দারুহরিদ্রা জটামাংসী
কুড় রক্তচন্দন রাখাল সমারমূল করবীরপত্র হরিতাল মন-
ছাল চিতামূল বিষলাঙ্গলা বিড়চাকুন্দা শিরীষছাল কুরচি-
ছাল নিম্বছাল ছাতিমছাল মনসাসিজ গুলঞ্চ সোন্দালি
ছাল হাপরমালী মুখা খাদিরকাষ্ঠ পিপুল বচ নফটকী এ-
ষাং প্রতি ৮ তোলা বিষ ২ পল- সার্মপতৈল ১৬ সের
গোমুত্র ৬৪ সের ।

পাকের প্রকার । তিল নিষ্ক্ষেপ হইলে মরীচাদি বিষ
পর্যন্ত দ্রব্য সকল কুটিয়া গোমুত্রের সহিত পাক করিয়া
নামাইবেন । ইহাতে ৮০ প্রকার কুষ্ঠ শাস্তি হয় ।

কন্দর্পসার তৈল ।

ছাতিমছাল কৃষ্ণসাড়া গুলঞ্চ নিম্বছাল শিরীষছাল ঘো-
ড়ানিম্ব জয়ন্তী তিতলাউ রাখালসমার মূল হরিদ্রা এষাং-
প্রতি ১০ পল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের সোন্দালি ছাল ভীম-
রাজ জয়ন্তীপত্র ধূতুরারপত্র আমলকী সিদ্ধিপত্র খজ্জুর
পত্র গোময় আকন্দপত্র শিজপাতা এই সকল দ্রব্যের রস
প্রত্যেকে ৪ সের, কল্কার্থ মাকালকল বচ ব্রহ্মী তিতলাউ
চিতামূল গোয়ালিয়ালতা কুড়ালি মনছাল আমলকী চা-
কুল্যা নাটা গাঁট্যালা সোন্দালি আকন্দআঠা কালকেমুন্দা
ইসেরমূল মঞ্জিষ্ঠা ঘোড়ানিম্ব রাখালসমার মূল বিছটি গন্ধ-
ভাদালী হাপরমালী মুখা ছাতিমছাল শিরীষছাল কুড়-
চিছাল নিম্বছাল গুলঞ্চ হাকুচবীজ খন্যা দারুচিনি জ্যেষ্ঠ
মধু কন্দর কুট কটকি শঠী দারুহরিদ্রা তেউড়ি পদ্মকাষ্ঠ
পিপুলমূল অগুরু কুড় কটফল জটামাংসী কপূর ভাজ
পত্র এলাইচ গুয়া হরীতকী বয়ড়া, এষাং প্রতি ২তোলা, পা-
কের ক্রম, ছাতিম ছালাদি হরিদ্রা পর্যন্ত দ্রব্যসকল কুটিয়া

১০ পল প্রমাণানুসারে ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে ছাঁকিয়া ৪ সের তৈলের সহিত পাক হইলে কিঞ্চিৎ ক্কাথ থাকিতে গোমূত্র উক্ত প্রমাণমত দিবেন কল্কার্থ মাকালফলাদি বয়ড়া পর্যন্ত কুটিয়া দিয়া আর আকন্দ আঠা মোন্দালি আদি ১০ দ্রব্যের সহিত পাক করিলে সিদ্ধ হয়, এই তৈল গাড়ে মর্দন করিলে কুষ্ঠ শান্তি হয় এবং কন্দর্পের ন্যায় কলেবর হয়, মুনিবাক্য ।

অমৃতাকর-লৌহ । পারা গন্ধক তাম্র লৌহ অত্র ভেলা গুণ্গুল এষাং প্রতি ৮ তোলা হরীতকী বয়ড়া আমলকী এষাং প্রতি ৫ পল-২ তোলা ৫ মাষা ৩ রতি পাকার্থ জল ১৬ সের শেষ ৪ সের ঘৃত ১৬ পল প্রক্ষেপ হরীতকী বয়ড়া ৫ তোলা আমলকী ১২ তোলা, পাকের প্রকার গুণ্গুল দ্বন্দ্বের সহিত ঘৃত অগ্নিতে সিদ্ধ হইলে জলে দ্বিত করিয়া শুকাইবেন আর হরীতকী আদি ৩ দ্রব্য চূর্ণ করিবেন ভেলা জলে সিদ্ধ করিয়া শুকাইলে ত্রয় করিয়া আঠা লইবেন, পাকের ঘৃত চড়াইয়া ফেণা রহিত হইলে তাম্রাদি ৫ দ্রব্য দিয়া মিলিত হইলে হরীতক্যাদির ক্কাথ ৪ সেরের সহিত পাক করিবেন গুড়ের ন্যায় হইলে প্রক্ষেপ হরীতকী আদি ৩ দ্রব্য দিয়া এবং কঙ্কণী দিয়া সন্দেশের পাকের ন্যায় হইলে পাক সিদ্ধ হয় ৬ তোলা লৌহ ঘৃত মধুর সহিত মাড়িয়া লেপন করিলে কুষ্ঠরোগ নষ্ট হয় ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং কুষ্ঠাধিকার সমাপ্তঃ ।

অথ শিতপিত্ত চিকিৎসা ।

মুক্তিযোগ । হরিদ্রা চাকুল্যাবীজ কৃষ্ণাতিল সমভাগ জল দিয়া বাটিয়া পাছে লেপন করিলে উক্ত রোগ নষ্ট হয়, যমানী ২ তোলা পুরাতন গুড় ২ তোলা মিলিত করিয়া থাইলে উক্ত রোগ শান্তি হয় ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং শিতপিত্ত চিকিৎসা সমাপ্তঃ ।

অথ অমূলপিত্ত চিকিৎসা।

যুক্তিযোগ। আমলকী রস ১ তোলা মধু ১ তোলা মিলিত করিয়া পান করিলে অমূলপিত্ত নষ্ট হয়।

অথ নারিকেলমৃত।

নারিকেল শস্ত ৩ পল ঘৃত ৩২ পল শুষ্ঠীচূর্ণ ১৬ পল নারিকেল জল ৩২ সের দুগ্ধ ৩২ সের আমলকী রস ৪ সের চিনি ২।০ সের শুষ্ঠী পিপুল মরীচ দারুচিনি এলাইচবীজ তেজপত্র নাগেশ্বর এষাং প্রতি ১ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ আমলা জীরা ধন্যা কৃষ্ণজীরা গাঁট্যালা বংশলোচন মুখা এষাং প্রতি ৬ তোলা মধু ৪ তোলা, পাক করিবার প্রকার, নারিকেলের কোরা জলে ধৌত করিয়া নিষ্ক্ৰিয় করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক হইলে ৩২ পল ঘৃতে ভাজিয়া তাহাতে শুষ্ঠী চূর্ণ ভাব নারিকেল জল আদি ৩ দ্রব্য শক্ত প্রমাণানুসারে মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া মন্দেশের পাকের ন্যায় হইলে নামাইয়া প্রক্ষেপ আমলাদী অব্যোর সহিত মিলিত করিয়া শীতল হইলে মধু ৪ পল দিবেন, তখন ১ তোলা কিম্বা ২ তোলা অনুপান তপ্ত দুগ্ধ, ইহাতে উক্ত রোগ নাশ হয়।

অধিপিত্ত চূর্ণ। হরীতকী বগড়া আমলকী শুষ্ঠী পিপুল মরীচ মুখা ইন্দ্রযব বিড়ঙ্গ এলাইচ তেজপত্র এষাং প্রতি যত লবঙ্গ চূর্ণ তাহার সমভাগ, উত্তর চূর্ণ যত হইবেক তাহার দ্বিগুণ তেউড়িফুল সকল চূর্ণের সমভাগ চিনি সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া নারিকেল জল দিয়া খাইবেন ১ তোলা প্রমাণ।

শিতামগুর।

মগুর ১২ তোলা চিনি পাঁচ পল ঘৃত আট পল দুগ্ধ ১৬ পল শুষ্ঠী পিপুল মরীচ জ্যেষ্ঠমধু এলাইচ ছুরালতা বিড়ঙ্গ হরীতকী বগড়া আমলকী কুড় এষাং প্রতি ২ তোলা মধু ২ পল, পাকের ক্রম, ঘৃতে মগুর চূর্ণ দিয়া মন্দমন্দ জালে মিলিত হইলে তাহাতে চিনি দুগ্ধ দিয়া পাক ক-

রিবেন গুড়ের ন্যায় হইলে শুষ্ঠী আদি ১২দ্রব্য দিয়া পাক নামাইয়া অর্দ্ধ তোলা প্রমাণ সেবন করিবেন ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং অমূলপিত্তাধিকার সমাপ্তঃ ।

অথ বিষর্জ চিকিৎসা ।

ক্ষত দোষে তলে সংযোগ হইলে বিষর্জ হয় । শিরীষ ছাল গুড়কানাই সমভাগে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে উক্ত রোগ বিনাশ হয়, গুলঞ্চ বাসকছাল মুখা চাত্তিমহাল খদিরকাষ্ঠ কাল্যলতাম্বিন্দুপত্র হরিদ্রা এষাং প্রতি ১০ পল জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ৪০ রতি ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং বিষর্জাধিকার সমাপ্তঃ ।

অথ বিষ্ফোটক চিকিৎসা ।

শিরীষছাল বেগারমূল নাগেশ্বর এই ৪ দ্রব্য বাঁটিয়া প্রলেপ দিবেন ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং বিষ্ফোটকাধিকার সমাপ্তঃ ।

অথ গুদভ্র চিকিৎসা ।

কাঞ্চনফুলের গাছের ছাল ৪ তোলা স্বর্ণমার্ক প্রলেপ দিয়া কিঞ্চিৎক্ষণ থাইবেন ।

ষষ্টিষোগ । সোহাগা হাপারমালির মূল ২ দ্রব্য সমভাগে লইয়া বাঁটিয়া প্রলেপ দিবেন ইহাতে উক্ত রোগ বিনাশ হয় ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং গুদভ্র চিকিৎসা সমাপ্তঃ ।

অথ টাকরোগ চিকিৎসা ।

মালতী তৈল । কটুতৈল ৪সের মালতীপত্র করবীরপত্র ডাকরমচাফল চিতামূল এষাং প্রতি ২তোলা জল ১৬সের

গোমূত্র ৪ সের পাক করিয়া ৪ সের থাকিতে পাক সিদ্ধ হয় ইহাতে টাক রোগ বিনাশ হয়।

কুষ্ঠাদি তৈল। কটুতৈল ৪ সের গোমূত্র ৮ সের ছাগ-মূত্র ৮ সের কলকার্থ সিদ্ধ আটা আকন্দ আটা ভীমরাজের রস বিষলাঙ্গলা এষাংপ্রতি ১২ পল ৩ মাষা পাক করিয়া ৪ সের থাকিতে নামাইবেন, এই তৈল মর্দন করিলে উক্ত রোগ বিনাশ হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং টাকাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ দন্তরোগ চিকিৎসাঃ -

যুক্তিযোগ। কুণ্ড দারুহরিদ্রা লোধ মুখা আকনাদিমূল চিঞ নফটকি হরিদ্রা ভূঁতিয়াভস্ম ঘৃত পিপুল এষাংপ্রতি সমভাগ ঘূতের সহিত মুখে রাখিলে দন্তরোগ শান্তি হয়।

খদিরবটিকা। খদিরকাষ্ঠ চূর্ণ ১০ পল জল ৬৪ সেরের সহিত পাক করিয়া ৮ সের থাকিতে ছাঁকিয়া তাহাতে জয়ন্তী কপূর গুবাক জায়ফল চূর্ণ এষাংপ্রতি ৮ তোলা খদির ৮ তোলা সহিত পাক করিয়া মুখে রাখিলে এবং দন্তে দিলে উক্ত রোগ নাশ হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং দন্তরোগ চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

অথ কর্ণ চিকিৎসা।

যুক্তিযোগ। রসুনের রস আদার রস, সজিনাছালের রস রঙ্গ মুলার ছালের রস কদলীমূলের রস ইহার মধ্যে যে রস ইচ্ছা তাহার সমভাগ, মনসাপত্রের রস মিলিত করিয়া কর্ণমধ্যে দিবেন তাহাতে নানা প্রকার কর্ণশূল নিবারণ হয়।

ক্ষারতৈল।

মূল্যরক্ষার বিষ্ণ শঠী শুলকা বচ কুড় দেবদারু সজিনাছাল রসাজন মচল যবক্ষার সাক্ষিমূত্রিকা গৈন্ধব ভূক্ষ-পাক বিটলবণ মুখা এষাংপ্রতি ৪ তোলা তিল তৈল ৪ সের

টা বালেবুররস ৪ সের কলার এটের রস ৪ সের পুপুল মূল
চূর্ণ আদনের মধু ১ সের গোড়ালের রস ৪ সের পাক করি
বার ক্রম, মুলার ক্ষারাদি মুখাচূর্ণ পর্য্যন্ত তৈলে দিয়া
পাক কিঞ্চিৎকাল হইলে টা বালেবুর রস প্রভৃতি সকল
রস দিয়া ৪ সের থাকিতে পাক সিদ্ধ হয়। তৈলভাগ্য ধান্য
মধ্যে রাখিবেন প্রতি দিন ১ মাষা প্রমাণ ঈষৎক্ষ করিয়া
কর্মে দিবেন ইহাতে কণপীড়া সকল নিবারণ হয়।

দশমূলী তৈল। তিল তৈল ৪ সের বিলুছাল ৬২ তোলা
সোণাছাল গাভারিছাল কণ্টকারি পারুল গনিয়ারিছাল
সালপানী চাকুল্যা গোক্ষুরি ব্যাকুড়, এষাং প্রতি ৩২ তোলা
জল ১৬ সের শেষ ৪ সের কল্কার্থ এই সকল ছালাদি প্র-
ত্যেকে ৬৪ তোলা পাকের প্রকার, তৈল ৪ সের ফেণা শূন্য
হইলে বিলুছালাদি ১০ ভব্য, ছেঁচিয়া ১৬ সের জলের সহিত
পাক করিয়া ৪ সের থাকিতে কল্কার্থ এই সকল ভব্য ৬৪
তোলা দিয়া পাক নিষ্কর্জল হইলে সিদ্ধ হয় এই তৈল কর্ণে
দিবেন।

জাতিঘৃত। ঘৃত ৪ সের জাতিপুষ্পের পত্রের রস ১৬
সের কল্কার্থ জাতিপত্র ১ সের পাকের প্রকার, ৪ সের
ঘৃতে ১৬ সের রস দিয়া কিঞ্চিৎকাল পাক হইলে ৪ সের
থাকিতে পাক সমাপন হয়।

ইতি মারকৌমুদ্যাং কর্ণাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ নামিকা চিকিৎসা।

চিত্রহরীতকী। চিতা আমলকী গুণ্ডা বিলুছাল সো-
ণাছাল গাভারিছাল পারুলছাল সালপানী চাকুল্যা কণ্ট-
কারি গোক্ষুরি ব্যাকুড় এষাং প্রতি ১০ পল চিতামূল ৫০
পল জল ৫০ সের শেষ ১২।০ সের এবং আমলকী ৫০ পল
জল ৫০ সের শেষ ১২।০ সের গুণ্ডা ৫০ পল পুরাতন গুড়

১০০ পল হরীতকী চূর্ণ ৬৪ তোলা প্রক্ষেপ মধু শুষ্ঠী পিপুল মরীচ দারুচিনি তেজপত্র এলাইচ এষাংপ্রতি ১৬ তোলা যবক্ষার ৫ তোলা মধু ২ সের পাকের প্রকার । চিতামূল ৪০ পল চিতাদি ১২ দ্রব্য উক্ত প্রমাণ মৃত লইয়া ৫০ সের জলের সহিত পাক করিয়া ১২।০ সের থাকিতে ছাঁকিয়া এবং আমলকী ৫০ পল ৫০ সের জলের সহিত পাক করিয়া ১২।০ সের থাকিতে ছাঁকিয়া দুই জল, গুলঞ্চ ৫০ পলের সহিত পাক করিয়া ১২।০ সের থাকিতে ছাঁকিয়া তাহাতে পুরাতন গুড় ১০০ পল হরীতকী চূর্ণ ৬৪ তোলা দিয়া গুড়ের ন্যায় পাক হইলে শুষ্ঠী আদি মধু পর্যন্ত প্রমাণানুসারে দিবেন ভক্ষণশক্তি অনুসারে করিবেন । ইহাতে নাসিকা রোগ শান্তি হয় ।

মুক্তিযোগ । গুগ্গুল মম সমভাগে বাতি করিয়া গাড়ে এবং নাসিকারন্ধ্রে ধূম লাগাইবেন ।

গৃহধূমাদি তৈল । ঝুল পিপুল দারুহরিদ্রা যবক্ষার ভারকরমচারবিচি সৈন্ধব বামনহাটি বিচি, এষাংপ্রতি ২ তোলা ৪ মাষা ৬ রতি তিল তৈল ১ সের পাকের ক্রম, তৈল অগ্নিতুল্য হইলে ঝুলাদি দ্রব্য সকল দিয়া পাক করিতে ২ কক্ষবর্ণ হইলে পাক সমাপ্ত হয় তৈল তুলার সহিত নাসিকার ভিতর দিবেন ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং নাসিকা রোগাধিকার সমাপ্তঃ ।

অথ চক্ষুরোগ চিকিৎসা ।

মুক্তিযোগ । হরীতকী ঘূতে তাজিয়া জলের সহিত বাটিয়া চক্ষের পার্শ্বে প্রলেপ দিলে পীড়া শান্তি হয় গেরিমাটি রক্তচন্দন শুষ্ঠী খড়ি বচ এষাংপ্রতি সমভাগ জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া চক্ষু উঠিলে প্রলেপ দিবেন ।

বহুবাসকাদি পাচন । বাসকছাল মুখা নিম্বছাল প-

টোলপত্র কটকী গুলঞ্চ রক্তচন্দন বুরচিছাল ইন্দ্রবদ
দারুহরিদ্রা চিতামূল শুষ্ঠী চিরাতা আমলকী বয়ড়া যব
এষাংপ্রতি ৯ রতি, ৪ পল জলের সহিত মৃদু অগ্নিতে
পাক করিবেন ১ পল থাকিতে প্রক্ষেপ মধু ৪ রতি দিয়া
পান করিলে উক্ত রোগ শান্তি হয়।

চন্দ্রোদয় বটি । হরীতকী বচ মরীচ বয়ড়া পিপুল
নাতিশাখ মনছাল এষাংপ্রতি সমভাগ দুগ্ধের সহিত থলে
মর্দন করিয়া বটি হইলে মধুর সহিত নয়নে দিবেন।

ত্রিফলামৃত । ঘৃত ৩২ পল হরীতকী বয়ড়া আমলকী
এষাংপ্রতি ৫ সের ২ পল ৫ মাষা ৩ রতি জল ৬৪ সের
শেষ ১৬ সের দুগ্ধ ৪ সের কল্কার্থ হরীতকী বয়ড়া আম-
লকী এষাংপ্রতি ৮ পল

পাকের প্রাকার । হরীতকী আদি ৩ দ্রব্য উক্ত পরি-
মাণ ৬৪ সের জলের সহিত পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে
ছাঁকিয়া ঘৃতে দিবেন পরে নিষ্কর্জ হইলে কল্কার্থ
দ্রব্য সকল সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া তাহাতে দিলে পাক সিদ্ধ হয়,
সেব্য মত সেবন করিবেন।

ইতি সারকৌমুদ্যাং নেত্ররোগ চিকিৎসা সমাপ্তঃ ।

অথ শিররোগ চিকিৎসা ।

দশমূল তৈল । বিলুছাল, সোণাছাল, গাম্ভারিছাল,
পারুলছাল, গণিয়ারি ছাল, মালপানী চাকুল্যা কণ্ঠ-
কারি গোহুরি ব্যাকুড় নাটামূল নিবিদা জয়ন্তী ধুন্তুরা
এষাংপ্রতি ৬ পল জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের সার্ষপ
তৈল ৪ সের কল্কার্থ দশমূল নাটী জয়ন্তী ধুন্তুরা এষাং-
প্রতি ৬ তোলা ।

বৃহদশমূল তৈল । সার্ষপ তৈল ১৬ সের বিলুছাল
সোণাছাল গাম্ভারিছাল পারুলছাল গণিয়ারি মালপানী
চাকুল্যা কণ্ঠকারি গোহুরি এষাংপ্রতি ১ পল জল ৬৪

সের শেষ ১৬ সের গোড়ালেবুর রস খুন্তুরা রস আদার
রস এষাং প্রতি ১৬ সের কলকার্থ পিপুল গুলঞ্চ শুলকা
পুনর্নবা সজিনা ছাল পিপুলমূল নাট্যাক্ষজীরা রাইস-
রিষা বচ শুষ্ঠী চিতামূল শঠী দেবদারু বাট্যালা রায়
ছড়ছড়ে কটফল নিবিন্দা চণ্ডিগেরি শুষ্কমূল যমানী-
বীজ দড়ক এষাং প্রতি ৮ পল, পাকের প্রকার, প্রথমত
মুছা করিয়া পরে দশমূল ১০ পল ৬৪ সের জলের সহিত
সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে সেই ক্বার্থ তৈলে দিয়া কল-
কার্থ দ্রব্য সকলের সহিত পাক করিবেন, নিজ্জল হইলে
পাক সিদ্ধ হয়।

ষড়বিন্দু তৈল। তিলতৈল ৪ সের ভীমরাজ রস ১৬
সের ছাগদুগ ৪ সের কলকার্থ ভেরেণ্ডামূল তুরগ পাটকা
শুলকা জীবন্তি রায় সৈন্ধব দারুচিনি বিড়ঙ্গ জ্যেষ্ঠমধু
শুষ্ঠী এষাং প্রতি ৭ তোলা ২ রতি, পাকের প্রকার, তৈল
মুছা করিয়া তাহাতে কলক দ্রব্যাদি সকল দিয়া পাক
করিলে ৪ সের থাকিতে নামাইবেন।

ইতি সারকৌমুদ্যাং শিররোগ চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

অথ প্রদর চিকিৎসা।

শিতকল্যাণ সূত। বাট্যালামূল গোরক্ষ চাকুল্যা
উৎপল তালেরমাতি ভূমিকুস্মাণ্ড দশমূল মালপানী জীরা
রক্তোৎপল পাটমূল বেণামূল গম খন্যা বনমুগ ক্ষীরকা-
কোলী গাম্ভারিছাল জ্যেষ্ঠমধু হরীতকী বয়ড়া আমলকী
সমবীজ কাঁচাকলা, এষাং প্রতি ৪ তোলা দুগ্ধ ১৬ সের সূত
৪ সের জল ৮ সের, পাকের প্রকার, সূত অগ্নিবৎ করিয়া
তাহাতে বাট্যালাদি সকল দ্রব্য ছেঁচিয়া দিয়া ঐ প্রমাণ
মত জল দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া ৪ সের থাকিতে
পাক সমাপ্তি হয়, সূত শক্তি মত ভক্ষণ করিবেন ইহাতে
প্রদর শান্তি হয়।

অশোকঘৃত । ঘৃত ৪ সের অশোকছাল ১৬ পল জল ১৬ সের শেষ ৪ সের কল্কার্থ পেরালকাঠ জীবন্তি জ্যেষ্ঠ-মধু বনমুগ বনকলাই মালপানী চাকুল্যা কাকোলী ক্ষীরকাকোলী মেধ মহামেধ জীবক ঋষিবক বৃদ্ধি পরম-কল রসাজন জ্যেষ্ঠমধু অশোকমূল ডাক্ষা শতমূলী চাঁপ-নট্যার মূল এষাংপ্রতি ৪ তোলা প্রক্ষেপ চিনি ৮ পল, পাক করিবার ক্রম, ঘৃতাঙ্গি জল পর্যন্ত একত্রে পাক করিয়া নিরসন হইলে কল্কার্থ অব্য সকল সূক্ষ্মচূর্ণ তাহার সহিত মিলিত করিয়া ঐষত্ব থাকিতে, চিনি দিবেন ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং প্রদরাধি সমাপ্তঃ ।

অথ যোনি চিকিৎসা ।

মুষিক তৈল । তিলতৈল ৪ সের মুষিকমাংস ১ সের তৈলের সহিত পাক করিয়া মিলিত হইলে পাক সিদ্ধ হয় এই তৈল যোনিতে লেপন করিলে যোনির কঠিনতা হয় ॥

ফলঘৃত । যে গাভির বাছুর না মরিয়া থাকে এমন একবর্ণা গাভির ঘৃত ৪ সের শতমূলির রস ১৬ সের, কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা জ্যেষ্ঠমধু কুড় হরীতকী বরুড়া আমলকী চিনি বচ কণ্ঠকারি শুক্লভূমিকুসুম কাকলা অশ্বগন্ধা মূল বনযমানী হরিদ্রা দারুহরিদ্রা হিঙ্গ কটকী শুঁদিপুষ্প ডাক্ষা ক্ষীরকাকোলী চন্দন এষাংপ্রতি ২ তোলা, পাকের প্রকার, এই সকল অব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া প্রক্ষেপ লক্ষণামূল ২ তোলা দিবেন, ভক্ষণ ২ মাষা ই-হাতে সন্তান অবশ্য হয় ।

সোমঘৃত । উজ্জমত গব্য ঘৃত ৮ সের কল্কার্থ রাই-মরিষা বচ কণ্ঠকারি শ্বেত পুনর্নবা ভূমিকুসুম হরীতকী বরুড়া আমলকী কুড় কটকী শতমূল আমলতা জ্যেষ্ঠ-

মধু জাতিপুষ্প বাসকপুষ্প মঞ্জিষ্ঠা দেবদারু শুষ্ঠী পিপুল
ভীমরাজ হরিদ্রা বীজদড়ক বিনুছাল সোণাছাল পারুল
ছাল গণিয়ারিছাল সালপানী চাকুল্যা কণ্ঠকারি গোহুরি
ব্যাংকুড় আপাঙ্গ অশ্বগন্ধা শতমূলী এষাৎ প্রতি ২ পল পা-
কার্ণ জল ৩৪ সের শেষ ১৬ সের, পাকের প্রকার, ঘুঁটের
জালে ঘৃত অগ্নিহুল্য করিয়া তাহাতে রাইসরিষা আদি
৩৪ দ্রব্য উক্ত প্রমাণ ঘৃতের সহিত পাক নিষ্কর্জল হইলে
পাক সিদ্ধ হয়, ভক্ষণের ক্রম, এই দুই ঘৃতে খতুর স্নানের
পবদিন অবধি অষ্টাহ পয়স্তু ঘৃত ভক্ষণ করিলে সম্ভান
হয়, আর, স্ত্রীপুরুষে সদাচারে থাকিবেন গর্ভ
হইলে উদরে বেদনাদির প্রতিকার চন্দন পদ্মেরমণাল
সমভাগ জলের সহিত বাটিয়া খাইলে বেদনা নিবা-
রণ হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং গর্ভ চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

অথ স্মৃতিকা চিকিৎসা।

পঞ্চকুল মিশ্রিত দশমূল পাচন দিবেন, অথবা কে-
বল দশমূল পাচন, আর আমশূল হইলে ধনা পঞ্চক
লংযুক্ত দশমূলের ক্কাথ প্রক্ষেপ পিপুল চূর্ণ ২ রতি দিয়া
দেবন করিবেন, আর এই রোগ গ্রহিণী অধিকার
মায়িকাচূর্ণ জাতিফলাত্না মহাভ্রবটিকা মহাগন্ধ প্রয়োগ
করিবেন।

ইতি সারকৌমুদ্যাং স্মৃতিকাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ বালকের চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ। কুড় আতাইচ কঁকড়াশুঙ্গি দুয়ালভা পি-
পুল এষাৎ প্রতি সমভাগে মূন্ধচূর্ণ মধুর সহিত মিলিত
করিয়া বালকের জিহ্বায় দিবেন তাহাতে কাসি নিবা-
রণ হয়।

হরিদ্রা লোধচাল প্রিয়ঙ্গু জ্যেষ্ঠ মধু এষাং প্রতি সম-
ভাগ তৈলের সহিত পাক করিয়া নাভিদেবে দিলে
শুদ্ধ হয় ॥

অথ চতুভঙ্গ অবলেহ । মুখা পিপুল আতাইচ শৃঙ্গি এ-
ষাং প্রতি সমভাগ মধু দিয়া অবলেহ করিলে, জ্বর অতি-
সার শান্তি হয় ।

হরীতকী বচ কুড় ৩ ভব্য চূর্ণ মধুর সহিত ভক্ষণ করা-
ইলে বালকের দৃষ্ণ তোলা ভাল হয় ।

অথ অষ্টমঙ্গল ঘৃত । ঘৃত ৪ সের জল ১৬ সের কল্কার্থ
বচ বুড় ভ্রঙ্গী রাইসগ্রিবা অনন্তমূল নৈল্লব পিপুল এষাং-
প্রতি ২ তোলা ১০ মাষা এই সকল ভব্য ছেঁচিয়া ঘৃতে
সহিত পাক নির্জল হইলে পাক সিদ্ধ হয়, সেব্য মত
সেবন করাইলে দড়কাদি সকল রোগ শান্তি হয় ।

ইতি সারকৌমুদ্যাং বালক চিকিৎসা সমাপ্তঃ ।

সারকৌমুদী নামক গ্রন্থ সমাপ্তঃ ।

